৪র্থ খন্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

অনুশ্রুতি

৪র্থ খন্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

ভূমিকা

অনুশ্রুতি তৃতীয় খন্ড পর্য্যন্ত যে-সব ছড়া প্রকাশিত হয়েছে, তৎপরবর্তী ১২৭৫টি ছড়া নিয়ে অনুশ্রুতি চতুর্থ খন্ড প্রকাশিত হ'লো। ১৯৬১ সালের জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর যত ছড়া দিয়েছেন, তার প্রায় সবই এই খন্ডে রইল। আলোচ্য ছড়াগুলি আদর্শ, নিষ্ঠা, ভক্তি, ধর্ম্ম, সাধনা, অনুভূতি, ইষ্টভৃতি, অনুরাগ, জীবনবাদ, সেবা, শ্রমনীতি, ব্যবসায়, ব্যবহার, কর্ম্ম, প্রবৃত্তি, দারিদ্র্য-ব্যাধি, অসৎ-নিরোধ, চরিত্র, সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা, প্রজ্ঞা, দর্শন ও বিজ্ঞান এই ২৪টি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। ছড়াগুলির সংখ্যা-সম্বন্ধে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। শ্রীশ্রীঠাকুর স্বতন্ত্রভাবে একই সময়ে বা বিভিন্ন সময়ে অগণিত ছড়া ব'লে গেছেন। কিন্তু ছড়াগুলিকে পারম্পর্য্যক্রমে বিন্যস্ত করতে গিয়ে দেখা গেছে, কোথাও-কোথাও একাধিক ছড়াকে জুড়ে দিয়ে একটি অখন্ড ছড়ায় পরিণত করলে বক্তব্যটি আরো নিটোল, পূর্ণাঙ্গ ও পরিস্ফুট হয়। তখন সঙ্কলয়িতাগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের দৃষ্টি সে-দিকে আকর্ষন করেছেন, এবং তিনি অনুমোদন করলে একাধিক ছড়া একসঙ্গে যুক্ত ক'রে দিয়েছেন। তাই ছড়ার মোট সংখ্যা এবং পুস্তকে প্রকাশিত ছড়ার সমষ্টিগত সংখ্যায় কিছু পার্থক্য থেকে যাবে।

ছড়া কথাটির সঙ্গে গ্রাম-বাংলার একটা নাড়ীর যোগ আছে। এ যেন জনজীবন থেকে উদ্ভুত ও জনতার নিজস্ব সম্পদ্। এ-পর্য্যন্ত জগতের বিভিন্ন দেশের লক্ষ লক্ষ নারী পুরুষ তাদের জীবনের গোপনতম যন্ত্রণা, বেদনা, অনুরাগ, কামনা, কদর্য্যতা ও ব্যর্থতার কাহিনী শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে অবারিত ও উন্মুক্ত ক'রে দিয়ে গেছে। ব্যথায় তাঁর সোনার অঙ্গ মলিন হ'য়ে উঠেছে। জগদ্ব্যাথার হলাহল পান ক'রে তিনি তাই তার নিরাকরণী অমৃত-পরিবেষণে ব্যাকুল। সহজ, সরল, প্রাণস্পর্শী, মমতামধুর ভাষায়, স্বতঃ-উৎসারিত, অযত্ন-লালিত, সাবলীল ছন্দে একের পর এক শ্লোক গেঁথে তিনি নবযুগের নবীন জীবন-সংহিতা রচনা ক'রে চলেছেন। বিশ্বমঙ্গলের এই মহামন্ত্রগাথা মানুষের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ুক, কণ্ঠে-কণ্ঠে উদ্গীত হো'ক, এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনের চলমান ছন্দে বিভাসিত ও রূপায়িত হ'য়ে তাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার লাঘব করুক—এই তাঁর প্রাণের অন্তরতম চাহিদা। সর্ব্বভূতের কল্যাণসাধনা তাঁর জীবনের স্বভাবধর্ম্ম। এই প্রেরণার তরঙ্গবেগে তিনি ভাবেন, বলেন ও করেন। তাই ছড়াগুলির ভাব ও ভাষা সর্ব্বত্র গ্রাম্য সরলতার সীমারেখা মেনে চলতে পারেনি। আবেগঘন মুহূর্ত্তে কোথাও-কোথাও তা' উচ্ছ্বসিত ও ঐশ্বর্য্য-সমন্বিত হ'য়ে উঠেছে। বিষয়বস্তুর জটিলতা ও ছন্দের অনুশাসন কোথাও-কোথাও ভাষার সরলতা কথঞ্চিৎ ব্যাহত

করেছে। কিন্তু সর্ব্বত্র একটা স্বতঃস্ফূর্ত গতিবেগ লীলায়িত হ'য়ে ওঠায়, বিশেষ কোন কথার বিশিষ্ট অর্থ সম্যক্ জানা না থাকলেও, মোটের উপর অন্তর্নিহিত মর্ম্মোপলব্ধিতে কোন ব্যাঘাত হয় না। বহু সুধী ব্যক্তি বলেন—প্রয়োজন পূরণ ও আবেদন এই দুই দিক্ দিয়ে বিশ্বজনীনতাই ছড়াগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য। সে-দিক্ দিয়ে আশু এ-গুলির বিভিন্ন অনুবাদ হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

আমরা সমবেত চেষ্টায় এই অমূল্যসম্পদ্ অবিলম্বে সর্ব্বত্র চারিয়ে দিয়ে যেন সপরিবেশ কল্যাণের অধিকারী হ'তে পারি। তবেই পরম প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর প্রকৃত তৃপ্তি পাবেন। আমরাও সার্থক বিবেচনা করতে পারব নিজেদের। বন্দে পুরুষোত্তমম্!

সৎসঙ্গ, দেওঘর
২৩শে আষাঢ়, রবিবার, ১৩৬৯
ইং ৮/৭/১৯৬২

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

অনুশ্রুতি ৪র্থ খণ্ড
জন্মশতবার্ষিক সংস্করণের ভূমিকা
(তৃতীয় সংস্করণ)

জীবনের যাবতীয় বিষয় নিয়ে কথিত পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ছড়ার বই 'অনুশ্রুতি' খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁরই জন্মশতবর্ষের মহালগ্নে 'অনুশ্রুতি ৪র্থ খণ্ড' গ্রন্থটির বর্ত্তমান প্রকাশনা জন্মশতবার্ষিক সংস্করণরূপে প্রকাশিত হ'ল। এই গ্রন্থের বিহিত অধ্যয়ন ও অধিগমন জীবন-চলনকে সার্থক সুসমঞ্জস ক'রে তুলুক, এই আমাদের প্রার্থনা।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
তাং ১লা জুলাই, ১৯৮৭

প্রকাশক

সূচীপত্র

আমার কথাগুলি যদি তোমার -
শুধু কথাচিত্রের খোরাক মাত্র হয় -
করার বা আবরণের ভেতর দিয়ে
সেগুলিকে যদি -
বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলতে না পার -
তবে -
পাওয়া যে তোমার
উপলব্ধিই রয়ে যাবে -
তা কিন্তু অতি নিশ্চয় —

তোমারই "আমি"

আদর্শ

মিথ্যা আদর্শ তা'রেই কয়,
সত্তা যাহার সাধ্য নয় । ১ ।

ব্যক্তিত্বেই কিন্তু আদর্শ থাকে,
আদর্শে ব্যক্তিত্ব রয় কখন ?
আদর্শেরই অনুসাধনায়
আদর্শ ব্যক্তিত্ব হয় তখন । ২ ।

পুরুষোত্তম যখন আসেন
সদ্‌গুরুত্ব থাকেই তাঁ'তে,
ভরদুনিয়ার আপূরণা
থাকেই তাঁহার বৈশিষ্ট্যতে । ৩ ।

পুরুষোত্তমের কৃতি-আচরণ—
তিনি না বোঝালে বোঝে কোন্ জন ? ৪ ।

বিশেষ হ'য়েও তিনি নির্ব্বিশেষ,
নরদেহী হ'লেও তিনিই অশেষ । ৫ ।

পুরুষোত্তম সবার নায়ক,
অসৎ যা' তা'র অমোঘ সায়ক । ৬ ।

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ—
পুরুষোত্তম—সৎ-এর আধান । ৭ ।

পুরুষোত্তমের শিষ্ট নিদেশ,
না পালিলে হয় দুঃখ অশেষ । ৮ ।

গোবর্দ্ধনধারী যিনিই জগতে,
সবারই বর্দ্ধন তাঁ'র চলনেতে । ৯ ।

দোদুল নিষ্ঠা, শ্লথ প্রত্যয়,
আনুগত্যবিহীন কৃতি,
আচার্য্য-সান্নিধ্যে নয়কো শুভ
করতে অভ্যাস স্বীয় ধৃতি । ১০ ।

কল্যাণপ্রদ শাসন-তোষণে
ধৃতিচর্য্যার উৎসারণা
উথলে তোলাই ইষ্টস্বভাব—
ঐ-ই তাঁ'র জীবন-তপনা । ১১ ।

শ্রেষ্ঠ তোমায় ভালই বাসেন—
দুঃখকষ্টের উদ্বেজনায়,
রেগে যদি মারধরও করেন
জানিস্ সেটাও প্রীতি-অভিনয় । ১২ ।

শ্রেষ্ঠ ব'লে ব'লছ যা'রে
প্রিয়'র তরে বাগাতে চাও !
জান না কি—বাগানো বাগ
অচিরেই যে হবে উধাও ! ১৩ ।

ধর্ম্মের মূর্ত্ত অবতার যিনি
নিদেশ তাঁহার করলে হেলা,
শাতন-তমঃয় পড়েই তা'রা
ডোবেই ডোবে জীবন-ভেলা । ১৪ ।

ইষ্ট কোন শিক্ষার তরে
করতে কিছু বললে তোমায়,
ইষ্টনিষ্ঠা অটুট রেখে
নিষ্পাদন তেমনি ক'রো তা'য় । ১৫ ।

অন্তরে যা'র অবিশ্বস্তি—
ক'রতে শিথিল লোভের চাপে,
শ্রেষ্ঠ তাহার স্বার্থ পোষেন
বিশেষ স্থলে বিশেষ ভাবে । ১৬ ।

ব্যতিক্রমী চালচলনে
প্রেষ্ঠে ব্যথা দিলে,
ঘূর্ণিপাকে বেদনাটা
তা'রই দিকে চলে ।১৭।

গুরুই হোন আর শিক্ষকই হোন
তাঁরাই কিন্তু শিষ্যের মান,
স্নেহল ব্যক্তিত্ব-মর্য্যাদা-বোধ
এটা কিন্তু তাঁ'দেরই দান ।১৮।

জ্ঞান ও বোধের নিয়ন্ত্রণে
ব্যতিক্রম যা' এড়িয়ে নিয়ে,
গুরু-সম্পদ্ এই তো পাওয়ার
স্বার্থলোভকে তাড়িয়ে দিয়ে ।১৯।

ইষ্ট যা'দের নাইকো ধরায়
প্রেষ্ঠ তা'দেরই ধরা উচিত,
ইষ্ট ছেড়ে গুরু ধরে—
ঐ চলনটাই বিশেষ গর্হিত ।২০।

নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতি—
ইষ্টই কিন্তু তা'র কেন্দ্র,
স্বতঃস্রোতা ঐ নিষ্ঠাকে
রাখিস্ অটুট নিটোল সান্দ্র ।২১।

নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতির
অটল আবেগে ধর্ তা'কে,
নিদেশ-মতন কাজ ক'রে যা
কৃতি দিয়ে বোঝ্ পাকে-পাকে ।২২।

অনুশীলনী তৎপরতায়
ইষ্টের গুণ নে সেধে,
নিষ্ঠাবিপুল আবেগ নিয়ে
ভক্তিতে রাখ্ তাঁ'য় বেঁধে ।২৩।

স্বতঃস্বেচ্ছ উছল প্রাণে
ইষ্টের অবদান—
তাঁ'র আশীর্ব্বাদ সেটা জানিস্
স্বস্তিরই আধান ;
অমনতর দানটি যখন
তোমায় স্পর্শ করে,
ব্যবহারে মানসপটে
তাঁ'কেই মনে পড়ে । ২৪ ।

গুণমহিমার কীর্ত্তন-পূজায়
তুষ্ট যেমন সর্ব্বজন,
ভজন-সেবা-অর্চ্চনাতে
পরমপুরুষও তুষ্ট হন । ২৫ ।

মাতা-পিতা-গুরুজনের
সবার সেরা ইষ্ট তোমার,
নিয়ন্ত্রিত তাঁ'তে হ'য়ে
সার্থক কর যা'-কিছু আর । ২৬ ।

ইষ্টই যে তোর জীবন পথে
মণিকেন্দ্র—অনুচলনের,
ভাঙ্গ্‌লে সেটা, হয় না কভু
স্ফুরণ-বলন তোর জীবনের । ২৭ ।

সব ধৃতিরই ধারণ-প্রতীক—
যিনি ইষ্ট মূর্ত্তিমান্—
নিষ্ঠানিপুণ আনুগত্যের
কৃতিপূজায় জাগিয়ে আন্ । ২৮ ।

জীবন-নিত্তির মণিকেন্দ্র
ইষ্ট যিনি তাঁ'কেই জানিস্,
সার্থকতায় যা' পাস্ যেথায়
তাঁ'রই অর্থে বিনিয়ে নিস্ । ২৯ ।

সত্তাটাকে জানেন যিনি
ব্যষ্টিসহ পরিবেশের,
সাত্বত ধী-উদ্ভাসিত
সদ্‌গুরু সেই বিশেষত্বের ।৩০।

স্বতঃদীপ্ত সদ্‌গুরু যিনি—
সদ্‌গুরুর সাথে নাইকো ছেদ,
পূর্ব্বদীক্ষায় দক্ষ ক'রে
তিনি দেন সব তাহার ভেদ ।৩১।

সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষিতই শুধু
তিরোধান তাঁ'র যখন হয়,—
শিষ্ট আচারে সম্বুদ্ধ হয়
সদ্‌গুরু যদি পুনঃ সে পায় ।৩২।

ধারণ-পালন-উৎস—ঈশ্বর
থাকেন ব্যাপ্ত সব হৃদয়ে,
তাঁ'রই প্রতীক সদ্‌গুরুতে
সুদীপ্ত হও শরণ নিয়ে ।৩৩।

পুরুষোত্তম যখন আসেন
সবার গুরু তিনিই হন,
তাঁ'তে নিষ্ঠা যতই দড়
তা'র অন্তরে তিনিই ঘ'ন্ ।৩৪।

সব গুরুরই গুরুত্ব যিনি
গুরুর প্রতিকৃতি হন,
হাজার গুরু থাকুক না তোর
তাঁ'র কাছে কেউ গুরু নন ।৩৫।

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
ধারণ-পালন করেন যিনি,
প্রত্যেকেরই তেমনতর
সাত্বত শুভ তাহার তিনি ।৩৬।

ঈশ্বর, যিনি জীবন-উৎস,
ধৃতি-সম্বেগ সবার যিনি,
ইষ্ট তাঁরই মূর্ত্ত প্রতীক
সেই ঐশ্বর্য্যে মূর্ত্ত তিনি । ৩৭ ।

অজ্ঞ যেমন বিজ্ঞও তেমনি
অজ্ঞ-বিজ্ঞের থাকেন পার,
বিদ্যা-অবিদ্যার পারে থেকেও
পরমপুরুষ ধৃতি সবার । ৩৮ ।

ধারণ-পালন-সম্বেগ-উৎস
পুরুষোত্তম নিজেই তিনি,
সাত্বত আচার তাঁ'রই সেবা
ব্রাহ্মীচর্য্যায় থাকেন যিনি । ৩৯ ।

যে-মুহূর্ত্তে অজান তিনি
সে-মুহূর্ত্তেই জ্ঞানপ্রবীণ,
জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে থেকেও
পরমপুরুষ চির নবীন । ৪০ ।

পুরুষোত্তম আসেন যখন
ইষ্ট, আচার্য্য—তিনিই গুরু,
তিনিই সবার জীবন-দাঁড়া
তিনিই সবার জীবন-মেরু । ৪১ ।

পুরুষোত্তমের আবির্ভাবে—
সঞ্চারণার অধিকার
অন্য কা'রো থাকতে পারে
এমন কেউই থাকে না আর । ৪২ ।

স্বতঃস্রোতা ধারণ-পালন
ব্যক্তিত্বতে আছে যাঁ'র,
তিনিই তো হন—লোক-নারায়ণ—
সব জীবনের স্বতঃ-সার । ৪৩ ।

পূর্ব্বতনের নব-কলেবর
পরবর্ত্তী যে-জন আসেন,
পরবর্ত্তীর মাঝেই কিন্তু
পূর্ব্ববর্ত্তী নিহিত রহেন ।৪৪।

পরবর্ত্তী ছাড়া কিন্তু
পূর্ব্বতনের রয় না বিভা,
পরবর্ত্তীর সেবাতেই হয়
বাস্তবতার ধৃতি-আভা ।৪৫।

পরবর্ত্তীকে বাদ দিয়ে যা'রা
পূর্ব্বতনের বড়াই করে,
সে-বড়াইটা স্বতঃসিদ্ধই
ব্যর্থতাকে জাপ্‌টে ধরে ;
তাই তো তিনি কালের দ্বারা
ছিন্ন-ভিন্ন হন না কভু,
তাই তো তিনি এ-জগতে
শিষ্ট-সুন্দর মূর্ত্ত বিভু ।৪৬।

ভেদ করিস না পুরুষোত্তমে
মহাপুরুষে আনিস্ না' ভেদ,
ভেদবিধানে বিদ্ধ হ'য়ে
ক্রমে-ক্রমেই বাড়বে খেদ ।৪৭।

পুরুষোত্তম কিংবা ইষ্টজনের
থাকলে বংশে শিষ্ট কেউ,
তিনিই কিন্তু স্বতঃ-নিয়ন্তা
জীবন-যাগের ধৃতি-ঢেউ ।৪৮।

প্রেষ্ঠ তোমার যে-জনই হো'ন
তাঁ'র কাছেতে হৃদয় খুলে—
তৃপ্তি আসে,—ভাল-মন্দ
যা' তোমার রয় সবই ব'লে ;

যেখানেতে হয় না ওটা
খুলতে হৃদয় দ্বিধা আসে,
শ্রেষ্ঠ নয়কো তিনি তোমার
চ'লছ তুমি আপন বশে ।৪৯।

সবার স্বর্গ ইষ্ট যিনি—
নিষ্ঠানিপুণ উচ্ছলায়,
বিশ্বাসিত করেন সবায়
বোধদীপ্ত ঊর্জ্জনায় ;
সপ্তলোকের স্বর্গ তিনি
উৎসর্জ্জনা যাঁ'র প্রভা,
সব বিভূতি তাঁহার বিভব
দীপ্ত বোধি যাঁ'র বিভা ;
হও আনত নত শিরে
হাঁটু গেড়ে কর প্রণাম,
যেখানে যাস্—স্বর্গ থাকুক,
হো'ক্ জীবন তোর স্বর্গধাম ।৫০।

গুণদীপনী ভজনচর্য্যায়
ধৃতিমুখর যাঁ'র চলন,
বিভুদীপ্ত হৃদয় তাঁহার
তাঁ'রই তো ঐ আগমন ;
বাঁচাবাড়ার স্ফূর্ত্তি নিয়ে
চলাই যে তাঁ'র স্বার্থ মহান্,
বিভু-মানুষ হ'য়েও তিনি
নিয়োজিত তাঁ'তেই র'ন ;
সঞ্চারণাও করেন তিনি
জীবন-বৃদ্ধির সৎ-আবেগে,
করা-বলা-চলায়ও তাই
হৃদয়ে সেই দীপ্তি জাগে ;
মানুষ হিসাবে তিনি যেমনতর
বিভূতিও তাঁ'র তেমনি,
মানুষ-বিভু হ'য়েও তিনি
চলেন-ফেরেন সেমনি ।৫১।

ঐশ্বর্য্যেরই গুণবিভা
চরিত্রেতে বিভূতি হ'য়ে
ধারণ-পালন-উৎসর্জ্জনায়
যেথায় যাঁ'তে সমন্বয়ে,
অসৎ-নিরোধ তৎপরতায়
প্রভাবগুলি দীপ্ত বিভায়
বোধবীর্য্য সঙ্কর্ষণে
দীপ্ততেজা স্বস্তি-গানে
ঈশ্বরীয় গুণ-অর্ঘ্য
যেথায় যাঁ'তে বিকাশ পায়,
ঈশ্বরেরই মূর্ত্ত প্রতীক
পুরুষোত্তম বলে তাঁ'য় । ৫২ ।

নিষ্ঠা

নিষ্ঠা মানেই লেগে থাকা
  আনুগত্য-কৃতি নিয়ে,
যা'তে যেমন নিষ্ঠা থাকে
  গুণই তেমনি ওঠে গজিয়ে ।১।

নিষ্ঠা মানেই লেগে থাকা
  ইষ্টসত্তায় নিরন্তর,
ভাঙ্গাচোরা হয় যেমনটি যা'র
  জানিস্ সে-জন তেমন ইতর ।২।

নিষ্ঠা জীবনের আসল দাঁড়া
  যেমন নিষ্ঠা ব্যক্তিত্ব তেমন,
নিষ্ঠাই কিন্তু সার্থকতার
  সুষ্ঠু বোধির সুসন্দীপন ।৩।

অবিকৃত ঊর্জ্জী নিষ্ঠা
  লেগেই থাকে, খোলে না,
ঊর্জ্জী সাহস ধৃতিচর্য্যার
  ধী-টি তাহার নড়ে না ।৪।

আবেগ-আঁটই নিষ্ঠা রাখে
  আনুগত্য-কৃতিচর্য্যায়,
ব্যতিক্রমী নিষ্ঠা হ'লে
  পড়েই সেটা খিন্ন পর্য্যায় ।৫।

নিষ্ঠাকে তাজা খরস্রোতা
  রাখিস্ কদরে সুনিয়ত,
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগে
  শ্রমচর্য্যী রাখিস্ স্বতঃ,

দুর্ব্বার ঐ উর্জ্জী নিষ্ঠা
অগ্নিদৃপ্ত হ'য়ে চলে,
অসৎ যা'-কিছু ভেঙ্গে-চুরে সব
সৎ-প্রতিষ্ঠায় গ'ড়ে তোলে ।৬।

নিষ্ঠা যা'দের অটুট থাকে
আনুগত্য-কৃতির সাথে,
মার্জ্জিত হয় বোধনা তা'দের
বোধদৃষ্টির স্ফুরণাতে ।৭।

স্থিরনিষ্ঠ বোধবিবেকের
বিনায়নী দৃষ্টি দিয়ে
স্থির আবেগে চলেই যা'রা—
চলেই হৃদয়-বিভব নিয়ে ।৮।

আগ্রহে তোর দম না র'লে
নিষ্ঠা হবে কিসে ?
নিরেট-নিষ্ঠা না হ'লে কি
ঠিক হবে তোর দিশে ?৯।

নিষ্ঠা যদি ঠিক থাকে তোর
ধী-টাও ঠিকই চলবে,
জংলা-জাবড় অন্তরে যা'
বিনায়নে তা'ও পড়বে ।১০।

নিষ্ঠা যদি কৃতিরাগকে
উচ্ছলে না আন্‌লো,
তাপস-চলন আসবে কিসে !
নিষ্ঠাটা কী ক'রলো ।১১।

নিষ্ঠা-স্রোতা কৃতি-চলন
অনুরাগের রঞ্জনা
যতই বাড়ে, ততই আসে
ভরদুনিয়ার বন্দনা ।১২।

নিষ্ঠা যদি থাকেই তোমার
আগ্রহশীল রাগে,
যা' হ'য়ে যা' করতে হবে
ফেলবেই ক'রে আগে ।১৩।

নিষ্ঠা যদি না থাকেই তোমার
আগ্রহশীল রাগে,
করবি ব'লে ভাববি যেটা
আসবে কমই বাগে ।১৪।

নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতির
উন্মাদনা যা'তেই যায়,
তা'ই কিন্তু লহমাতেই
করে সেগুলির অপচয় ।১৫।

নিষ্ঠা তোমার যেদিকে র'বে
আবেগও র'বে সেই পথে,
অনুগতি-কৃতিও তেমনি
চলবে জানিস্ তা'র সাথে ।১৬।

সৎ কিংবা হো'ক্-না অসৎ
নিষ্ঠা কিন্তু সবেতেই হয়,
যেমনতর আবেগ যেখানে
চলা-বলাও তেমনি পায় ।১৭।

ভঙ্গপ্রবণ নিষ্ঠা যেথায়
সে-নিষ্ঠা কিন্তু নিষ্ঠাই নয়,
আবেগঝোঁকা বিচ্ছিন্ন যা'
ভক্তি-জ্ঞান কি তা'তে হয় ?১৮।

নিষ্ঠা যা'দের নাই—
ভাবপ্রবণতা বাড়ায় তা'দের
উন্মাদ বড়াই ।১৯।

ফাটল-ধরা নিষ্ঠা যা'দের
অনুরাগে ব্যতিক্রম,
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগেও
ফাটল ধরে অনুক্ষণ ।২০।

নিষ্ঠার অভাব রয় যেখানে
অলস আনুগত্য-কৃতি,
ছন্দহারা চিত্ত ও মন
হ'য়েই থাকে নিরবধি ;
সন্দেহ তা'য় পেয়ে বসে
সব বিষয়ে সকল কাজে,
বোধবিবেকও এলোমেলো
চলাফেরাও আজেবাজে ।২১।

পরাক্রম যা'র দেখলি নাকো
দেখলি নাকো ঊর্জ্জনা,
দেখলি শুধু প্রেয়নিষ্ঠায়
নাইকো কোন তর্পণা,
এক ডাকেতে বুঝে নিবি—
অন্তঃসারহীন সে হৃদয়,
নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতিত্
হয়নিকো তা'র সত্ত্ব-বিজয়,
বিদ্যাবত্তা যতই থাকুক
গর্ব্বান্বিত বাগ্মিতা,
নিষ্ঠা যা'দের আয়ত্তে নেইকো—
হয় না নিটোল সভ্যতা ।২২।

বীর্য্যতেজা নয়কো নিষ্ঠা,
আনুগত্যে নাই ঊর্জ্জনা,
কৃতিসম্বেগ ছিন্ন-ভিন্ন,
আসবে কিসে বর্দ্ধনা ? ২৩।

নিষ্ঠা তোমার এমনই হোক
ঊর্জ্জী দীপন প্রীতি নিয়ে,

সবাই দাঁড়াক তোমার পাশে
অটুট কৃতি-হৃদয় দিয়ে । ২৪ ।

মানুষ যদি চাস্ হ'তে তুই
শ্রদ্ধাভরা রাখিস্ ধী,
ইষ্টনিষ্ঠায় থাকিস্ নিয়ে
কৃতিদীপ্ত সম্বোধি । ২৫ ।

নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতি
প্রেষ্ঠে নিবদ্ধ নয়কো যা'র,
ব্যক্তিত্বভরা চঞ্চলতা
নয়কো সুষ্ঠু জীবন তা'র । ২৬ ।

শিষ্ট নিষ্ঠা ইষ্টে যাহার
ব্যতিক্রম যা'র পায় না লাগ,
কৃতিস্রোতা যতই হোক সে
আদর্শেতে থাকে সজাগ । ২৭ ।

ইষ্টে যদি না থাকে নিষ্ঠা
নিদেশ-অনুশীলন করবে কে ?
নিষ্ঠাতেই তো ইষ্ট প্রতিষ্ঠ
অনুশীলনও সেই সম্বেগে । ২৮ ।

নষ্ট পুরুষ, নষ্টা নারী
তা'রাও হ'লে ইষ্টনিষ্ঠ,
অনুশীলনী কৃতি-সেবায়
তা'রাও তো হয় জ্ঞানগরিষ্ঠ । ২৯ ।

শতেক পাপের পাপী হ'লেও
শ্রেয়নিষ্ঠা হৃদয়-ভরা,
যেমনতর যা'ই না হোক
জীবন তা'দের দুঃখহরা । ৩০ ।

আগ্নেয়গিরির ফোয়ারা আছে,
আগুন কি তোমার অন্তরে নাই ?

ইষ্টনিষ্ঠা অটুট রেখো
আগুনটা তো সক্রিয়তাই ।৩১।

শ্রেয়নিষ্ঠা অটুট যা'দের
রাগরতি যা'র উচ্ছলা,
নিষ্ঠা তা'দের অটুটস্রোতা
সব বিষয়েই সচ্ছলা ।৩২।

শ্রেয়নিষ্ঠাই পরম লাভ,
পরম গতি, পরম বিভব,—
আনুগত্য-কৃতি তা'দের
শিষ্ট বীর্য্যে চালায় সব ।৩৩।

নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতি
এই সবেরই সু-আবেগ,
প্রেষ্ঠে দীপ্ত হ'য়ে জানিস্—
দেয় বাড়িয়ে সু-সম্বেগ ।৩৪।

তাড়ন-পীড়ন যা'ই আসুক না
থাকলে সৎ-এ নিষ্ঠা দড়,
ঐ নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতি
ক'রেই থাকে লোককে বড় ।৩৫।

ঈশ্বরেরই কুকুর তুমি
নিষ্ঠা-শিকল গলায় পরা,
ডাকলে তিনি কাছে আস
তাড়ালে থাক দূরেই খাড়া ।৩৬।

ইষ্টদেবের কী অভিযান
কখন তিনি কেমন চান,
নিষ্ঠ যা'রা শিষ্টভাবে
বুঝেই করে তা'র বিধান ।৩৭।

ইষ্টনিষ্ঠা প্রখর-প্রবল
যা'র হৃদয়ে রয় যেমন,
ধৃতির নেশা বাড়েও তা'দের
সার্থকও হয় সঞ্চরণ ।৩৮।

এক মুষ্টি ধুলিও যদি
গুরুর আশিস্ হয় তোর,
নিষ্ঠা থাকলে সে-মূলধনেই
অনেক বাড়ায় জীবন-ভোর ।৩৯।

পথের কড়ি ইষ্টনিষ্ঠা
নিরেট হ'য়ে থাক্ সেথায়,
সেবা, শ্রদ্ধা, কৃতিসম্বেগ,
স্মৃতিচর্য্যা জাগে যেথায় ।৪০।

ইষ্টনিষ্ঠা সাম্য আনে
সরল করে জীবন-বল,
বিবেক-বিচার, ধৃতির চলন
তেমনি তাহার হয় অটল ।৪১।

ভক্তি

ভক্তি মানেই ভজন কিন্তু
ভজন মানে সেবা,
নিষ্ঠানিপুণ ভজনই তাই
অন্তরেরই বিভা ।১।

ভক্তি মানেই ভজনরাগ
সেবাচর্য্যা বর্দ্ধনা,
অসৎ-নিরোধ তৎপরতায়
বজ্রকঠোর উর্জ্জনা ।২।

ভক্তি থাকার প্রধান লক্ষণ—
ভজনসেবার অনুরাগ
শিষ্ট কৃতির বাঁধন দিয়ে,—
সঙ্গে থাকে বোধন-রাগ ।৩।

ভক্তির গোড়াই নিষ্ঠা জানিস্
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ,
না থাকলে এই সার্থক ধারা
থাকে নাকো ভক্তি-আবেগ ।৪।

লোভের দায়ে ভক্তি যখন
উথলে উঠ্‌ল, ঠিক জেনো—
ভক্তি নয় তা', স্বার্থসেবা,
নিষ্ঠাবিহীন তা' মেনো।৫।

নিষ্ঠা-উদ্যম না থাকে যা'র
ভজনদীপ্ত যে-জন নয়,
যেমন-তেমন যা' করুক সে
ভক্তি কখনও সে-জন পায় ?৬।

তেজ-বীর্য্য রয় না ভক্তের—
পেলি কোথায় এমন কথা ?
ইষ্টতেজা বীর্য্য কি রয়
ভক্ত ছাড়া অন্য কোথা ? ৭ ।

শক্তিভরা দীপ্ত ভজন
থাকলেই কিন্তু ভক্তি হয়,
ভক্তের হৃদয় পরাক্রমী
নিষ্ঠাস্রোতা হ'য়েই রয় । ৮ ।

নিষ্ঠা যদি না থাকে তোর
ভজনদীপ্ত ঊর্জ্জনায়,
ভক্তিও তুই পাবি কোথায় ?
চ'লবে জীবন নন্দনায় ? ৯ ।

ঊর্জ্জী নিষ্ঠা নাইকো যা'র
পরাক্রমী নয় যে-জন,
নাইকো শিষ্ট কৃতিসেবা,—
ভক্তিদীপ্ত রয় কখন ? ১০ ।

কৃতিচর্য্যায় ধৃতিপোষণ—
ধারণশক্তি বাড়ে তা'তে,
নিষ্ঠানিপুণ উদ্যমেতে
পুণ্য বহে হৃদয়টাতে । ১১ ।

ক্লীব ভক্তি ভক্তিই নয়কো,
থাকে না তা'তে পরাক্রম,
নিষ্ঠাকৃতি নাই তাহাতে
নাইকো বীর্য্য, নাই উদ্যম । ১২ ।

কাপুরুষরা ঊর্জ্জী ভক্তির
সেবায় কভু থাকতে পারে ?
ভক্তি-বনাম ক্লীবতা সেথায়
আধিপত্য করেই করে । ১৩ ।

ভক্তি কভু চায় কি মরণ ?
তরণই তা'র স্বভাব-যাগ,
অসৎ-নিরোধ ক'রে ভক্তি
দেয় ছড়িয়ে প্রীতির রাগ । ১৪ ।

অনুকম্পায় ভক্তির গতি
নিষ্ঠা-সেবা-পরিচর্য্যায়,
অসৎ-নিরোধ ক'রে ভক্তি
জীবনটাকে নিয়ত জাগায় । ১৫ ।

যে যাহাতে ভক্তিমান
নিষ্ঠাও তদ্-অনুপ্রাণ,
আনুগত্য-কৃতিও তেমনি
ব্যক্তিত্বেরও তেমনি স্থান । ১৬ ।

বীর্য্য নিয়ে ভক্তি চলে
শক্তি দিয়ে সবার প্রাণে,
বোধ-বিধায়ন ঊর্জ্জনাতে
ভক্তি সবায় অভয় দানে । ১৭ ।

বীর্য্যভরা ভক্তি যেথায়
গ'র্জ্জে ওঠে সেবারাগে—
বৈশিষ্টেরই বিশেষ চর্য্যায়
মত্ত হৃদয় স্ফূর্ত্তিফাগে । ১৮ ।

ভক্তিই কিন্তু শক্তি বাড়ায়
হয় না ভক্ত অলস-বেকুব,
ভজনসেবায় দীপ্ত তা'রা—
পাপ-বিনাশক তীব্র ধূপ । ১৯ ।

চললে ভক্তি শিষ্ট তালে
নিষ্ঠা-অনুগতি নিয়ে,
কৃতিদীপ্ত উচ্ছলাতে
চলে সকল সত্তা দিয়ে । ২০ ।

অস্খলিত নিষ্ঠারাগে
আনুগত্য-কৃতি নিয়ে,
চর্য্যারাগে সত্তাপূজায়
জাগ্‌বে ভক্তি ধৃতি-পায়ে ।২১।

ইষ্টভক্তির আসনই সত্তা
নিষ্ঠানিপুণ আবেগ নিয়ে,
সেথায় অসৎ রয় না কিন্তু
নিরোধে সর্ব্ব শক্তি দিয়ে ।২২।

বোঝে নাকো পাওয়াটাই যে
ভজনচর্য্যার অবদান,
ভগবান্ তা'র বোঝা ব'য়ে
ক'রেই থাকেন স্বস্তি দান ।২৩।

শিষ্ট-সুধী বুদ্ধ-শুদ্ধ
ভজন যাহার নন্দনা,
ভরদুনিয়ায় সেই জনই তো
লোকপ্রিয় বন্দনা ।২৪।

ধৰ্ম্ম

নিষ্ঠাশিষ্ট সমীচীন যা'
সেইগুলি তোমার কর্ম্ম,
চর্য্যা-প্রীতি অনুচলনে
চলাই কিন্তু ধৰ্ম্ম । ১ ।

নিষ্ঠানুগ কর্ম্ম যেমন
ধৰ্ম্মও পাবে তেমনি,
আচার-ব্যাভার-চালচলনও
পেয়েও বসবে সেমনি । ২ ।

গেরুয়া প'রে বেড়ালেই
সন্ন্যাসী তুমি হবে ?
ইষ্টনিষ্ঠ সদাচারী—
সন্ন্যাসী তুমি তবে । ৩ ।

ইষ্টনিষ্ঠ আনুগত্য-কৃতি
শ্রমপ্রিয়তা যেইখানে,
সমীচীনভাবে সাত্বত গতি
সহজ-সুন্দর সেইখানে ;
প্রীতিপূর্ণ দীপ্ত হৃদয়
অনুকম্পী চর্য্যা-আবেগ,
স্বভাব-সন্ন্যাসী সেই জনই হয়
লাগে না তাহার সন্ন্যাস-ভেক । ৪ ।

ধৰ্ম্মগুরুর ভান ক'রে তুই
ধাপ্পাবাজি করিস্ না,
ধাপ্পাবাজির ধাক্কায় প'ড়ে
অক্কার পথে চলিস্ না । ৫ ।

নিজ ও পরের স্বস্তি-নীতি
ভাঙ্গবি যতই অসৎ হ'য়ে,
আসবে আপদ্ তেমনতরই
দুঃখকষ্টের বোঝা ল'য়ে ।৬।

ধারণ-পালন কুশল-কলায়
প্রাপ্তি যাহার যেমনি হয়,
ঈশ্বরীয় বিভূতি তা'তে
তেমনতরই সজাগ রয় ।৭।

ধারণ-পালন-সঙ্গতি যেথা
স্বতঃসন্দীপনায় বয়—
মূর্ত্ত আধিপত্য সেথায়,
ঐশী বীর্য্য সেথায় রয় ।৮।

জীবনচর্য্যা সবার সেরা
ঈশ্বরই যা'র প্রধান পুরুষ,
সেই চর্য্যাই তো ধর্ম্মচর্য্যা—
বাঁচে-বাড়ে সকল মানুষ ।৯।

ধৃতিপালী সম্বর্দ্ধনা
ঈশ্বরের সম্বেগ-দীপ—
আগ্রহ-কুশল কৃতিচর্য্যায়
এনেই থাকে স্বস্তি-টিপ ।১০।

সুখী হওয়া, সুখী করা,—
স্বর্গের সিঁড়ি তা'ই জেনো,
তৃপ্তি তোমার দীপ্ত হ'য়ে
ব্যাপ্তি পাবে,—ঠিক মেনো ।১১।

সু-কে যেমন করবি অর্জ্জন
হাতে-কলমে বুঝে-ক'রে—
স্বর্গও তোর তেমনি হবে,
কে তোমাকে রাখবে ধ'রে ?১২।

ধরবি যেমন করবি তেমন
ধর্ম্মও হবে তেমনি,
ধৃতিবাঁধন তেমনি হ'য়ে
চলবিও ভবে সেমনি । ১৩ ।

ধর্ম্মই কিন্তু শিক্ষা-কেন্দ্র
ধর্ম্মই আনে উন্নতি,
ধর্ম্মাচরণ এনেই থাকে
শিষ্ট-সুন্দর পরিণতি । ১৪ ।

যেমন বৈধী নিয়মনে
বাস্তবতার গতিপথে
ধর্ম্মাচরণ যে-জন করে—
তেমনি সার্থক মনোরথে । ১৫ ।

শ্রেয়ার্থটির আপূরণে
শ্রমসুখের নন্দনা,
দীপ্ত করে তৃপ্তি দিয়ে—
সঞ্জীবনী বর্দ্ধনা । ১৬ ।

নিষ্ঠাপ্রতুল সদ্-দীপনায়
কৃতিচর্য্যী ব্যবহারে,
ওঠ্ না জেগে স্ফীত হ'য়ে
চেতনদীপ্ত সম্প্রসারে । ১৭ ।

শুনবি আমার একটি কথা ?—
ওরে অবোধ ! ও বিধ্বস্ত !
পারস্পরিক ধৃতিচর্য্যাই
স্বার্থ জানিস্, হ' তা'য় লিপ্ত । ১৮ ।

ধৃতি-কৃতির ধরণ-ধারণ
ভালমন্দ যেমনতর,
ভজনযোগে ভগবান্‌ও
থাকেন সেথা তেমনতর । ১৯ ।

সকল ধর্ম্মের সেরা ধর্ম্ম—
পুরুষোত্তমে শরণ নেওয়া,
সর্ব্ব পাপের মোচন তা'তে
তা'তেই হবে সফল চাওয়া ।২০।

শিখা, উপবীত, দণ্ড তোমার
যেমনতর যা' থাকুক না,
ভড়ংই হবে—না থাকলে তোর
ইষ্টনিষ্ঠা উর্জ্জনা ।২১।

জীবনশিখার স্মারক—শিখা
মস্তকে যা' ধারণ কর,
ইষ্টই জেনো তা'র নিয়ামক
পূত বন্ধনে যা'কে ধর ।২২।

জীবনশিখা ইষ্টে বেঁধে
দীপ্ত করে নিষ্ঠাবিভা,
শিখা রাখা, শিখাবন্ধন—
তাঁ'রই কিন্তু স্মারক আভা ;
শিখাকে তাই পূত ব'লে
অনেকে তা' মাথায় রাখে—
বন্ধনে তা'র স্মরণ এনে,
যা'তে নিষ্ঠা তাঁ'তে থাকে ।২৩।

যজ্ঞসূত্র বা যজ্ঞোপবীত
ভজনসেবার স্মারক যা',
শ্রমবিভার চর্য্যা নিয়ে
চলার কিন্তু স্মারক তা' ;
ব্যষ্টিসহ সমষ্টিটির
ভজনসেবার অনুনয়ন,
ঐ স্মারকে আনে জেনো
তোমার ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন ।২৪।

যজ্ঞোপবীত—ব্রহ্মসূত্র—
বর্দ্ধনারই দীপক রাগ,
ব্যষ্টিসহ সমষ্টিটার
চর্য্যামুখর জীবনযাগ ।২৫।

ভক্তিনত অন্তরেতে
দণ্ড যা'রা ভিক্ষা নেয়,
নিষ্ঠানিপুণ কৃতিযাগে
উচ্ছলাতে যায়ই যায় ।২৬।

আত্মশাসন-নিয়মনার
দণ্ড নিয়ে দণ্ডী তুমি,
অসৎ-নিরোধ উদ্দীপনায়,
দণ্ডই তা'র স্মারক-ভূমি ;
নিজে বাঁচ, পরকে বাঁচাও
আপদ্-বিপদ্ দুঃখশোকে,
নিয়মনী দণ্ড তোমার
সবা'য় যেন রাখে সুখে ;
এই প্রতিজ্ঞার জ্ঞাপন-প্রতীক—
দণ্ড- শিখা, যজ্ঞোপবীত,
শ্রমসুখপ্রিয়তা তোমার
দেখে চলুক ও-সব রীত্ ;
ও-সব যদি না-ই কর তুমি
স্মারক-প্রতীক ক'রবে কী ?
ক্রমে-ক্রমে অবশ শ্রমে
নিথর হবে সত্তা-ধী ।২৭।

অটুট-নিষ্ঠ ধী নিয়ে যা'রা
স্মারক-প্রতীক রাখে ধ'রে—
ঐ প্রতীকের সঞ্চারণা
জীবন-স্রোতকে দীপ্ত করে ।২৮।

সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ যাঁ'রা
এমনতরই বিপ্রকুল—

পুরোহিত কিন্তু তাঁ'রাই হ'তেন
দক্ষ বাস্তব জ্ঞানে বিপুল,
পরিবারের শিক্ষক তাঁ'রা
আচার-বিচার-বিজ্ঞতায়,
সন্তানতুল্য করতেন পালন
শিষ্ট অশেষ ঊর্জ্জনায় ;
প্রতি পরিবারেরই এমনতর
পুরোহিত বিপ্র যতেক জন,
প্রতিটি পরিবার নিয়ন্ত্রণে
কৃষ্টিপথে রাখতেন চেতন ;
ব্যষ্টিসহ পরিবারকে
শিক্ষায় দক্ষ ক'রে তাঁ'রা,
শিষ্ট-বিজ্ঞ তুলতেন ক'রে
যজন-নিয়োজনের দ্বারা ;
চাকুরীজীবী কমই ছিলেন
লোকচর্য্যাই ছিল প্রধান,
জ্ঞান-বিজ্ঞানের আচার্য্য তাঁ'রা
ছিলেন তাঁ'রাই কৃষ্টি-আধান ;
শিক্ষা-দীক্ষা-জ্ঞান-বিজ্ঞানে
আবার তোরা মানুষ হ',
কৃতিস্রোতা লোকসেবায়
সত্তা-স্বস্তি নিষ্ঠায় ব' । ২৯ ।

ধর্ম্ম মানেই সত্তাচর্য্যা
বল-বর্ণ-আয়ু নিয়ে,
বৈধী মত বিনায়নে
সার্থকতার দীপ্তি দিয়ে ;
সৃষ্টি-সহ ব্যষ্টি যত
রয় সকলেই ধর্ম্ম-বশে,
বেঁচে-বেড়ে থাকতে চায়ই
সিক্ত হ'য়ে জীবন-রসে । ৩০ ।

সাধনা

সাধনা মানে সেধে নেওয়া
স্মরণ-মনন-করণেতে,
অভ্যাসেতে স্বতঃ হ'লে
সিদ্ধ হ'য়ে ওঠে তা'তে । ১ ।

ভাবতে-ভাবতে আসে ধ্যান,
করতে-করতে আসে জ্ঞান । ২ ।

পুরুষোত্তমের মহান্ গৌরবে
ধৃতি-কৃতি-সহ দাঁড়াও সৌরভে । ৩ ।

শিষ্ট হ'য়ে চল তাঁ'র সুষমায়—
ধ'রে পুরুষোত্তম ধৃতি-চেতনায় । ৪ ।

আদর্শ-বিভোর শিষ্য না হ'লে
উর্জ্জী কৃতি চলে পিছলে । ৫ ।

আসে না সম্বৃদ্ধি, নিষ্ঠা, কৃতি,
আদর্শে যদি না রয় ধৃতি । ৬ ।

ধারণ-পালন সম্বেগহীন
আদর্শ ধ'রলে—হয় সে দীন । ৭ ।

আদর্শ- নিয়ন্ত্রণ না মানলে পরে—
বোঝ না কি তা'কে শয়তানে ধরে ? ৮ ।
আদর্শনিষ্ঠায় থাকলে চুক্
ভেঙ্গেই পড়ে সাত্বত তুক্ । ৯ ।

সদাচারসিদ্ধ আদর্শ যা'র,
অনুসরণে জয় আসেই তাঁ'র । ১০ ।

শিষ্য না মানলে আদর্শ-নিদেশ,
যায় উৎসন্নে নিজে ও স্বদেশ । ১১ ।

নিষ্ঠাবিহীন রাগ-উর্জ্জনা
থাকেই নিথর, আনে না বর্দ্ধনা । ১২ ।

কৃতিচর্য্যায় লোকপালনে
বিমুখ শিষ্য যায় পতনে । ১৩ ।

ধ্যান করা মানেই ধ্যেয়'র চিন্তা
ভাবে তা'কে ফুটিয়ে নিয়ে,
তাঁ'রই সকল চিন্তাধারায়
জীবনটাকে বিনিয়ে দিয়ে । ১৪ ।

ভালমন্দের জল্পনা তোর
বাস্তবতার মোতাবেকে,
কল্পনাতে সাজিয়ে নিয়ে
গ'ড়ে তোল তুই তপ-আবেগে । ১৫ ।

ধ'রবি নাকো, ক'রবি নাকো,
চ'লবি না তুই তাঁর পথে,
প্রতিষ্ঠা তাঁ'র আনবি নাকো
নিষ্ঠানুগ কৃতির সাথে ;
প্রেষ্ঠের গায়ে লাগলে টোকা
গ'র্জ্জে ওঠে না হৃদয় তোর,
নিষ্ঠা-কৃতির এই ফাঁকিতে
তবুও ভাব্‌ছিস্ কিস্তি ভোর ? ১৬ ।

কোথায় কিসে কী সমীচীন !
কী-ই বা কা'কে করছে হীন !—
বুঝে-সুঝে বিনিয়ে নে তুই
বোধ-বিকাশে র'স্ নে দীন । ১৭ ।

গর্ব্ব যদি দূরই কর
কর সেটা এখনই,
শুভ ব'লে বুঝলে যেটা
কর সেটা তখনই,
সেই মুহূর্ত্তে না করলে তা'
আয়ত্তে আনতে পারবে না,
ভাঙ্গাচোরা হ'য়ে চ'লবে
হবে নাকো নিষ্পাদনা ।১৮।

কথায়-কথায় অতিষ্ঠ হওয়া—
এ দোষটা যাবে কিসে ?—
প্রস্তুতি নিয়ে সাবধানতায়
তিষ্ঠাতে শেখো রেখে দিশে ।১৯।

ধাপ্পাবাজি ফাঁকির তোড়ে
স্বার্থলোলুপ গর্জ্জনে
ইষ্টনিষ্ঠা ছাড়িস্ নাকো—
ব্যতিক্রমী তর্জ্জনে ।২০।

নিষ্ঠানিটোল অনুকম্পায়
আনুগত্য-কৃতি নিয়ে,
ইষ্টার্থে তুই অটুট থেকে
আত্মবিচারে চল্ না ধেয়ে ।২১।

আত্মবিচার ক'রতে হ'লেই
সব বিনিয়েই বুঝতে হয়,
বুঝে-সুঝে বাস্তবতায়
তবেই তো তা' সিদ্ধি পায় ! ২২

নিজের বিচার নিজেই ক'রে
নিজেকে শাসন নিজেই কর্,
আত্মশাসন-অনূনয়নে
স্বস্তিচর্য্যা অটুট ধর্ ।২৩।

নিজেকে বিচার করতে জানে না
অন্যের বিচার ক'রবে কে ?
বিচারের নামে অবিচারই
বাড়বে ক্রমে তাকে-তুকে । ২৪ ।

অসৎ-নিরোধী আত্মশাসন
বহ্নিদীপক অনুরাগে,
দণ্ডনীয় করলে কিছু
করবি নিজে সেইটি আগে ;
নিজেকে শাসন ক'রতে শিখলে
অন্যেও শিখবে আত্মশাসন,
উদ্দীপনায় উদ্দাম হ'য়ে
সৎ-সন্দীপী হবে জীবন । ২৫ ।

ইষ্টনিদেশ-ব্যতিক্রমী
কোন কথাই শুনবি না,
সমর্থনও করবি না তা'
আচার-ব্যাভারেও করবি না । ২৬ ।

কিছু করার নিদেশ পেলেই
ঝাঁপিয়ে পড়িস্ তুই তখনই,
হৃদয় দিয়ে সাধবি সে-কাজ
ঊর্জ্জনাও তুই পাবি তেমনই । ২৭ ।

ইষ্টনিদেশ-পালন আনে
উজ্জয়িনীর ধৃতি ও জ্ঞান,
আনেই সেমনি প্রাজ্ঞ চলন,
কৃতির দ্যুতি করেই দান । ২৮ ।

ইষ্টনিদেশ হোক্ না কঠিন
হোক্ না যতই ক্লেশপ্রদ,
নির্ব্বাহতে হয়ই সেটা
জ্ঞানদীপ্ত শুভপ্রদ ;

তাচ্ছিল্য যা'রা ক'রে থাকে
ঐ নিদেশের অনুগতি,
জ্ঞানেও অন্ধ তেমনি থাকে
হয়ও সেমনি কৃতি-গতি ।২৯।

সৎ-আচার্য্য বা অধ্যাপকের
নিদেশ-পালন করে না যা'রা,
ব্যর্থ, মর্দ্দিত, কৃতঘ্ন হ'য়ে
জীবনটাকে করে সারা ।৩০।

ইষ্টনিদেশের সুসঙ্গতি
নিষ্ঠানুগত্য-কৃতি নিয়ে,
খরস্রোতা হ'য়ে চলিস্
মন ও প্রাণের আবেগ দিয়ে ।৩১।

নিদেশটাকে আগ্রহশীল
কৃতিতে করলে নির্ব্বহণ
অনুশীলন তো তা'কেই বলে—
আসে যা'তে নিষ্পাদন ।৩২।

ইষ্টনিদেশ অনুক্রমে
কৃতিতে ক'রলে নিষ্পাদন,
সমাধান তো তা'ই-ই হ'ল
নিদেশ হ'ল নির্ব্বহণ ।৩৩।

ইষ্টনিদেশ যেমন যা' হয়
নিষ্পাদনে আনবি তা'—
পারগতা বাড়বে ক্রমেই
রেখে কৃতি-সততা ।৩৪।

টল্‌বি নাকো নড়বি নাকো
ইষ্টনিদেশ ব্যতিক্রমি',
জীবনটাকে রাখ তাজা তুই
ধ'রে ইষ্ট-কৃষ্টিভূমি ।৩৫।

উন্নতিটার অর্থই জানিস্
উচ্চে নেশা নিরন্তর,
শ্রেয়নিদেশ নিখুঁত পালায়
বর্দ্ধনা হয় সহচর ।৩৬।

সার্থকতার কৃতি-চলন
নিয়ে সফল সঙ্গতি
যোগদীপনী দ্যুতি আনে—
মহান্ বিভব-উন্নতি ।৩৭।

দক্ষ-নিপুণ ত্বারিত্যতে
ইষ্টনিষ্ঠ স্বভাব বসে,
স্বতঃশিষ্ট অনুচলন
থাকেই কিন্তু সত্তারসে ।৩৮।

নজর রাখিস্ ঠিক ক'রে তুই
ইষ্টনিষ্ঠ হ'য়ে চলায়,
তাড়িয়ে দিয়ে সব যা'-কিছু
হ'লে তাহার অন্তরায় ।৩৯।

দাঁড়াটি তোর ঠিক যদি রয়
নিষ্ঠা-অটুট কৃতি নিয়ে,
সাধ্য কি তোয় একটু নড়ায়
আঘাত-ব্যাঘাত শতেক দিয়ে ? ৪০।

যেমন আঘাতে আনবে ব্যাঘাত
নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতির,
কৃতি-ঊর্জ্জনাও তেমনই তোর
সম্বেগও ঠিক তেমনি ধৃতির ।৪১।

ইষ্টনিষ্ট কৃতিসম্বেগ
আনে তপস্যার পরাক্রম,
যা'তে মানুষ স্থৈর্য্য নিয়ে
হ'য়েই ওঠে উচ্চতম ।৪২।

নিষ্ঠানিপুণ মমত্ব যেমন
উর্জ্জী নেশার পরাক্রমে
দাউ-দহনে ওঠে জ্ব'লে,—
রোখাই কঠিন সে উদ্যমে । ৪৩ ।

সৎ সাধু যদি হ'তেই চাও
নিষ্ঠা-আনুগত্য ল'য়ে,
ধরবে যেটা করবে সেটা
নিষ্পাদনে ত্বরিত হ'য়ে । ৪৪ ।

নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতি
স্বতঃদীপ্ত রয় যা'দের,
অলক্ষ্যেতে বিধি কিন্তু
সকল বোঝা ব'ন তা'দের । ৪৫ ।

নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতি
সদ্-দীপনায় সেধে নাও,
অসৎ যা'-সব নিরোধ ক'রে
কল্যাণকে তেমনি মূর্ত্তি দাও । ৪৬ ।

চেষ্টা কর, যত্ন কর,
সৎ-এর তুকে চল চ'লে,
হবেই হবে ঠিকই জেনো
ঘাব্ড়ে কেন যাবে গ'লে ? ৪৭ ।

বারে-বারে বলছি তোমায়—
সাবধান থেকো, সাবধান !
প্রণিধান ক'রো সকল কিছু
ইষ্টার্থে ক'রো আত্মদান । ৪৮ ।

সৎসুন্দর দেখবি যে-গুণ—
উপযুক্ত চর্য্যা নিয়ে,
আপ্তীকৃত নিস্ ক'রে তা'
নিষ্ঠানিপুণ হৃদয় দিয়ে । ৪৯ ।

রণনদীপ্ত অনুকম্পায়
হৃদয়ভরা প্রীতি নিয়ে
সেধে যা তুই সৎ সাধ যা'—
সৎ-সন্দীপনা দিয়ে । ৫০ ।

ইষ্টনিষ্ট নন্দনাতে
উর্জ্জী কৃতি-তর্পণা—
কুশলকৌশল সার্থকতায়
আনেই যোগের বর্দ্ধনা । ৫১ ।

ইষ্টনিষ্ঠায় নিটোল হ'য়ে
অটুট চলায় চলতে থাক্,
অমরত্ব কৃতিসম্বেগ
বীর্য্য সবার খুব বাড়াক্ । ৫২ ।

বোধবিবেকী অনুচলনে
ইষ্টনিষ্ঠ সার্থক গতি,
সন্ধিৎসা-ধী-শ্রমপ্রিয়তায়
বাড়িয়ে তোলে সত্তাধৃতি । ৫৩ ।

জপধ্যান আর যোগযাগ নিয়ে
যতই না কেন থাক তুমি,
অটুট নিষ্ঠানুগতি-কৃতি
ঠিক বুঝো তা'র বিভব-ভূমি । ৫৪ ।

ভজন-পূজন যা'ই কর না—
মস্তিষ্ক তো তা'রই ভাণ্ডার,
কৃতি যেমন সুষ্ঠু হবে
সঙ্গতিও আসবে তেমনি তা'র । ৫৫ ।

পূজা মানেই,—ভক্তিস্রোতা
নিষ্ঠানুগত্য-কৃতিবেগ,
করা-জানার ভিতর দিয়ে
ব্যক্তিত্বে আসে ধৃতিসম্বেগ । ৫৬ ।

পূজা সেধে সম্বৰ্দ্ধিত হও
        সমৃদ্ধি এনে আদর্শের,
তপ-সাধনার ঐ যে তুক,
        হোক্ উচ্ছলা চরিত্রের ।৫৭।

তোর জীবনে যা'-কিছু রয়
        বিনিয়ে সে-সব ইষ্টে ধ'রে,—
গুণগুলিও তাঁ'র উঠুক ফুটে
        তোমার সকল জীবন ভ'রে ।৫৮।

পূত বান্ধব, উত্তরসাধক—
        পাস্ যদি তুই—ভাগ্যবান্,
স্বতঃই যে তোর সঙ্গে ফেরে
        তোর প্রতি যা'র গভীর টান ।৫৯।

উত্তরসাধক যতই তোমার
        মন-প্রাণ আর বীর্য্যে গাঁথা,
উর্জ্জীতেজা খরপ্রভ
        তোমার তা'রা আপদ-ত্রাতা ।৬০।

নাম করলেই হয় তো সবই
        নামীর প্রতি থাকলে নিষ্ঠা,
অনুগতি-কৃতির অনুশীলনে
        গুণমহিমা হয় প্রতিষ্ঠা ।৬১।

নাম করলে সব হয়—মানে
        নামীর প্রতি আনত হওয়া,
আনত হ'য়ে অনুশীলনে
        গুণমর্য্যাদা সেধে লওয়া ;
ঐ নিবেশের অনুদীপনায়
        তাঁ'রই গুণমর্য্যাদা পাওয়া,
ক্রমে-ক্রমে বিকশনে
        তাঁ'তেই অভিষিক্ত হওয়া ।৬২।

প্রাণ মানেই হ'ল জীবন-স্পন্দন,
ব্যাপ্তিতে উছল ক'রে
প্রাণের আয়াম সিদ্ধ কর
কৃতিচর্য্যা ধ'রে ;
শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ তাই
শুধু প্রাণায়াম নয়,
নিষ্ঠাসহ কৃতিচর্য্যায়
ব্যক্তিত্ব বিস্তৃতি পায় ;
সুষ্ঠু-শিষ্ট আচার-ব্যাভার
ধৃতিমুখর গতি—
তোমা হ'তে উপ্‌চে উঠুক
প্রতি ব্যষ্টির ধৃতি । ৬৩ ।

যেমনতর দক্ষ-নাচে
জীবন রণন নিয়ে চলে,
সেথায় তেমন তৎপরতায়
তেমনতরই ফলন ফলে ;
তেমনিতর সন্দীপনার
সুষ্ঠু চলন অভিরাম,
থাকলেই মানুষ হ'য়ে ওঠে
স্বতঃদীপ্ত আত্মারাম । ৬৪ ।

সাধুকর্ম্মার লক্ষণই জেনো—
করণীয় যা' নিষ্ঠা নিয়ে,
নিষ্পাদন তা' ক'রেই থাকে
তীব্র-সুধী লক্ষ্য দিয়ে ;
মিতি-চলনে চলে তাঁরা,
যা' যা' ক'রতে যেটুক লাগে,
তা'র বেশীতে যায় না ঢ'লে
নিষ্পাদনী অনুরাগে । ৬৫ ।

আদর্শ ব'লে জানবে কা'কে ?
আদর্শ ব'লে ধরবে কী ?

ব্যক্ত আদর্শের অনুনয়নে
নিয়ন্ত্রিত হয়ই ধী ;
অমনতর নিয়ন্ত্রণাকেই
সাধনা ব'লে থাকে লোকে,
ঐ সাধনায় ব্যক্তিত্ব গড়ে
বিনায়িত ক'রে তা'কে । ৬৬ ।

বেফাঁস চলায় নিষ্ঠা যখন
আনুগত্য কৃতি নিয়ে,
ফাটল ধ'রে চলতে থাকে
সার্থকতা বলি দিয়ে,
সত্তা তখন আগ্রহশীল
উদ্দীপনী ছিন্ন রাগে,
ব্যর্থতাকে ডেকে আনে
বিভ্রান্তির ঐ অনুরাগে । ৬৭ ।

ইষ্টনিষ্ঠায় অটুট হ'লেই
অবরুদ্ধ সৌরত হয়,
অবরুদ্ধ-সৌরত কিন্তু
দক্ষ-দীপ্ত গতিই লয় ;
দক্ষ-দীপ্ত গতি হ'লেই
ধীটি জাগে তেমনতর,
দক্ষ ধী-য়ের দীপ্তি নিয়ে
চলায় হয় সে তেমনি দড় । ৬৮ ।

নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতির
যেখানে একটু রেখাও থাকে,
ক্রমে-ক্রমে চাপ দিয়ে তা'য়
পুষ্ট ক'রে তুলবি তা'কে ;
চাপ যেমন হয় নিষ্ঠাও তেমনি
বাড়তে থাকে ক্রমে-ক্রমে,
অনুগতি-কৃতি তেমনতরই
বেড়ে ওঠে দমে-দমে,

জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনা
ক্লেশসুখপ্রিয়তায় বাড়ে,
দক্ষতারই নিপুণ তালে
উন্নতিতে ক্রমেই চড়ে ।৬৯।

নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতি
ইষ্টে যা'দের সমাহিত
সুসন্দীপ্ত তপে তা'রা
পারগতায় প্রতিষ্ঠিত,
নিষ্ঠাভাবকে ক'রে চালু
অনুগতির কৃতিপথে,
ঝঞ্ঝা সকল দূর ক'রে সে
সিদ্ধি আনে মনোরথে ।৭০।

অনুকম্পী সেবা যেথায়
অনুরাগী কৃতি নিয়ে
স্বতঃস্রোতা হ'য়ে চলে—
ভজন-স্ফুরণ সে-দিক্ দিয়ে,
ভজন যেথায় সলীলস্রোতা
ভগবান্ র'ন তা'র অন্তরে,
চর্য্যানিপুণ ধৃতি নিয়ে
পালন-পোষণ ধী-সম্ভারে ।৭১।

আবার বলি শোন্ না—
ইষ্টনিষ্ঠা রাখিস্ অটুট
নিয়ে অন্তরে ঊর্জ্জনা,
স্বতঃস্রোতা আনুগত্য
করিস্ নাকো বর্জ্জনা,
কৃতিসম্বেগ অঢেল কর তুই
উতাল ক'রে নিষ্পাদনে,
ধৃতি-নিটোল অটুট হ'য়ে
চল্ ওরে তুই এই জীবনে ;

স্বস্তিচর্য্যায় অটুট থেকে
সবার শুভ সন্দীপনায়,
ওঠ্ ফেঁপে তুই অমর তালে
ব্রজ-তেজে সদ্-দীপনায় ;
যা' বলি তা'ই ধর্ না । ৭২ ।

ইষ্টশাসন-ভর্ৎসনাটি
কিংবা নিদেশ যাহাই হোক,
বিরক্তিকর হ'লেও সে-সব
বিনিয়ে চলিস্ তাহার রোখ্ ;
এমন চলার নিয়ন্ত্রণেই
শুদ্ধতপা পূতপ্রাণ
উঠবি হ'য়ে, চ'লবি ব'য়ে
ইষ্টার্থের ঐ মহৎ দান ;
শাসন-ভর্ৎসনা নিঠুর-নিদেশ
যেমনতর তাঁহার দান,
তদ্-অনুগ বিনিয়ে চলিস্
শ্রদ্ধাপ্লুত ক'রে প্রাণ ;
তপের তাপ তো ঐখানে তোর
সেচাচর্য্যী ভজনভরা,
শিষ্ট ক'রে বিজ্ঞ ক'রে
তুলবে রে তোর জীবনধারা ;
নয়তো যাবি সর্ব্বনাশে
ধ্যানী-জ্ঞানী হোস্ না যা'-ই,
বিপদ্টাকে সুপদ্ ধ'রে
চলবি নিয়ে তা'র বালাই । ৭৩ ।

প্রেষ্ঠের স্নেহস্ফূর্ত্ত দানে
যদিও হৃদয় স্ফূর্ত্ত হয়,
তাঁ'কে দেওয়ায় উৎসর্জ্জনায়
তৃপ্ত পটু যদি না হয়,
এমনতর যে-জন জেনো—
ইষ্টার্থ তা'র অর্থ নয়,

শ্রদ্ধাদীপ্ত হৃদয় হ'লেও
আনে না কৃতি-বর্দ্ধনায় ;
প্রেষ্ঠনিষ্ঠ হৃদয় হ'লে
বুকভরা তাঁ'র আবেগ-রস,
দীপ্ত ক'রে তোলেই তোলে
হয়ই তা'তে মুগ্ধ বশ ;
দিয়ে হৃদয় উথলে ওঠে
বিনয়নন্দ ঊর্জ্জনায়,
বুঝে নিও সেথায় আছে
নিষ্ঠাকৃতি—নন্দনায় । ৭৪ ।

ধারণ-পালন-শক্তি-উৎস
তিনি তোমার উৎস প্রাণের,
ঈশ্বরেরও সেই তো রে রূপ
বিভব তিনি সব জীবনের ;
বুঝে-সুঝে নিয়ে তুমি
কৃতিনিপুণ গবেষণায়,
ইষ্টনিষ্ঠ যোগের পথে
দেখে-বুঝে থাক চলনায় । ৭৫ ।

ইষ্টার্থকে যজন কর
যাজন কর ইষ্টকেই,
অধ্যয়ন কর নিদেশ তাঁহার
অধ্যাপনাও কর তাঁ'কেই ;
জীবন-গতি স্রোতল ক'রে
এমনতরই চলতে থাক,
প্রাজ্ঞ বোধি যা' আসে তা'ই
সঙ্গতিতে সুষ্ঠু রাখ ;
প্রাজ্ঞ হ'য়ে এই চলনে
চ'লতে থাক অঢেল হ'য়ে,
দাও ছিটিয়ে সবার প্রাণে—
অমর হওয়ার তুকটি ব'য়ে ;

কৃতিশীল তোর এমন মনন
উছল ভক্তি এমনতর,
ফুল্ল স্তবক এমন যাজন
আনবে ডেকে স্বার্থ দড় ।৭৬।

মেনে চল্
মেনে চল্
মেনে চল্ ওরে মেনে চল্,
শ্রদ্ধাদীপন সেবারাগে
শ্রেয়জনায় মেনে চল্
মেনে চল্
মেনে চল্ ;
বহুদর্শী তাঁ'দের যে-জ্ঞান
হাতে-কলমে আর ধেয়ানে,
বিনায়িত ক'রে সে-সব
উৎসৃজনায় এগিয়ে চল্
এগিয়ে চল্
এগিয়ে চল্ ;
নিষ্ঠানিপুণ অন্তরে তুই
আনুগত্য-কৃতি নিয়ে,
ইষ্টনিদেশ সার্থক ক'রে
সঙ্গতিশীল ক'রে নিয়ে,
আরোর পথে আরো হ'য়ে
আরো দীপন আবেগ-সহ
চ'লে চল্
চ'লে চল্
চ'লে চল্ ;
এখনও বলি, শোন্ কথা মোর
শ্রেয়জনায় মেনে চল্
মেনে চল্
মেনে চল্। ।৭৭।

অনুভূতি

স্পন্দনাই তো জীবনদ্যুতি
যা'তে দাঁড়িয়ে হয় বিভব,—
এ সঙ্গতির বিনায়নে
থাকে স্মৃতি হয় অনুভব ।১।

বাস্তবতার সঙ্গতি নিয়ে
অনুভূতি যে-সব হয়,
সেইগুলিরই নিয়মনায়
ধী ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায় ।২।

স্বার্থলোভে অন্ধ-বধির
মত্ত মোহে থাকলে ঢাকা,
ভগবত্তার স্ফুরণ কভু
দেখতে নারে সে দুর্ভাগা ।৩।

অনুকম্পী অনুবেদনায়
নিজেকে সাধে না যে,—
স্বার্থলোলুপ ব্যর্থ নেশায়
নিষ্ঠা পালায় ত্রাসে ।৪।

নিষ্ঠানিপুণ ভজনসেবা
স্বার্থ বলি দিয়ে
ক'রলি কবে ? ভগবত্তা
বুঝবি যে রাগ নিয়ে ।৫।

মূঢ় যা'রা তাঁ'কে কিন্তু
মানুষ ব'লেই জেনে থাকে,
ভূত-ঈশ্বর সেই সে মহান্—
তপ-বিহীন কি জানে তাঁ'কে ? ৬।

নিষ্ঠানিপুণ নয়কো যা'রা
নাইকো যা'দের তথ্য-জ্ঞান,
বলে—মানুষে বিভু-আবির্ভাব
কুসংস্কারের অজ্ঞদান ।৭।

উপকথার আবর্জ্জনায়
মহৎ জীবন দেখো না,
বাস্তবতার সাড়ায় এলে
তা'কে দেখতে ভুলো না ।৮।

বর্ত্তমানকে কেন্দ্র ক'রে
ভূত-ভবিষ্যৎ যা'রাই দেখে,
রূপ-রকম আর ধৃতিচলন
সার্থকতায় সবই রাখে ।৯।

জানবি যা'কে ভাবায়-বলায়
ধৃতি-কৃতি-বীক্ষণায়,
তবে তা'র বিভব উথলে ওঠে
দীপ্ত জ্ঞানের উজ্জ্বলায় ।১০।

বাস্তবে কিছু হ'তে গেলেই—
নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতির
সঙ্গতিশীল অনুনয়নে
উদ্ভবই হয় সেই স্থিতির ।১১।

নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতি
যেমনতর দৃঢ় যা'র—
ধৃতিচলন তেমনই হয়,
আসে বিভব-উপচার ।১২।

নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতির
সঙ্গতিশীল সংশ্রয়ণ
ইষ্টে অটুট হ'য়ে থাকলে—
সদ্‌বিভবের হয় বর্দ্ধন ।১৩।

বোধ-গুরুত্ব যেমন হয় যাঁ'র
লোকের গুরুও তেমনি তিনি,
বোধ-বিভাতি-বিভাবনায়
সঙ্গতিশীল থাকেন তিনি ।১৪।

লীলাখেলা চালচলনের
যতই যেথা নিখুঁত জ্ঞান,
দীপন শোভায় তৃপণ বেগে
তেমনই তো হয় অভিধ্যান ।১৫।

অপ্রত্যাশী শ্রদ্ধাভরা
প্রীতির অবদান,
নেওয়া-দেওয়ার মধ্যে থাকেন
বিধি—ভগবান্ ।১৬।

অনুরাগী সেবাই জানিস্—
ভজন নামে অভিহিত,
সদ্-আচরণ ব্যবহার-ধীতে
বিভুই তো হন প্রকটিত ।১৭।

ভক্ত-হৃদয়-বৃন্দাবন—
ভগবানের নিবাস জানিস্,
ভজন-রাগের সুসাধনে
হৃদয়ে তাঁ'কে ডেকে আনিস্ । ১৮ ।

নিপট-ভক্তি যেথায় থাকে
ধৃতিচর্য্যা উছল ধায়,
সেই ভক্তের অন্তরেতেই
ভগবত্তা বিকাশ পায় । ১৯ ।

জ্যোতিঃ মানেই বিকাশ কিন্তু,
রং ফলিয়ে দেখা নয়,
দেখার কিন্তু পরিচয়ই—
বাস্তবে যা' যেমন রয় । ২০ ।

কল্পনারই বিনা কাজলে
যথাযথ দেখা যেটা,
নিরঞ্জন-ব্রহ্ম তা'কেই বলে
বাস্তবতায় ফোটে সেটা । ২১ ।

ব্রহ্মজ্যোতিঃ আলোর ধমক
এটা কিন্তু নয়ই নয়,
সঙ্গতিশীল বোধদীপ্তিতে
প্রতিভাত হয়ই হয় । ২২ ।

ব্রহ্মজ্ঞানের আলো মানেই
বৃদ্ধিটাকে দেখা-বোঝা,
আঁকাবাঁকা যে-সব বোধ
সব-কিছুকে ক'রে সোজা । ২৩ ।

বিভুর বিভব জানিস্ কিন্তু
হওয়াতেই হয় উৎসারিত,
শিষ্ট-সুন্দর বিনায়নী
মূর্ত্তিতে হয় বিকশিত । ২৪ ।

ঈশ্বরই কিন্তু বি-ভু—বিকাশে
প্রতি ব্যষ্টিতে বিকশিত,
বিকাশ দিয়ে ঊর্জ্জনা তা'র
পদে-পদেই প্রকটিত । ২৫ ।

ভগবত্তা কোথায় আছেন
কেমন হ'য়ে কী মহিমায়—
আবেগনিষ্ঠ আকাঙ্ক্ষাতে
তাঁ'কে কিন্তু বোঝা যায় ;
ভক্তি-জ্ঞানের উছল দীপ্তি
ঐ মহিমায় লুকিয়ে থাকে,
আচরণে উদ্ভাসিত—
নিষ্ঠানিপুণ গুণের ডাকে ;
হয়তো দেখবে এক-লহমায়
তোমার কাছে দাঁড়িয়ে সে,
কটু-মন আর কুটিল-চোখে
পাও না হয়তো তাঁ'র দিশে । ২৬ ।

সব যা'-কিছুর শক্তি যিনি—
সর্ব্বশক্তিমান,
ধারণ-পালন-সুসম্বেগে
সবাকেই চালান,
আবেগ-উচ্ছল স্বতঃস্রোতা—
কোথায় তিনি নাই ?
কৃতিতপা ধৃতিই তাঁহার,
সাত্বত আসন তা'ই । ২৭ ।

ইষ্টভৃতি

দেবতা-ইষ্ট-শ্রেয়জনে
অপ্রত্যাশী অবদান,
প্রার্থনাকে সতেজ করে,
কৃতিদীপ্ত করে প্রাণ ।১।

স্বার্থবিহীন অবদানে
নিশ্চেষ্ট হয় না অনুরাগ,
জ্ঞানদক্ষ উদ্দীপনায়
দীপ্ত করে কৃতি-যাগ ।২।

ইষ্ট-আচার্য্য-শ্রেষ্ঠে তোমার
সংকৃতিফল দেওয়ার আবেগ
বাড়ায় কিন্তু বাস্তবতায়
নিষ্পাদনী কৃতি-সম্বেগ ।৩।

জীবন-যজ্ঞের প্রথম অর্ঘ্যই
ইষ্টভৃতি ঠিক জানিস্,
অস্খলিত আনুগত্যে
উছল প্রাণে নিত্য সাধিস্ ।৪।

ইষ্টভৃতি জীবন-যজ্ঞ
প্রাত্যহিক প্রাণন-আহুতি,
সেটায় যে তোর বাধা হানে
সর্ব্বনাশের সে মূরতি ।৫।

ইষ্টভৃতি জীবন-যজ্ঞ
অপ্রত্যাশী হ'য়ে যেমন কর,
তা'তেই উছল প্রেরণা দিয়ে
সেটাই করে ঊর্ধ্বতর । ৬ ।

অপ্রত্যাশী ইষ্টভৃতি
জীবন-যজ্ঞ উদ্‌যাপনে
ইষ্টে করলে অর্ঘ্য দান—
দীপ্তি ফুটে ওঠেই প্রাণে । ৭ ।

স্বতঃস্বেচ্ছ ইষ্টভৃতির
অপ্রত্যাশী উদ্‌যাপন,
ঊর্জ্জী-দীপী শিষ্ট কৃতির
এনেই থাকে উন্নয়ন । ৮ ।

স্বার্থলোলুপ বুদ্ধি করে
ইষ্টভৃতির আচরণে,
ঐ স্বার্থই বাধা হ'য়ে
কৃতি-আবেগ কমায় প্রাণে । ৯ ।

শিষ্ট আচার সদ্‌দীপনায়
ইষ্টভৃতি যা'রাই করে,
নিষ্পাদনী তৎপরতায়
তা'রাই কিন্তু ক্রমে বাড়ে । ১০ ।

সব অন্তরটার উৎসারণায়
ইষ্টনিষ্ঠায় ইষ্টভৃতি,
কৃতি-যাগে শিষ্ট চলায়
নন্দনায় আনে আবেগ-প্রীতি । ১১ ।

নিষ্ঠা-সম্বেগ-সন্দীপনায়
ইষ্টভৃতি হোমানল
জীবন-আবেগ ঊর্জ্জী দীপ্ত
ক'রেই রাখে সৎ সবল । ১২ ।

রাতে ঘুমিয়ে যখন উঠিস্—
আরাধনা ক'রে তখন
ইষ্টভৃতির অর্ঘ্য দিয়ে
করিস্ যজ্ঞ সংসাধন । ১৩ ।

ইষ্টার্ঘ্যটা আগে দিবি,
পিতামাতার ভরণপোষণ
ক'রে পরে করবি কিন্তু
পরিবারের পরিপালন ;
এই চলনে চ'লে যদি
ফতুর হ'য়েও চলতে হয়—
সে নিঃস্বতাও এনে থাকে
সর্ব্বাঙ্গীণ উপচয় ;
পরখ করতে যাস নে কিন্তু
আপনিই পাবি পরিচয়—
নিষ্ঠানুগ কৃতিসম্বেগ
বর্দ্ধনাকে কেমন বয় । ১৪ ।

অস্খলিত নিষ্ঠানিপুণ
অনুগতি-কৃতি নিয়ে
সন্দীপিত রাগরতির
আগ্রহতে দীপ্ত হ'য়ে
নিষ্পাদনার মর্য্যাদাকে
নিষ্পন্নতায় বাড়িয়ে তুলে,

ইষ্ট কিংবা প্রেষ্ঠকে দেয়
উৎফুল্লতার প্রাণন-দোলে,—
সেই তে সাধন, সেই তো তপ,
ওতেই নিষ্ঠা-পরাক্রম,
অনুগতির আবেগ নিয়ে
স্বতঃই ফোটে তা'র উদ্যম,
কৃতবিদ্য হ'য়ে তা'রই
ব্যক্তিত্বটা সিদ্ধ হয়,
অজানা যে এমনি ক'রেই
ক্রমান্বয়ে করে জয় । ১৫ ।

অনুরাগ

যেথায় যেমন লাগ্‌ছে মজা,
তা'তে তুমি তেমনি তাজা । ১ ।

যেখানে যেমন আন্তরিকতা
মজাও সেখানে তেমনি,
ঐ মজা আবার মজিয়ে তোলে
তদর্থেতেই সেম্‌নি । ২ ।

নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতি
প্রীতির সিদ্ধ লক্ষণই এই,
যত ব্যতিক্রম এর যেখানে
বুঝবি তেমন প্রীতি নেই । ৩ ।

নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতি
ভালবাসায় যদি থাকে,
ভরদুনিয়া ভেঙ্গে গেলেও
সাধ্য কি যে ভাঙ্গে তা'কে ! ৪ ।

প্রীতি যদি একটুও থাকে—
অপদস্থ যতই হো'ক্,
মঙ্গলই চায় হৃদয় খুলে
প্রিয়-বেদনার যেমন ঝোঁক । ৫ ।

নিষ্ঠানিপুণ প্রীতি যেমন
আনুগত্য-কৃতি নিয়ে—

নিরাবিল হয় তা'রই প্রীতি
বাসে ভালো হৃদয় দিয়ে ।৬।

নিষ্ঠানিপুণ ভালবাসা
দেখবে যেথায় যেমনতর,
আনুগত্য-কৃতিও কিন্তু
উঠবে ফুটে তেমনতর ।৭।

বুকের বোঝা খুলে যেথায়
উভয়তঃ স্বস্তি পায়,
প্রীতি সেথায় সুজাগ্রত
নিষ্ঠা-বাঁধন শুভ সেথায় ।৮।

মত্ততা তোর যেথায় আছে
মুগ্ধ প্রীতি সেথায় বয়,
অটুট একনিষ্ঠা ছাড়া
প্রীতি কি আর কোথাও রয় ?৯।

দেওয়া-থোওয়া সব বেলাতেই
উথলে ওঠে নন্দনা,
এমন মনের গহন কোণে
থাকেই প্রীতি-স্পন্দনা ।১০।

প্রীতির মত নাইকো কিছু
প্রয়োগ করতে যদি পার,
প্রীতির তরে মুগ্ধ সবাই
প্রীতি জিনিস এমনি দড় ।১১।

পুণ্য প্রীতি ফুল্ল করে
　　অহিংসাচর্য্যী উদ্দীপনায়,
প্রীতি যেথা সত্তাঘাতী—
　　পাপ-অনুচরণ,—তা'ই জানায় ।১২।

মননদীপ্ত অনুরাগটি
　　চর্য্যাবুদ্ধ প্রাণে
অনেক আপদ্ দূরই করে—
　　কৃতিবুদ্ধ টানে ।১৩।

শ্রদ্ধা কিন্তু নিয়ন্ত্রিত করে
　　বহু বৈকল্য শরীর-মনের,
শ্রদ্ধা নিয়ে ক'রো বসবাস
　　এড়াবে তা'তে বিপাক ঢের। ।১৪।

করবে যেমন হবেও তেমন
　　নিষ্ঠারতি যেথায় থাক্,
শ্রেয়শ্রদ্ধা হৃদয়টাকে
　　তৃপ্তই করে, করে না খাক্ ।১৫।

কান্তই যা'র যথাসর্ব্বস্ব
　　প্রতিপদক্ষেপে জীবনে,
সর্ব্বার্থেরই স্বার্থ তিনি
　　সুনিষ্ঠ বিহিত চলনে,
তবে তো কান্তা শান্ত শান্তা
　　দীপ্ত স্মৃতির বলনে !১৬।

ভালবাসার ভঙ্গী দেখেই
　　হোস্ না ওরে মুহ্যমান,

কাজে-কর্ম্মে দেখবি যেমন
বুঝবি সেথায় তেমনি প্রাণ ;
অন্তরেতে থাকলে দরদ
কাজে-কর্ম্মে ফোটে তা'ই,
করার পথে যা' না দেখিস্—
বুঝে নিবি, দরদ নাই ;
নিজ ব্যবহার—শুভ আচরণ
করবি কিন্তু ভাল ক'রে,
প্রত্যয় কিন্তু করবি সেথায়
কাজে যেমন দেখবি তা'রে ;
তাড়ন-পীড়ন, কটু কথায়
দরদবিহীন টিকতে নারে,
থাকলে দরদ শিষ্ট নেশায়
পীড়ন-কথায় সে কি ডরে ?
বুক পেতে সে ধরেই কিন্তু
যত দরদ যত পীড়ন,
নিষ্ঠানিপুণ প্রাণে করে
সব কিছুরই সুসংযমন ;
মোটামুটি প্রীতির লক্ষণ
এইগুলি সব জেনে রাখিস,
চলবি সেথায় তেমনি হ'য়ে
যতখানি যেমন পারিস্ । ১৭ ।

জীবনবাদ

যেমনতর হো'ক্ না যে জন
অস্তিত্ববোধ সবারই এক,
অস্তিদাঁড়ায় দাঁড়িয়ে নিয়ে
নিপুণ চোখে চেয়ে দেখ্ । ১ ।

জীবনযাগে থাকলে অজ্ঞ
বিজ্ঞ চলন পাবি কোথায় ?
অজ্ঞতা সব দূর ক'রে নে
নিষ্ঠাকৃতির সুসাধনায় । ২ ।

নিষ্ঠা যা'তে রয়,
তা'র প্রয়োজনে উছল হ'য়ে
জীবনধারা বয় । ৩ ।

ভাগ্য ফোটে কোন্খানে ?—
নিষ্ঠা-প্রীতির পরিচর্য্যায়
সৎ নিষ্পাদন যেইখানে । ৪ ।

বাঁচবি রে তুই কিসে ?—
বাঁচার আচার বিদায় দিলি,
বাড়া হারালো দিশে । ৫ ।

সংস্থিতিই যা'র শুভ—
ভাল-মন্দ হো'ক্ না যেমন
শুভই আনে ধ্রুব । ৬ ।

সম্বৃদ্ধ হয় না সে-সঙ্গতি—
ইষ্ট-আদর্শে না হ'লে স্থিতি । ৭ ।

ভাবের সাথে উল্লোল কৃতি
ব্যক্তিত্বতে আনেই ধৃতি । ৮ ।

জীবন-নাচন নাচ্ রে সব,
সবার সাথে হাত মিলিয়ে—
দীপ্ত-কঠোর উর্জ্জনাতে
অসৎ যা'-সব পুড়িয়ে দিয়ে । ৯ ।

জীবনকে যে অবহেলা
ক'রে চলে নিত্যদিন,
রক্ষা তাহার হয় কি কভু ?
পাতিত্যেই হয় সে-জন লীন । ১০ ।

জীবনদ্যুতি রাখতে হ'লেই
পরিবেশের প্রয়োজন,
অশিষ্ট-ব্যবহার দুষ্ট-চর্য্যা
পরিবেশকে করে ম্রক্ষণ । ১১ ।

জীবন-ধারার সদ্-গতিকে
নিরোধ করে যা'-কিছু সব
রোধ ক'রে তা'র দুষ্ট গতি
নে কুড়িয়ে তৃপ্তি-বিভব । ১২ ।

জীবন-চলনা হ'লে ব্যাহত
শরীর-মনে ব্যথাই হয়,

সন্দেহ,ভয়-বিহ্বলতা
জাপ্‌টে ধ'রে তখনই রয় ।১৩।

বোধ-বিবেকের আলোড়নে
জীবনপথের দুষ্ট যা',
বুঝে-সুঝে এড়িয়ে তা'কে
জীবন-চলায় চল্ না, যা ।১৪।

কূট-কচালে' মত্ত-মদির
জীবন নিয়ে চল্‌বি যত,
দৃপ্ত হৃদয় ভেঙ্গে তোমার
করবে নিথর জেনো তত ।১৫।

জীবন-ধারার সঙ্গে-সঙ্গে
নিরোধ-ধারাও চলতে থাকে—
জীবনীয়টার বিরোধ যেটি
নিরোধ ক'রে রাখতে তাঁকে ।১৬।

স্মরণ রাখিস্, সব অসৎকে
করতে হবে সুনিরোধ,
মিটিয়ে দিয়ে চুকিয়ে দিয়ে
সব জীবনের যা' বিরোধ ।১৭।

অসৎ-নিরোধ প্রধান জেনো
বাঁচাবাড়ার অভিযানে,
শিষ্ট-দৃঢ় সুকৌশলে
ক'রো প্রতিরোধ প্রাণপণে ।১৮।

শুভচর্য্যা অসৎনিরোধে
ক্ষিপ্র-দক্ষ তীব্র হ'বি,
ঐটিই জানিস্ তোর জীবনের
পুণ্য-পূত জীবন-হবিঃ । ১৯ ।

যেখানে থাক তোমরা কিন্তু
সংহতিতে অটুট থেকো,
অসৎ-নিরোধ প্রস্তুতিও
তেমনতরই কঠোর রেখো ;
জীবনের সাথে অসতের কিন্তু
বিরুদ্ধ চলন আছেই আছে,
সেই বিরোধকে নিরোধ ক'রে
সম্বৃদ্ধিতে থাক বেঁচে । ২০ ।

সমর্থন করিস্ না কা'রো কিছু
বুঝলি যেটা অসৎ ব'লে,
নিস্ মেনে তুই সেইগুলি সব
সাত্বত কল্যাণ তা'য় হ'লে । ২১ ।

অসৎ-নিরোধ, সুষ্ঠু চলন,
বিক্রমে অভিযান,
বিপন্নকে বিনায়নে
করবি সদাই ত্রাণ,
যা'ই না করিস্, লক্ষ্য রাখিস্
ঐগুলি সব নিয়ে,
এমনি ক'রেই উঠবি বেড়ে
চর্য্যামুখর হ'য়ে । ২২ ।

তাড়ন-পীড়ন যা'ই কর না
দুষ্ট নিরোধ যদি না হ'ল,

শিষ্ট চলায় জীবনটাকে
সত্তাদোলে কে রাখবে বল ? ২৩

সত্তাকে ক'রে নিয়মন তুমি
নিজেরই শাস্তা হও,
প্রীতি-বিনায়িত শাসন-রক্ষণে
দেশজননীয়ে বও । ২৪ ।

বাঁচতে হ'লে বাঁচার বিধান
মেনে তোমার চলতেই হবে,
নইলে বাঁচন বাঁচবে না আর,
নিছক জাহান্নমেই যাবে । ২৫ ।

অস্তিত্বের নাই উপাসনা—
সেও কি সতী, সেও কি সৎ ?
সবাই কি তাই হ'য়ে আছে
বেঁচে থেকেও মৃতবৎ ? ২৬ ।

নষ্ট হওয়া নয়কো কঠিন
বৃদ্ধি পাওয়াই কঠিন হয়,
সাত্বত ঋদ্ধির বান্ধব যা'রা
তা' ছাড়া কেউ বান্ধব নয় । ২৭ ।

করে না, চরে না, বরে না-কো ভালো
নিষ্ঠা-আঁটল হৃদয় দিয়ে—
এমন লোকের ভাগ্যদেবতা
বেড়ান ব্যর্থ বিভব নিয়ে । ২৮ ।

ভাল বা কী ! মন্দ বা কী !
বুঝতেই যদি না পার তুমি,
সত্তাটা যে হবে তোমার
ভালমন্দের জঙ্গলা ভূমি । ২৯ ।

ধৃতিতে আঘাত যেটাই জোগায়
ধৃষ্ট তা'কেই জেনে রাখিস্,
ধৃতিধর্ম্মে সত্তাটারে
সদাচারে বাঁচিয়ে চলিস্ । ৩০ ।

পরাক্রমী ঊর্জ্জনাতে
ধৃষ্ট যা' তা' রুধে রাখ্,
নিষ্ঠাশিষ্ট জীবন নিয়ে
চলতে থাক্, চলতে থাক্ । ৩১ ।

বিধিকে যে লঙ্ঘন করে
লঙ্ঘন-বিধি তা'কেই পায়,
উল্লঙ্ঘনী যে ব্যক্তিত্বটি—
জাহান্নমের পথেই ধায় । ৩২ ।

মানুষ দিয়েই সব ফুটুনি
ধন-জন আর কৃষিশিল্পের,
স্বার্থলোলুপ—ওরে বেকুব !
চর্য্যায় নিথর সেই মানুষের ? ৩৩ ।

প্লাবন যখন উথলে ওঠে
জলে-স্থলে একসা' হয়,
সবাই কিন্তু হিংসা ভোলে
কেউ কা'রোতে হিংস্র নয় । ৩৪ ।

গুরুবদল যা'দের স্বভাব,
এদিক্-ওদিক্ কতই ধায়,—
ফাঁকিবাজির দৌলতে যদি
মিথ্যা করায় কিছু পায় । ৩৫ ।

গুরুর কাছে নেওয়ার দাবী
স্বার্থ-জীবন-পুষ্টিতে,
সকল পোষণ নষ্ট করে
স্বার্থ-মলিন-দুষ্টিতে । ৩৬ ।

খা'চ্ছ যা'দের পরছ যা'দের
করছ নিন্দা-অপমান,
এমনই তুমি অকৃতজ্ঞ
কত নিকৃষ্ট তোমার প্রাণ !
যা'দের নিয়ে যা'-সব তোমার
অমর্য্যাদা তা'দের হ'লে,
বেদনাই যদি না লাগে,—জেনো
চলছে জীবন ঘৃণ্য চালে । ৩৭ ।

অবদান যদি অপ্রত্যাশী হয়
ব্যক্তিত্বের জেল্লা তা'তেই বাড়ে,
প্রবৃত্তি-পোষণী স্বার্থ কিন্তু
তা'কে শুধু খিন্নই করে । ৩৮ ।

মোক্‌থা হিসাবে দেখতে পাবে—
দুই জাতীয় মানুষ আছে,
সত্তাপ্রধান কোন মানুষ
কাম প্রধান বা কা'রো কাছে ;
কামপ্রধান দেখবে যা'দের
সত্তা লাগায় কামের সেবাই,

সত্তাপ্রধান দেখবে—যা'রাই
কাম লাগায় তা'রা সত্তাচর্য্যায় ;
সত্তাপ্রধান যা'রাই জেনো—
সাত্বত বান্ধব হয়ই তা'রা,
কামপ্রধানরা সত্তা ভেঙ্গে
কামের সেবায় দিশেহারা । ৩৯ ।

যেদিকে রয় যাহার আবেগ—
ছিন্ন কিংবা সরলস্রোতা,
ব্যক্তিত্বও তা'র তেমনতর
সত্তা বা কামের তেমনি দ্যোতা । ৪০ ।

নিষ্ঠা দেখে, অনুগতি দেখে
কৃতিও দেখো কেমনতর—
সত্তাপ্রধান বা কামপ্রধান সে,
বুঝে নিও হ'য়ে দড় । ৪১ ।

সমঞ্জসা সন্দীপনায়
যুক্তিবিভোর বিবেক নিয়ে,
দূরদৃষ্টির বিবেচনায়
সুস্থ রাখ্ সব শান্তি দিয়ে । ৪২ ।

কল্পনায় বা বাস্তবতায়
যেটাই হোক না স্বস্তিপ্রদ,
ব'লে ক'রে গ'ড়ে তুলে'
অস্তিত্বকে করে শুভদ । ৪৩ ।

বাস্তব যা' তা'ই তো সত্য—
অস্তিত্ব যা'র এখনও আছে,

অস্তিটাকে কেন্দ্র ক'রে
এগিয়ে চল বিধির পিছে ।৪৪।

মঙ্গলেতে দৃষ্টি রেখে
চেষ্টা-চলন কর্ এমন—
উঠুক ফুটে সব দিকে তোর
শিষ্ট-দীপ্ত সুবলন ।৪৫।

স্বাস্থ্যনীতি পালবি এমন
সুস্থি যা'তে সহজ হয়,
জীবনটারও ক্রমাগতি
ক্রমাগত অটুট রয় ।৪৬।

স্বাস্থ্যটাকে পোষণ দিয়ে
ধৃতিদীপ্ত ক'রে রাখিস্,
কৃতিবিভব যা'তে বাড়ে
অমনতরই ক'রে চলিস্ ।৪৭।

থাকতে চাস্ তো থাকার যাগে
আচার-চলায় ধন্য হ',
ধৃতির যাগই প্রত্যহই তো
থাকাটারই পূণ্যাহ ।৪৮।

থাকার ভিত্তি আছেই যে রে
শিষ্ট-পুষ্ট তা'কেই কর্,
অমর চলায় জীবনটাকে
পরিচর্য্যায় আগ্‌লে ধর্ ।৪৯

স্থিতির চলন-বলন ছেড়ে
থাকবে বল কী ভর দিয়ে ?
ভুলে যাবে, গ'লে যাবে,
থাকবে না তো স্থিতি নিয়ে । ৫০ ।

ভাল হ'লে তো ফুলেই ওঠ
মন্দে থাক মুহ্যমান,
ভালতেও ভাল চেয়েই থাক
মন্দেও ভাল চাও সমান । ৫১ ।

ভালতে তো হয়ই ভাল
নিজের ভাল মন্দেও চায়,
ভগবৎপ্রসাদ অমনি ক'রে
ধৃতির পানে তেমনি ধায় । ৫২ ।

সবাই কিন্তু ভালই চায়,
ভাল পেলেই হয় খুশি,
ভাল করে, ভাল বলে—
কা'রো কাছে সে হয় কি দোষী ? ৫৩ ।

বেঁচে থাকা, ভাল থাকা,—
অন্তর-আগ্রহ সবারই রয়,
ঐ ভালরই খতম হওয়া
সকলেরই কিন্তু ভয় । ৫৪ ।

যেমনতর যা'ই কর না—
বাঁচাবাড়ার আকৃতি-টান
তেমনতর লেগেই থাকে,
ভাল কিন্তু চায়ই যে প্রাণ । ৫৫ ।

কত কথার হিসাব রাখিস্
বাঁচার নিকাশ রাখিস্ না,
বাঁচাবাড়ার বর্ণবোধই
ধর্ম্মাচরণ জানিস্ না ? ৫৬ ।

বাঁচার আবেশ সংস্কারসিদ্ধ,
সৎ চলনে বাঁচতে চাও—
বাঁচার খোরাক তেমনি দিও,
সৎ-অসৎকে বেছে নাও । ৫৭ ।

সৎ হ'তেই কিন্তু সত্তার উদ্ভব
সত্তা নিয়েই বাঁচে-থাকে,
সত্তাটাকে করে বিনায়ন
বেঁচে থাকার পরম রাগে । ৫৮ ।

সেবা-পরিচর্য্যাই কিন্তু
সত্তাসেবার অনুরাগ,
ভক্তিমত্ত তা'ই নিয়ে সে
নিত্য সাধে জীবন-যাগ । ৫৯ ।

জীবনীয় যে-সব কথা—
সবাই কিন্তু ভালবাসে,
সৎ-উচ্ছলায় জীবন-ধৃতি
ধরলে কিন্তু বাঁচে ত্রাসে । ৬০ ।

জীবনকে সবাই ভালবাসে
আতঙ্কও সেথা তেমনি,
নিষ্ঠাপূত প্রীতি সেথায়
শঙ্কাও সেথা সেমনি । ৬১ ।

বুঝে-ক'রে জীবনধারা
সমঝে ও-তুই, নিবি যত,
জীবনটাকে তেমনি ক'রে
রাখতেও পারবি তেমন তত । ৬২ ।

সব যা'-কিছুর জীবন-আবেগ
বাঁচা-বাড়া ভাল থাকা,
সংক্ষুব্ধ হয় সত্তা তখন
যখনই নয় ঐটি পাকা । ৬৩ ।

জীবন-যাগে দীপ্ত যাঁ'রা
সহ নিষ্ঠানুগ কৃতি,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরণায়
তাঁ'দের স্বতঃ সংস্থিতি । ৬৪ ।

ভুল করিস্ নে অলস হ'য়ে,
থাকিস্ নে-কো বাচাল কথায়,
বাচাল কথা আনে না বাঁচা,
সুষ্ঠু কৃতি জীবন বাঁচায় । ৬৫ ।

কোলাহলে মত্ত জীবন
বিনিয়ে নে তা' সহজভাবে,
ব্যবহারে প্রয়োগ ক'রে
আন্ তা'কে তোর জীবন-লাভে । ৬৬ ।

প্রতিটি ব্যষ্টি-পরিস্থিতিতে
যেমনভাবে যে দাঁড়ায়,
জীবন চলে তেমনি বাঁকে
তেমনি বাড়ে উর্জ্জনায় । ৬৭ ।

যেখানে যেমন তেমনি ক'রে
চললে 'সু'-তে শিষ্ট রাগে,
'সু' তা'তে সন্দীপ্ত হয়,
জীবন চলে সুসম্বেগে ।৬৮।

সৎ-শুভ যা' তা'ই নিয়ে তুই
থাক্-না লেগে নিরন্তর,
জীবনীয় যে-আচরণ
পেলে' সে-সব জীবন ভর ।৬৯।

জীবনটা তো সময়স্রোতে
চলছে ভেসে নিত্যদিন,
তুই কেন তা'য় থেকে অবশ
থাকবি হ'য়ে নিথর দীন ?৭০।

উচ্ছলতার সম্বর্দ্ধনায়
ওঠ্ ওরে ওঠ্ জেগে ওঠ্,
অমৃত যা' কুড়িয়ে নিয়ে
অমর হ'য়ে ফোট্ রে ফোট্ ।৭১।

করণ-কারণ যা'-সব কিছু
পূজা-পার্ব্বণ যা' করিস,
জীবন-তালে দৃষ্টি রেখে
নিখুঁতভাবে সব পালিস্ ।৭২।

জীবনটাকে রাঙ্গিয়ে ফেলে
সব সৌন্দর্য্য-সন্দীপনায়,—
সেই-তো তোমার নেহাৎ আপন,
রাখিস্ তা'রে শুভ তৃপণায় ।৭৩।

জীবনেতে রাখ্‌বি তোরা
তিনে লক্ষ্য অনুক্ষণ,—
ধৃতিচর্য্যা, সত্তাপোষণ,
আর আপদ্ যা'তে হয় নিবারণ । ৭৪ ।

ব্যথার ব্যথী, সুখের সুখী,
প্রীতিনিষ্ঠা হৃদয়ভরা,
প্রেষ্ঠচর্য্যায় শ্রেষ্ঠ যে-জন
জীবনই যে তা'র সুধার ধারা । ৭৫ ।

ধৃতিটাকে শক্ত ক'রে
জীবন-চলায় রাখ্ বেঁধে,
অমর চলায় চ'লে তোরা
অমৃতটায় নে সেধে । ৭৬ ।

সত্তাসেবী সঙ্কল্প তোর
আনুক টেনে কৃতি-প্লাবন,
ভরপুর ক'রে তোল্ সবারে
ধৃতিনিষ্ঠ ক'রে জীবন । ৭৭ ।

ধৃতি তোমার যেমনতর
ধৃতিশক্তিও সেই ধাঁচের,
উৎসর্জ্জনী উন্মাদনা
হয়ও তোমার সেই সাজের । ৭৮ ।

ধৃতি-আবেগ ঢিলে যা'দের
কাজে-কর্ম্মেও ঢিলে তা'রা,
সত্বরই যা' করা সম্ভব
করে সারা জীবন-ভরা । ৭৯ ।

সব সময়ই চলবি এমন
কল্যাণ যা'তে হয়ই হয়,
কল্যাণচর্য্যায় শিষ্ট থেকে
ধৃতিপথে এগিয়ে আয় ।৮০।

পরাক্রমী দুর্দ্ধর্ষ হও,
দুর্জয়ে রাখ ঊর্জ্জনা,
শিষ্ট অনুকম্পী হ'য়ে
রাখ ধৃতি-সর্জ্জনা ।৮১।

অন্তরেরই তূর্য্যধ্বনি
ঐ বাজে—তুই শোন্ না,
উঠে দাঁড়া দীপ্ত হ'য়ে
ধৃতি-চর্য্যা ধর্ না ।৮২।

দীপ্তিতে তুই সিক্ত হ'য়ে—
ইষ্টনিষ্ঠ অনুগতি,
কৃতি আবেগে দৃঢ় হ'য়ে
কর নিয়মন ধৃতির রতি ।৮৩।

স্বস্তিহোমের হবিই জানিস্
নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতি,
ঊর্জ্জনা যা'র যেমন তা'তে
তেমনতরই তাহার গতি ।৮৪।

পরাক্রম,বীর্য্যবত্তা,
নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতি,—
যেথায় মূর্ত্ত বিভাসিত
সেই ব্যক্তিত্বে জাগে ধৃতি ।৮৫।

লাখ রকমে চলে মানুষ
নিরীখ দেখে চলে কে ?
নিরীখমত সার্থকতার
চলাই আনে বিভব ডেকে ।৮৬।

শোন বলি—তুমি ভাব ভাল—
ভাল বুঝে, ভাল ক'রে,
ভাল'র আলোর স্ফুরণ পেয়ে
বিভূতিও তা'য় উঠবে স্ফুরে ।৮৭।

ক'রে হওয়ার সম্বোধি যা'র
আবেগভরে নাচে কেবল,
নিষ্ঠাপ্রতুল কৃতি তাহার
জীবনটাকে করে উছল ।৮৮।

ক'রে হওয়ার আবেগ যা'দের
পারগতা করে সাধন,
দীপ্ত-তৃপ্ত হ'য়ে তা'রা
দেশ ও দশের আনে বর্দ্ধন ।৮৯।

সৎ-পোষণ আর সৎ-সমর্থন
সৎ-চলন আর সৎ-করণ,
অনুকম্পী উদ্বর্দ্ধনায়
বিভবের হয় উন্নয়ন ।৯০।

সৎ-অর্জ্জনা উর্জ্জনা আনে
বাড়ে জীবন, বাড়ে বল,
অসৎ তেমনি ক্ষয়িষ্ণু হয়
জীবনও হয় টলমল্ ।৯১।

ঊর্জ্জনাশীল নিষ্ঠা জেনো
স্বভাবযোগের সুদ্‌যোজন,
যা'র ফলেতে ব্যক্তিত্বের হয়
সকল দিকেই উৎসৃজন ।৯২।

প্রীতির দাঁড়া ঠিক না র'লে
ব্যতিক্রমে যাবি প'ড়ে,
নষ্ট হবে তোর ঊর্জ্জনা
অসুস্থিতে পড়বি গ'ড়ে ।৯৩।

হৃদয় যদি থাকে তোমার
শুভচর্য্যী আবেগ নিয়ে,
ফুটবে বিভব দীপক রাগে
সবার বুকে স্ফূর্ত্তি দিয়ে ।৯৪।

করতেই হবে, সাধতেই হবে,
আয়ত্তে তোর আসুক সৎ,
সদ্‌-দীপনী অনুনয়ে
যাক্ খুলে সব সৎ-এর পথ ।৯৫।

বিষাক্ত তুই হ'বি কেন ?
অমৃতসিক্ত হ'য়ে চল্,
অমর হওয়ার বিভবগুলি
নে সেধে নে ক'রে বল ।৯৬।

ডরাবি কি ? ডরাস্ নাকো,
সুসাবধানী প্রস্তুতি
চলবি নিয়ে শিষ্ট চলায়
বজায় যা'তে রয় ধৃতি ।৯৭।

দাউদহনে ওঠ্ না জ্ব'লে
ভরসাভরা জীবন নিয়ে,
অমৃতখোঁজে থাক্ লেগে তুই
গবেষণার বিবেক নিয়ে ।৯৮।

তৃপ্ত-দীপ্ত ক্রমেই হ' তুই
অশেষ আয়ুর স্থিতি নিয়ে,
স্নায়ুর বায়ু ধৃতির তপে
রাখ সেধে' তুই সুবিনিয়ে ।৯৯।

শেষ হওয়াটাই নিশ্চিত ধ'রে
জীবন ক'রে আয়-বাদ,
বিশেষ থাকায় সাধ্‌বি না তুই—
মৃত্যু ক'রে বরবাদ ? ১০০।

তৃপ্তিভরা মুখের হাসি
দীপ্তিভরা চক্ষু তোর,
উছল-করা মুখের কথা—
শুনে সবাই হো'ক্ না ভোর ।১০১।

তোমার তৃপ্তি ছিটিয়ে যাক্
প্রতিটি বুকের স্তরে-স্তরে,
পরিচর্য্যার পরিবেশনে
জীবন-সস্পন্দ উঠুক স্ফুরে ।১০২।

দরদীর মত অনুকম্পাশীল,
অসৎ-নিরোধে কৃতান্ত,
অস্তিবৃদ্ধির পূজারী হয়ে,
থাক সুখে সবে চলন্ত ।১০৩।

দীপ্য নেশা বিনিয়ে-বিনিয়ে
দিগন্তেতে উধাও ছোট্,
দেখে-শুনে বুঝে-সুঝে
ধর্ সেটাই যা'র শুভ জোট । ১০৪ ।

উর্জ্জীতেজা হ'য়ে দাঁড়া
ভরসা আসে সবার যা'তে,
লক্ষ্য নিয়ে ব্যবস্থা করিস্
দৈন্যবিহীন থাকিস্ তা'তে । ১০৫ ।

শুদ্ধজন্মা, দিব্যকর্ম্মা
যা'রাই হ'য়ে থাকে,
বরেণ্য পথে তা'রাই চলে
সত্তাসেবী ডাকে । ১০৬ ।

দৃপ্ত যে-জন গুরুগৌরবে
গুরুচর্য্যাই প্রধান যা'র,
ধার ধারে কি অসৎ কিছুর ?
উন্নয়ন-চর্য্যাই প্রধান তা'র । ১০৭ ।

আচার্য্যনিষ্ঠ চর্য্যাশ্রমী
নিদেশবাহী জীবন যা'র,
লাখ ব্যতিক্রম আসুক না কেন—
শ্রমচলনেই স্থিতি তা'র । ১০৮ ।

শিষ্ট যা'দের কৃতিবিভব,—
নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতি
উপ্চে উঠে সব হৃদয়ে
আনে চর্য্যা, আনে ধৃতি । ১০৯ ।

নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতি
চাওয়া-পাওয়ার পূর্ব্বরাগ,
শক্তিশালী ও-তিন যেমন
তেমনি সবল জীবন-যাগ । ১১০ ।

নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতির
আবেগ নিয়ে চল্,
পাবি কত অবাক্ মাণিক
জমবে বুকে বল । ১১১ ।

ঐতিহ্য-সংস্কার সংস্কৃতিতে
শক্ত যা'দের অনুরতি,
ইষ্টনিষ্ঠ সম্ভাব্যতায়
বয়ই তা'দের জীবন-গতি । ১১২ ।

বুদ্ধচতুর নিষ্ঠা নিয়ে
ব্যক্তিত্বে অর্ঘ্য দেয়,—
ফলেই বিভব সদ্-দীপনায়,
সুষ্ঠু যা' তা'ই নেয় । ১১৩ ।

এক আদর্শের মানুষ হ' তুই
অটল নিটোল থেকে তাঁ'তে,
সার্থকতার সুবিন্যাসে,—
সাত্বত কল্যাণ হয় যা'তে । ১১৪ ।

সার্থকতার সঙ্গতিতে
বোধবিবেকের ঊর্জ্জনায়,
ধ'রে-ক'রে দেখ্ না চ'লে—
ফোটে কত কী মূর্চ্ছনায় । ১১৫ ।

আয় ছুটে আয়, দেখ্‌না কেমন
ফুর্‌ফুরে বয় দখিন হাওয়া,
স্ফুরণ ক'রে নে সেধে নে
সিদ্ধ হয় যা'য় জীবন-বওয়া । ১১৬ ।

বন্দনাময় নন্দনা তোর
ফুটুক হৃদয়ে অনিবার,
আলোর মত ছিটিয়ে পড়ুক
সে-নন্দনা সকল ধার । ১১৭ ।

তৃপ্ত রাগে অমর হাঁকে
উদ্যমে দে গুরুর জয়,
কথায়-কাজে মিলিয়ে তাঁকে
সব জীবনে আন্ অভয় । ১১৮ ।

গুরুর কৃতি-বিনায়নে
মূর্ত্ত ধৃতি আন্ ব'রে,
জীবনটা তোর হোক্ ধৃতিময়
বাড়ুক ধৃতি তোকে ধ'রে । ১১৯ ।

ধর্ম্মটাই তো সাম্যের গোড়া
ধৃতির পোষণ দিয়ে সে—
বাঁচাবাড়ার তৎপরতায়
দুঃখ-আপদ্ ঢের নাশে । ১২০ ।

জীবন-ধৃতি যা'তে বাড়ায়
প্রতি বিশেষে পরস্পরে,
হাতে-কলমে—যেথায় এটা
সাম্য সেথায় ক্রমেই বাড়ে । ১২১ ।

জীবন-বৈশিষ্ট্যের মানটি যেমন
প্রয়োজনও তা'র তেমনতর,
সেই প্রয়োজনের আপূরণাতেই
সাম্যবাদের ধৃতি দড় ।১২২।

শ্রদ্ধাপ্রীতি-অনুকম্পা
সৎ-এর প্রতি আসলে তোর,—
মনেই রাখিস্, ছাড়িস্ না-কো,
চর্য্যা করিস্ জীবনভোর ।১২৩।

সৎ-আচার্য্য বা অধ্যাপকে
শ্রদ্ধারতি কৃতি-সহ
দক্ষনিপুণ নিদেশ-পালায়
হয় না জীবন দুর্ব্বহ ।১২৪।

লোকচর্য্যী হৃদয় যা'দের
তা'রাই কিন্তু লোকমহান্,
নিষ্ঠানিপুণ সেবায় তা'দের
তুমিও হবে সৎ শ্রীমান্ ।১২৫।

প্রীতি-শ্রদ্ধা-আনুগত্য
শ্রেষ্ঠতেই তা' নিরেট রাখিস,
তাঁ'র সাথে যা'র যে-সঙ্গতি
ভেদ বা মিলন বুঝে দেখিস্,
তেমনতরই সেই তালেতে
শিষ্ট-চতুর উদ্দীপনায়,
ততটুকু খুলবি হৃদয়
সুষ্ঠু কৃতির ব্যঞ্জনায় ।১২৬।

যে-অবস্থায় যেমন থাক—
শ্রদ্ধারতি চর্য্যাসেবা,
স্বতঃস্রোতা হ'য়ে চললে
তা'র পরাক্রম রুখবে কেবা !
আনুগত্য-কৃতি-নিষ্ঠা
এমনই তা'কে ক'রে তোলে—
টলে নাকো,—সমান-স্রোতা
যদি হ'য়ে থাকে, চলে । ১২৭ ।

নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতি
দীপ্তি জানিস্ জীবনের,
ঐ দীপ্তি নিভিয়ে দিলে
সর্ব্বনাশে পড়বি ঢের । ১২৮ ।

অটুটু নিটোল ঊর্জ্জী নেশায়
আনুগত্য-কৃতিসহ,
নিষ্ঠা পালিস যত্ন ক'রে
জীবনকে কর্ সুনির্ব্বাহ । ১২৯ ।

ইষ্টনিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতি
নেশা হ'য়ে যদি রইল না,
সবদিক্ দিয়ে বৃদ্ধিবিন্যাসে
জীবন তোমার বইল না । ১৩০ ।

প্রেয়নিষ্ঠায় তেষ্টাবিহীন
নাইকো তা'তে উর্জ্জনা—
পরাক্রমে নয়কো দীপ্ত,
রয় না প্রাণন-বর্দ্ধনা । ১৩১ ।

শ্রেয়নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতি
অটল-বিপুল যাহার যত,
জীবনে তাহার উন্নতিও
অটল-বিপুল তেমন তত । ১৩২ ।

আনুগত্য, শিষ্টকৃতি
সহ যাহার শ্রমপ্রীতি
ইষ্টনিষ্ঠায় থাকে অটুট,—
প্রায়ই হয় তা'র শুভ গতি । ১৩৩ ।

প্রেষ্ঠই যা'র স্বার্থ—
প্রেষ্ঠই অর্থ যা'র,
উচ্ছলাতে ফোটে ভাগ্য
উদ্যমে অপার । ১৩৪ ।

পরাক্রমী হৃদয় রাখিস্
পোষণ ক'রে ঊর্জ্জনায়,
ইষ্টরাগের বীর্য্যতালে
সৎসমীচীন বর্দ্ধনায় । ১৩৫ ।

ইষ্ট কিংবা প্রেষ্ঠ-নিষ্ঠায়
সব জীবনটার বিন্যাস যেমন,
প্রতিটি কর্ম্মে মর্ম্মে-মর্ম্মে
ফ'লে থাকে ফল সেমনি তেমন । ১৩৬ ।

যা' আছে তোর সব গুছিয়ে
ইষ্টার্থেতে চর্য্যা কর্,
সদ্-আচারে শুভ-দীপনায়
ধৃতিটাকে জাপ্‌টে ধর্ । ১৩৭ ।

জীবন-বিভব যা' আছে তোর
　　ইষ্টার্থে ক'রে নিবেদন,
বিপুল সেবায় মুখর হ'য়ে
　　চর্য্যারত রাখ্ জীবন,

নিষ্ঠানিপুণ ধৃতি তোমার
　　বিন্যাস ক'রে সব-কিছু,
উন্নতিতে নতি রেখে
　　চলবেই তোমার পিছু-পিছু । ১৩৮ ।

ইষ্টনিষ্ঠা চল্ নিয়ে তুই
　　আনুগত্য-কৃতির রাগে,
অটুটভাবে অমন চলায়
　　জাগবে সবাই জাগার যাগে । ১৩৯ ।

শিষ্ট-সুধী ইষ্টনিষ্ঠা
　　আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ,
স্বতঃস্রোতা সিদ্ধি সেথায়,
　　ব্যক্তিত্বে আনে বিভব-বেগ । ১৪০ ।

ব্যক্তিত্ব তোর দৃপ্ত হ'য়ে
　　ইষ্টনিষ্ঠার উর্জ্জী টানে,
শিষ্ট স্বভাব-সঙ্গতিতে
　　নেচে উঠুক প্রেষ্ঠ-তানে । ১৪১ ।

দীপ্ত তোমার ব্যক্তিত্বটা
　　দিক্ ছিটিয়ে সৎ-এর আলো,
সবাই তা'তে দেখে-শুনে
　　স্বস্থ থাকুক, থাকুক ভালো । ১৪২ ।

জীবনধারায় পাগল-পারা
ইষ্টনিষ্ঠায় অটুট হ'য়ে—
সেই চলনে চলে যা'রা
ইষ্টার্থ চলে জীবন বেয়ে ।১৪৩।

ধর্ম্মটাকে ছাড়িস্ নে-কো,
ইষ্টনেশায় বিভোর থাক্,
ধৃতি-আচরণে অবাধ হ'য়ে
জীবনে ফুটুক অমর রাগ ।১৪৪।

ইষ্টনিষ্ঠ আনুগত্য—
অটুট ক'রে কৃতিস্রোত,
সুসন্ধিৎসু বোধ-বিজ্ঞতায়
চল্ বাড়িয়ে জীবন-জ্যোত ।১৪৫।

কৃতিদীপ্ত অনুগতি
সঙ্গতিশীল অনুচলন,—
ইষ্টতালে সুষ্ঠু চলায়
ফুটেই থাকে তা'র বলন ।১৪৬।

নিষ্ঠাসহ শিষ্ট-চলন
বাড়বে যত সুষ্ঠু তালে,
বাড়বে বিভব তেমনতরই
উন্নতিও ঘটবে ভালে ।১৪৭।

সদ্গুরুই যা'র নিষ্ঠাকেন্দ্র,
আনুগত্য,কৃতিরাগ,—
ঐ নিয়েই সে জীবন চালায়
লাগে না তা'য় অন্য দাগ ।১৪৮।

ধৃতি-পালন, শাসন-পোষণ
দীপ্ত জীবন-ঊর্জ্জনায়,
প্রীতির আবেগ নিয়ে ভগবান্
চলেন অসৎ-বর্জ্জনায়,

শিষ্ট জীবন নিয়ে চলেন
জীবন-সত্তার নিয়ে বোধ,
মানুষরূপে সেই ভগবান্—
অসৎ যা' সব ক'রে নিরোধ ।১৪৯।

জীবনচর্য্যার ঊর্জ্জনা তোর
প্রতি ব্যষ্টিতে ছড়িয়ে যা'ক্,
সমষ্টি সব সেই দীপনায়
অমর তেজে বৃদ্ধি পাক্ ;
হো'ক সকলে প্রত্যয়শীল
অনুশীলনে হো'ক্ বিভোর,
হাসিমুখে দেশটা জাগুক্
যাক্ কেটে সব অসৎ ঘোর ।
পারস্পরিক আদান-প্রদান
পালন-পোষণ-বর্দ্ধনা,
নেচে-নেচে উঠুক হেসে
করুক বিভুর বন্দনা ।১৫০।

কৃতি-যাগে চল্ রে সবাই
ধৃতির পথটি নে বেছে,
ধৃতিহারা যা'-সব কৃতি
জানিস্ ব্যর্থ, সব মিছে ;
ধৃতির সাথে বিভব আসুক
ঐশ্বর্য্য নাচুক তাথৈ থৈ,
ধৃতি-বিভব স্বভাবে ফুটুক
নইলে বাঁচার উপায় কৈ ? ।১৫১

যেমন ক'রে যা' বলা আছে
আগ্রহদীপ্ত বোধবিবেকে,
করতিস্ যদি সেগুলি সব
কী যে হ'ত বলবে তা' কে ?
দুনিয়াটা সুদীপ্তিতে
সঙ্গতিশীল তৎপরতায়,
উঠ্‌ত ফুটে স্বর্গ হ'য়ে
কত পারিজাত ফুট্‌ত যে তা'য় !
গবেষণাই গর্ব্ব হ'য়ে
শ্রমসুখের আলিঙ্গনে—
ব্যষ্টিগুলি শিষ্ট হ'য়ে
বৃদ্ধি পেত উন্নয়নে ;
ব্যতিক্রমী যা' সেগুলিও
শিষ্টপথের মিষ্ট ধারায়,
সংযত সংহত হ'য়ে
ফুট্‌ত খানিক পারগতায় ।১৫২।

নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতি
দৃঢ় দীপ্ত ক'রে রাখ্;
শ্রমকাতর হো'স্ না কভু
চর্য্যারতি নিয়ে থাক্,
স্বাস্থ্য রাখিস্ শিষ্ট তালে
শুভ-দীপ্ত সন্দীপনায়,
শরীর-মনের সঙ্গতিটি
রাখিস্ নিত্য ঊর্জ্জনায়,
ইষ্টনিষ্ঠ লোকচর্য্যী
মহাব্রত নিয়ে চল্,
দেখ্ না তা'তে থাকিস্ কেমন !
দেখ্ না কেমন বাড়ে বল !
অবহেলা করিস্ নাকো
নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতি,

তাহ'লে কিন্তু মিইয়ে যাবে
বাড়বে না নিজ ও পরের ধৃতি ।১৫৩।

স্বার্থলোলুপ, ঔদ্ধত্য-দুষ্ট,
সাধু, সৎ আর কৃতীজন,
অধ্যাপক বা গুরুর কাছে
সবাই করে অনুশীলন,
ভজনচর্য্যায় অর্ঘ্য যা' পায়
স্বতঃস্বেচ্ছ সন্দীপনার,
তাই-ই খেয়ে-দেয়ে কিন্তু
শিষ্ট জীবন বাঁচে সবার ;
নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতির
এমনতর ভজন-প্রদীপ,
উছল ক'রে তোলে সবায়
ইষ্টনিষ্ঠায় থেকে সন্দীপ ;
স্বস্তিচর্য্যায় শিষ্ট-কুশল
এমনি ক'রে সবাই হয়,
স্বার্থনিষ্ঠা শুধুই কেবল—
তা'রা কিন্তু ওতে নয় ।১৫৪।

নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতি
ধৃতির আসন ঐ জানিস্,
ওর সঙ্গে আপোসরফা
ব্যতিক্রমে টানেই বুঝিস্ ;
নিষ্ঠার সাথে ধৃতিসম্বেগে
শিষ্ট-নিটোল অটুট টান,
না র'লে কিন্তু ধৃতি তোমার
পাবেই জাহান্নমেই স্থান ;
সঙ্গতিশীল তৎপরতায়
নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতি,

সার্থকতায় যতই চলে
ততই শিষ্ট হয়ই ধৃতি ;
নিষ্ঠানুগ-কৃতির সাথে
ব্যতিক্রমের আপোসরফা,
জাহান্নমের দিকেই চ'লে
হবেই তোমার জীবন দফা ;
ইষ্টে বসিয়ে নিষ্ঠাসনে
আনুগত্য-কৃতি নিয়ে,
সঙ্গতিশীল তৎপরতায়
যে চলে তাঁ'র বিভব নিয়ে,—
তাই-ই কিন্তু শিষ্ট বিভা
নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতির,
ব্যতিক্রমে হবেই হবে
দুষ্ট তোমার বিভব ধৃতির । ১৫৫ ।

প্রাপ্তিপ্রত্যাশা ছেড়ে দিয়ে তুই
পরের চর্য্যায় থাক্ রত,
আপ্যায়নী উন্মাদনায়
প্রীতির বাঁধন রাখ্ নিয়ত,
ঊর্জ্জনাতে স্ফূর্ত্ত হ'য়ে
বেড়ে চল্ রে বেড়ে চল্,
পারস্পরিক আদান-প্রদানে
চল্ ওরে চল্ হ'য়ে উছল,
অনুচর্য্যায় অনুকম্পায়
যা' পারিস্ তুই দিয়ে চল্,
অন্যেও করুক সেই রকমই—
সঞ্চারণায় তা'কে বল্,
শিষ্ট-সুষ্ঠু সঙ্গতিতে
প্রীতির তোড়ে সব বেঁধে,
সবার শক্তি উস্কে তুলিস্
সঙ্গতি সব শুভ'য় সেধে ;

সব বিরোধ তুই নিরোধ ক'রে
ধৃতিরাগে ওঠ্ জ্ব'লে,
সবের বুকটি সবল ক'রে
সঙ্গতিতে নে তুলে' ;
তৃপ্তিভরা বুক নিয়ে তুই
দীপ্ততেজা হ'য়ে চল্
দেখলে কা'রো আপদ্-বিপদ্
মুক্ত করিস্ ধ'রে বল ;

সঙ্গতি তোর এমন রাখিস্—
বজ্রতেজা গর্জ্জনে,
নিরোধ করিস্ সব আপদ্ তুই
সুসংহতির তর্জ্জনে,
চল হ'য়ে চল আরো হ'য়ে
আরোর পথে আরোতর,
এমনি ক'রে আরো হ'য়ে
পরিস্থিতি আগলে ধর ;

পরিচর্য্যায় ধৈর্য্য নিয়ে
জীবন-চলন রেখে ঠিক,
অমনতর ক'রে সবায়—
সংহত কর্ দিগ্‌বিদিক্ ;
ইষ্টনিষ্ঠা-আনুগত্য—
কৃতিদীপন ঊর্জ্জনা,
জীবন-ধৃতি নিয়ে চলুক
এনে সবার বর্দ্ধনা ;
ওঠ্, ওঠ্, ওঠ্, ওঠ্ না ওরে
সটান হ'য়ে দাঁড়িয়ে ওঠ্,
দিগন্তেরই দিগ্‌বিজয়ে
সবা'র মাঝে ফুটে ওঠ্ ;
ভক্তি-শ্রদ্ধা অটুট রেখে
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগ,

নিত্যদিনই করাস্ করিস্
নিজ-সহ সবা'র জীবন-যাগ ;
তোমার যাগটি জাগিয়ে তুলুক
অঢেল ক'রে সবা'কে,—
শ্রমচর্য্যী উদ্দীপনা
জাগুক বিপুল ঝলকে । ১৫৬ ।

সেবা

সমষ্টিতে দেখো ইষ্ট তুমি
ইষ্ট দেখো ব্যষ্টিতে,
এমনি ক'রেই কর সেবা
নিষ্ঠা রেখে ইষ্টতে ।১।

ক্ষয় ও ক্ষতি কা'রো না ক'রে
সেবাচর্য্যা যা'ই কর না,
সৎই কিন্তু তা' সব হবে
অসৎ প্রায়শঃ হয়ই না ।২।

পাস্ না হাজার, স্বতশ্চর্য্যায়
পালক-পোষণ না করিস্ যদি,
পরশোষক অন্তরে তুই
মোচড় খাবি নিরবধি ।৩।

যাঁ'র অনুগ্রহে দাঁড়ালে তুমি
উথলে উঠল অর্জ্জন-কৃতি,
তাঁ'র উপচয় না যদি কর,—
ছাড়বে কি আর পতন-ভীতি ?৪।

ত্বারিত্যবিহীন সেবাচর্য্যা
বিবেকবিহীন অনুচলন,
বিক্ষিপ্ত করে জীবনীয় রাগ
সঙ্কোচ করে কৃতিবলন ।৫।

শিষ্ট-সুধী সন্দীপনায়
তৃপ্ত যা'তে মানুষ হয়—
পরিচর্য্যা সেই তো আসল
নইলে চর্য্যা সার্থক নয় ।৬।

সুবিধা-অসুবিধা ভাল-মন্দ
কিসে কেমন কাহার হয়,
এ-সব বুঝে করলে চর্য্যা
তবে তো লোকে তৃপ্তি প য় ।৭।

অনুকম্পী চক্ষু দিয়ে
আবেগভরা প্রীতির সাথে
দেখবি কাহার কিসে কেমন—
চলবি রেখে সেইটি মাথে ।৮।

চর্য্যারত কৃতি জেনো—
ধৃতি সাধার সূত্রমূল,
বিনা-চর্য্যায় আসে কি ধৃতি ?—
সেটাই লোকের মস্ত ভুল ।৯।

যে-পরিচর্য্যা প্রধান তোমার
স্বস্তি-সেবা-উন্নতির,
সেটাই জেনো শিষ্ট-প্রধান
আন্‌বে সেটাই স্বস্তি স্থির ।১০।

সব যা'-কিছু ত্যাগ ক'রে তুই
স্বস্তিটাকে রাখ্‌বি ঠিক,
চর্য্যা করিস্ হৃদয় দিয়ে
রাখবি সেটায় ঠিক নিরিখ ।১১।

শক্ত-কঠোর ভণ্ড-কপট
কামুক-মাতাল হোক্ না—
প্রীতিভরা চর্য্যা তোমার
আনুক শুভ বর্দ্ধনা ।১২।

ভক্তিপূত তৃপ্ত প্রাণে
প্রত্যাশারহিত অন্তরে,
শিষ্ট এমন অবদান যা'—
ব্যক্তিত্বকে তুলেই ধরে ।১৩।

ভক্তিভরে আকুল প্রাণে
প্রত্যাশারহিত অন্তরে,
অসৎ-জনও করলে সে-দান
বিপ্রও সেটা নিতে পারে ।১৪।

প্রীতি-অনুশাসন-ভরা
অপ্রত্যাশী অবদান
দাতার আশিস্ ব'য়ে আনে,
পুষ্ট করে গ্রহীতা-প্রাণ ।১৫।

স্বতঃস্বেচ্ছ আগ্রহেতে
তৃপ্তিভরা উচ্ছ্বাসে,
প্রত্যাশাহীন অবদানে
সন্দীপনা সম্ভাষে ।১৬।

প্রথম প্রধান—শ্রেয়চর্য্যা,—
উপেক্ষা তা'য় করিস্ না রে,
সোনা ফেলে চলিস্ নাকো
শুধু আঁচলে দিয়ে গিরে ।১৭।

দেশবিদেশের শ্রেয় যাঁ'রা
ভক্তি-অর্ঘ্য দিস্ তাঁ'দের,
লোকমঙ্গল ধৃতি-কর্ম্মে
আত্মনিয়োগ রয় যাঁ'দের ।১৮।

শ্রেয়-প্রেয়ে নিষ্ঠা-সেবা
যাহার যেমনতর,
উন্নতি বা অধঃপাতে
চলে তেমনি দড় ।১৯।

ইষ্টনিষ্ঠ লোকচর্য্যায়
যেমনতর যা'রাই চলে,
উচ্ছলাতে প্রচুর হ'য়ে
ওঠেই তা'রা বুকের বলে ।২০।

দুর্ব্বলকে পুষ্টি দিয়ে
সবল ক'রে তোল বুক,
চর্য্যারত কৃতিরাগে
উপ্‌চে উঠুক তা'দের সুখ ।২১।

নিষ্ঠাদীপ্ত হৃদয় যা'দের,
ইষ্টার্থেরই অনুনয়ে
চর্য্যামুখর হ'য়ে চলে—
ঘটে-ঘটে তৃপ্তি দিয়ে ।২২।

নিষ্ঠা যা'দের অটুট থাকে
শ্রদ্ধা-কৃতি-ভরা প্রাণ,
লোকচর্য্যী হ'য়ে তা'রা
হয়ই ক্রমে দীপ্তিমান্ ।২৩।

ইষ্ট কিংবা শ্রেয়-প্রেয়
যাঁ'তেই নিষ্ঠা রাখিস্ না,
আনুগত্য-কৃতি নিয়ে
করবি তাঁহার বর্দ্ধনা ;
প্রেয়র প্রতি ভালবাসা
যতদিন অটুটু থাকবে যা'র,
ভালবাসিস তেমনি তাঁকে
বর্দ্ধনে লক্ষ্য রাখিস তাঁ'র । ২৪ ।

নিষ্ঠাদ্যুতির উদ্দীপনা
আনুগত্য-কৃতি নিয়ে
উছলস্রোতা হ'য়েই চলে,—
বিভব-বিভা বিচ্ছুরিয়ে ;

স্বস্তিসহ অন্তরেতে
তৃপ্তকৃতি-আবেগ-রঙে
রঙিয়ে তোলে সকল হৃদয়
ঐ রঙেরই নানা ফলনে ;
অমন মানুষ দেখলে পরে
হৃদয়ভরা আপ্যায়নায়,
সেবা ক'রে ধন্য হ'বি
হৃদয়ভরা সন্দীপনায় । ২৫ ।

ইষ্টস্বার্থ-মানমর্য্যাদার
এতটুকু অপলাপে,
ব্যক্তিত্ব যা'র ফুঁপ্ড়ে ওঠে
ইষ্টার্থটির নিষ্ঠারাগে,
খুঁজে-পেতে দেখো সেথায়—
আত্মস্বার্থ ব্যর্থ ক'রে,
নিটোল হ'য়ে আছে কিনা
ইষ্টার্থটি আগ্লে ধ'রে !

থাকেই যদি,—নিটোল টানে
    উপ্‌চে ওঠে বুকের বল,
অমনতর কৃতি-লালনে
    ইষ্টচর্য্যায় হয় উছল ;
অনুশীলনী তৎপরতায়
    বোধবিবেকের উচ্ছলায়,
অন্তঃস্থ তা'র ব্যক্ত শক্তি
    সকল দিকে তা'রে আগ্‌লায় ;
শ্রেয়-প্রেয় কা'রো তরে
    এমনতর হ'লেই জানিস্‌,
লোক-দেখানো নয়কে সেটা—
    অন্তরেরই আবেগ বুঝিস্‌ । ২৬ ।

শ্রমসেবা

শ্রমের পূজা কর্ ওরে তুই
 কৃতিযোগে নিষ্পাদনে,
জীবনটা তোর সার্থক হো'ক্
 চলুক ব'য়ে উজান টানে ।১।

কলকৌশল বুদ্ধিবিবেক
 শ্রমচর্য্যায় লাগেই লাগে,
শ্রমই আনে বিভব কিন্তু
 শ্রমই বাড়ায় বিভবটাকে ।২।

শরীরটাকে সুস্থ রাখিস্
 শ্রমপটু তুই হ'য়ে চল্,
শ্রমে যেন স্ফূর্ত্তি বাড়ে,
 চলবি হ'য়ে শ্রমকুশল ।৩।

অপটু বা অসুস্থ শরীর
 থাকলে—বিহিত বিশ্রাম নিবি,
শ্রমের পথে এগুবি তত
 যত যেমন সুস্থ হ'বি ।৪।

শুভকাজে শ্রমবিমুখ
 সুস্থ থাকলে হ'য়ো না,
সার্থকতার সিদ্ধ যোগে
 রেখোই তা'তে ঊর্জ্জনা ।৫।

সঙ্গতিশীল শ্রমটি যেমন
অর্থ-বিভবের উৎস সে,
সার্থকতার অর্থহারা
সে-শ্রম হয় ব্যর্থ যে ।৬।

শ্রমই আনে অর্থ কিন্তু
দাতার দানেরও শ্রমই দম,
সার্থকতার বিন্যাসে শ্রম
না এলে তা'র অর্থই কম ।৭।

শ্রম না হ'লে হয় না দরদ,
অর্থস্বার্থ হয় না পূরণ,
মমত্বটাও থাকে কি কা'রো—
যা'তে ওটার হয়ই স্ফুরণ ?৮।

আমাকে যা' পূরণ করে
তা'ই তো আমার স্বার্থমূল,
শ্রম-সংস্কৃতি অবশ হ'লে
যৌথ চলন পায় না কূল ।৯।

বোধ-বিবেক আর কথাবার্ত্তা
হাতে-কলমে করা কাজ,
সবই কিন্তু শ্রম-প্রকৃতি
নিষ্পাদনই তাহার সাজ ।১০।

নিষ্পাদনটা যেমন হবে
লোকচর্য্যায় লাগবে যেমন,
প্রয়োজন তা'র তেমনতরই
অভাব যেমন হবে পূরণ ।১১।

যৌথ কারবার যেমনই হো'ক্—
ব্যষ্টিগত শ্রমসম্বেগ
না থাকলে কি সাফল্য পায় ?
বাড়ে কি কা'রো আশা-আবেগ ? ১২।

শ্রমকাতর নয়কো যে-জন
নিষ্ঠা ও বোধ যদি থাকে,
দুঃখ তাহার করবে কী আর ?
পড়েই কম সে দুর্ব্বিপাকে । ১৩।

শ্রমদীপনায় থাক্ না জীইয়ে
নিয়ে নিষ্ঠা-অনুগতি,
কৃতিসহ শ্রমচলনে
তোল্ বাড়িয়ে জীবন-ধৃতি । ১৪।

পারস্পরিক বেগার চর্য্যায়
নষ্ট হয় না শ্রম-সংস্কার,
পারস্পরিক কৃতিচর্য্যায়
দেয়ই খুলে কৃতিরই দ্বার । ১৫।

সত্তাসেবী যে শ্রমই হো'ক্
তা'তে কিন্তু নেই তফাৎ,
অসৎ-নিরোধ-দক্ষ সেবায়
কর দমন তুই সব ব্যাঘাত । ১৬।

শ্রমসোহাগে কৃতি নিয়ে
প্রীতির পথে চলতে থাক্,
বিপাক সকল নিরোধ ক'রে
সুপদটাকে শিষ্ট রাখ,

জীবনদীপ্তি তৃপ্তি নিয়ে
উতল তালে চলুক্-ফিরুক্,
কৃষ্টিভরা বোধদৃষ্টিতে
যা'-কিছু সব বিনিয়ে রাখুক ।১৭।

শ্রমবিমুখ হো'স নে কভু
চর্য্যাবিমুখ হবিই না,
ইষ্টার্থে সব ক'রে নিয়মন
সার্থকতায় ছাড়বি না ।১৮।

নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতির
পরাক্রমী বিপুল টানে,
শ্রম নিয়ন্ত্রণ ক'রে চলিস্—
যেখানে যেমন শোভন আনে ।১৯।

ইষ্টনিষ্ঠ অনুরাগে
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ,
শ্রমপ্রিয় উদ্দীপনায়
নিটোল থাকে কৃতি-আবেগ ।২০।

ইষ্টনিষ্ঠ আনুগত্য
কৃতিচর্য্যা যেইখানে,
শ্রমপ্রিয় ঊর্জ্জী চলন
উন্নতিকে আনেই আনে ।২১।

নিষ্ঠা-নিটোল হ' আগে তুই
আনুগত্য-কৃতি নিয়ে,
তবে-তো ব্যক্তিত্ব বাড়বে রে তোর
পরাক্রমী দীপ্তি নিয়ে !

ভক্তি-শ্রদ্ধা-অনুরাগ তখন
নিয়ে স্বতঃ-ঊর্জ্জনা,
শ্রমের চাপে উঠবে বেড়ে
অসৎ ক'রে বর্জ্জনা ;
সাধ্য তোমার বাধ্য হ'য়ে
আনুগত্য-কৃতিরাগে,
বিভব নিয়ে বিভোর হ'য়ে
চলবে ক্রমেই শ্রমের যাগে ;
আসবে শক্তি, আসবে সাহস
আসবে দীপ্তি দ্যুতিসহ,
জীবনতালটি উর্জ্জী ধেয়ে
সমাধানে হবে নির্ব্বাহ ;
স্বস্তি পাবি, স্বস্তি দিবি
চর্য্যারাগ-নন্দনায়,
সকল নিয়ে উঠবি বেড়ে
মহান্ বিভব-বর্দ্ধনায় । ২২ ।

ব্যবসায়

বিবেকভরা লক্ষ্য ছাড়া
ব্যবসায় কভু হয় না,
আপ্যায়নী চর্য্যা ছাড়া
লক্ষ্মীকে কেউ বয় না । ১ ।

ব্যবসাতে লাগে সুব্যবহার
হিসেবী অনুচলন,
ব্যবস্থিতি যতই ভাল
তেমনি তা'র বলন । ২ ।

অর্থ না হয় পেলেই অনেক
জোগাড় ক'রে সবার কাছে,
সবাই মিলে না দেখলে কারবার
কারবার কি কভু বাঁচে ? ৩ ।

মূলধনে যা'দের হাত চলে,
ব্যবসায় প্রায়ই কুফল ফলে । ৪

মূলধনই জানিস লক্ষ্মীর আসন,
ভাঙ্গিস না তা' কোনকালে,
ভাঙ্গলে হ'বি লক্ষ্মীছাড়া,
পড়বি কিন্তু শরজালে । ৫ ।

মূলধনে যে আঘাত হানে
তা'র প্রতি হন লক্ষ্মী বিমুখ,
ঐ ধনে যে অর্ঘ্য জোগায়
লক্ষ্মী বাড়ান তা'রই সুখ । ৬ ।

ইষ্টনিষ্ঠায় অটুট থেকে
লক্ষ্মীভৃতি ক'রে যা,
মূলধনটায় ফাঁপিয়ে তুলিস,—
বিপুল বিভব আনবে তা' । ৭ ।

ইষ্টভৃতি—জীবন-যজ্ঞ,
দিবি নে বাদ তা'কে কভু,
লক্ষ্মীভৃতি শ্রমপ্রিয়তায়
ক'রবে তোকে বিভব-বিভু । ৮ ।

মূলধনে দিলে হাত
ব্যবসা হবেই চিৎপাত,
লক্ষ্মীভৃতি তা'তে নিত্য রেখে
নিজে কিন্তু শিষ্ট থেকে
দোকান করিস দোকানদার !
রাখিস্ নিপুণ সদ্-ব্যবহার,
লাভের অর্দ্ধেক পেটে খাবি—
এই নিয়মে চ'লতে থাকবি,
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে,
চলতে থাক্ তুই শিষ্ট রাগে,
ইষ্টনিষ্ঠা-শ্রমপ্রিয়তায়
বিভব ক্রমে বেড়েই যায় ;
মনে রাখিস—রাখিস্ নে দেনা—
থাকতেই হবে তা'তে কেনা,—
বাঁচার পথে বিষম কাঁটা
বিশেষ ক'রে জানিস্ সেটা,
সাবধানে চল্ এমনভাবে
লক্ষ্মীর দয়া পাবি তবে । ৯ ।

ব্যবহার

ব্যবহার যত তৃপ্তিপ্রদ
হ'য়ে তোমাতে দীপ্তি পায়,
পরিবেশও তেমনি পালন-পোষণে
তোমার থাকায় ব্যস্ত হয় ।১।

সইতে তুমি নাই পার যদি
অন্যের কটু ব্যবহার,
কেমন ক'রে সইবে তা'রা
তোমার তিক্ত অত্যাচার ।২।

শিষ্ট প্রীতি, বাক্-আলাপকে
কখনও যেন ভুলো নাকো,
তেমনি শিষ্ট প্রীতিচর্য্যাই
মনে রেখে সজাগ থেকো ।৩।

নিজের কিংবা অন্যেরই হো'ক্
বৃদ্ধিচর্য্যায় পতিত যা'রা,
আঘাত দিয়ে বলিস্ নাকো
যা'তে ক্লিষ্ট হয় তা'রা ।৪।

অবস্থা যা'দের দৈন্যক্লেদী
তা'দের ক্লেদ না ক'রে সবল,
গুণমুগ্ধ কৃতি-উচ্ছলায়
বাড়াস্ বুকে সৎ-এর বল ।৫।

মন্দ ব'লে ঘৃণা করলে
দুষ্ট গতি বেড়েই যায়,

মনের দিকে দৃষ্টি রেখে
বলবি এমন—শুধরে নেয় ।৬।

বাস্তবতার সংবেদনী কথা
বিশ্বাস যদি না-ই করিস্,
তোর কথাটির বাস্তব বেদন
বিশ্বাস কেউ করবে ভাবিস ?৭।

সাজ-পোষাক তুই করবি যেমন
মনের বাঁকও বাড়বে ক্রমে,
চলাফেরা বাক্-ব্যবহারও
তেমনি হবে দমে-দমে ।৮।

পোষাক-পরিচ্ছদ-ঐতিহ্যটা
পাল্‌লে পুরুষ-ক্রমে,
থাকলে তা'তে নিষ্ঠা-আঁটা
পড়বে কমই ভ্রমে ।৯।

ঐতিহ্য-সংস্কার বহন করে—
পুরুষ-ক্রমিক এমনতর,
পোষাক-পরিচ্ছদ তেমনি ক'রে
সুঠাম-সুন্দর সুষ্ঠু কর ।১০।

সোহাগ-সুন্দর ভদ্রচর্য্যায়
সন্দীপ্ত করিস্ সকল হৃদয়,
হ'য়ে উঠে তৃপ্তিকেন্দ্র
রাখিস্ তা'দের সুভাব বজায় ।১১।

আপদের উৎস যে-জন তোমার
করবে আগে তা'রে হাত,
অনুকম্পী করতে পারলেই
কমবেই অনেক উৎপাত ।১২।

দেখে-শুনে যা' কর তুমি
গুণ-ব্যবহার শিখো তা'র,
তেমনতরই শিখে তাহার
ক'রো শুভে ব্যবহার ।১৩।

কী তালে কী করতে হয়
কেমন তাকে-তুকে,—
বেশ ক'রে তা' দেখে-বুঝে
মাথায় রেখো এঁকে ।১৪।

শ্রদ্ধাশীলের ভুল-ভ্রান্তি—
বিশৃঙ্খলা আর কাতরতায়,
তা'কে এমনি ক'রো নিয়োজন
যা'তে ওগুলি সব উবে যায় ।১৫।

প্রীতি রেখো সবার সাথে
ভাবীর সাথে ভাব রেখো,
হাতে-কলমে ক'রে-বুঝে
জ্ঞানে তুমি সব দেখো ।১৬।

কথা তোমার মিষ্টি কর—
সার্থক দীপ্ত সুতেজাল,
যুক্তিসিদ্ধ সন্দীপনায়
সব হৃদয়ই হো'ক উতাল ।১৭।

কথাবার্ত্তা এমন ক'বি
সবার হৃদয় স্পর্শে যা'য়,
উছল আবেগ নিয়ে ক'রবি
বিনিয়ে সকল ধৃষ্টতায় ।১৮।

ধৃতিপথে লোকচর্য্যায়
হৃদয়স্পর্শী চলন নিয়ে,
মাতিয়ে তুলিস্ সকল হৃদয়
সৎচর্য্যী ব্যবহার দিয়ে ।১৯।

আপ্যায়নী জনসেবা
লোকহৃদয় ফুল্ল করে,
দীপ্তিপ্রভার তৃপ্তি নিয়ে
সেব্য-সেবক পরস্পরে ।২০।

ইষ্টে অটুট নিষ্ঠা রেখে
লোকধৃতি ব'য়ে চল,
সবার প্রিয় হ'য়ে থাকলে
অবনতি কি হয়,—বল ? ২১।

চাল-চলন আর আচার-ব্যাভার
করিস্ নিবিষ্ট অন্তরে,
চর্য্যাপ্রবণ হৃদয় নিয়ে
বাক্-বিভা রেখে সুন্দরে ;
পরণ-পরিচ্ছদ করবি এমন
সঙ্গতিশীল শিষ্ট,
চোখে চোখে সবারই লাগে
তৃপ্তিপ্রদ মিষ্ট ।২২।

কর্ম্ম

সৎকর্ম্ম মানেই জানিস্
বাঁচে-বাড়ে যে-চর্য্যায়,
যেমনতর ব্যবহারে
উচ্ছলিত করে তা'য় ।১।

দক্ষতা আছে, ত্বারিত্য নাই,—
করে ব্যর্থ, আনে বালাই ।২।

ত্বারিত্যবিহীন দক্ষতা
আনেই কিন্তু ব্যর্থতা ।৩।

কৃতঘ্ন যা'র কাজ—
সম্বর্দ্ধনী উন্নতিতে
পড়েই যে তা'র বাজ ।৪।

দক্ষতা তোমার থাক্ না হাজার
ত্বারিত্য যদি না-ই র'লো,
নিষ্পাদনও তেমনি হবে—
সার্থকতায় কী বলো ?৫।

দক্ষতা তোমার অনেক আছে
প্রয়োজন কা'রো মিটল না,
ত্বারিত্যহীন সে-দক্ষতায়
কী হবে কা'র, ভাব না ?৬।

দক্ষতায় যা'র নাই ত্বারিত্য
ক্লীব দক্ষ সে ঠিক জানিস্,
ধীরস্রোতা জ্ঞান-দীপনা
নিথর চলায় চলেই দেখিস্ ।৭।

সময়ের সীমা বুঝে নিও
প্রয়োজনের সীমা ঠিক ধ'রে,
করতে হবে কী—সেই হিসাবে
নিষ্পাদন ক'রো ঠিক ক'রে । ৮ ।

কৃতি-সুন্দর ক্ষিপ্র হ'বি
ধরবি. যে-সব কাজে,
নিষ্ঠানিপুণ দক্ষ হ'বি,—
নইলে হ'বি বাজে । ৯ ।

ক্ষিপ্র চিন্তা, ক্ষিপ্র কর্ম্ম—
সঙ্গতিশীল সুসন্ধানে,
কাজগুলি সব কর নিষ্পাদন
দক্ষ-ক্ষিপ্র সন্দীপনে । ১০ ।

ক্ষিপ্রকর্ম্মা হ'য়ে চলিস্
সঞ্চারণ করিস্ ক্ষিপ্রকৃতি,
শিষ্ট-পুষ্ট ধৃতি ক'রে
কৃতিপূর্ণ রাখিস্ প্রীতি । ১১ ।

কাজ তোমাকে পোষণ করুক
ত্বরিত দক্ষ তৎপরতায়,
তেমনি তা'কে বিনিয়ে নিও
স্বতঃসিদ্ধ দক্ষতায় । ১২ ।

বিহিতভাবে করবে যেমন
ত্বরিত করার ঊর্জ্জনায়,
বিভবও বাড়বে তেমনতর
বিধিমত উচ্ছলায় । ১৩ ।

বোধবিদ্যা থেকেও যা'দের
করায় অবসাদ,
উৎক্রমণী অনুনয়ন
সাধেই তা'দের বাদ । ১৪ ।

ব্যতিক্রমী কর্ম্ম ক'রে
পাওয়ার চর্য্যা হয় না সফল,
করতে হবে সেই নিয়মে
যা'তে তুমি না হও বিফল ।১৫।

ভুলও যদি হয় করতে কিছু,—
আনতে তাহার সমাধান,
ততক্ষণ তা' ছেড়ো নাকো
শুদ্ধ না হ'লে তা'র বিধান ।১৬।

সমীচীন নয় যেখানে যেটা
গায়ের জোরে ক'রো না,
অশিষ্ট অসৎ যা'-কিছু তা'র
প্রশ্রয় দিতে যেও না ।১৭।

যা'তে নিষ্ঠা না থাকে তোর
কিংবা ভঙ্গপ্রবণ হয়,
পারগতা তা'য় হারিয়ে যাবে
ব্যর্থতারই হবে জয় ।১৮।

সৎ যা' বুঝিস্ না করলে তা'
বাস্তবতার সন্দীপনায়,
ক্রমে-ক্রমে কাপুরুষতা
ডুবিয়ে দেবে ব্যক্তিত্বটায় ।১৯।

শুভ কর্ম্মে শুভই আসে
কপালেও রয় ঐ শুভ,
ধৃতিপোষণ স্মৃতি আনে,—
এটা কিন্তু জেনোই ধ্রুব ।২০।

ভাল-মন্দ যা'ই কর না
মস্তিষ্কে তা' মজুতই রয়,
নিষ্ঠানিপুণ কৃতি-আবেগে
করবে যেটা সেটাই হয় ।২১।

মন্দ ক'রে ভাল হবে
আগলে নেবে শুভ তোমায়,—
সেটা কিন্তু ভেবোই নাকো,
বাস্তবে তা' নয়ই নয় । ২২ ।

শুভকর্ম্মে আসেই শুভ,
মন্দে কিন্তু মন্দই হয়,
বিধির বিধান এমনতর
কপাল জুড়ে সেটাই রয় । ২৩ ।

কেউ যদি তোমার ভালও করে
তুমি মন্দ করলে তা'র,
শুভ কিন্তু মন্দে মিশে
করবে তোমায় ছারখার । ২৪ ।

কেউ যদি তোমার মন্দ করে—
ঠেকিয়ে সে-সব করলে ভাল,
ভাল করার বহর তোমার
ঘুচিয়ে দেবে সকল কালো । ২৫ ।

যে-জন তোমার করছে ভাল
হৃদয় দিয়ে প্রাণপণে,
তা'র মন্দ করলে তোমার
দুর্গতি রুখ্‌বে কোন্ জনে ? ২৬ ।

অভ্যাসবশে যা' পেয়েছ
করবেও তা' তুমি হামেহাল,—
যদি তোমার না থাকে করার
নিয়মনী শক্ত হাল । ২৭ ।

কোন্ জিনিসটি রাখলে কোথায়
কাজের সুবিধা হয়—
বুঝে-সুঝে তেমনি ক'রো,
নইলে অকাজ হয় । ২৮ ।

প্রয়োজনের আগেই যেন
প্রস্তুতি তোর বজায় থাকে,
যা'র অভাবে আপদ-বিপদ্
ধ'রেই থাকে পাকে-পাকে ।২৯।

গাফিলতি বা অলসবুদ্ধি
রাখিস্ নাকো তুই করায়,
তড়িৎ-ঘড়িৎ স্থিরচর্য্যায়
অটুট আয়ত্ত করিস্ তা'য় ।৩০।

অলস বোধের দিও না প্রশ্রয়
শরীর যদি ভাল থাকে,
স্বাস্থ্যটাকে নিটোল রেখো,
নিরুদ্ধ ক'রো না করাটাকে ।৩১।

সাহায্য নিও না ততক্ষণ
যতক্ষণ তুমি পারো,
নেহাৎ যদি অশক্ত হও
নিও—যখন নারো ।৩২।

সাহায্যের তোয়াক্কা করবি যত
পারগতাও কমবে তত,
বোধবিচার আর কলকৌশলে
বাড়বে শক্তি, করবে যত ।৩৩।

মনে-মুখে এক হ'য়ে
কৃতি-কুশল হয় যেমন,
নিষ্পাদনাও তেমনিভাবে
উদ্‌যাপিত হয় তেমন ।৩৪।

আবার বলি শোন্ ওরে শোন্—
যা' করতে যা-যা' লাগে
সেই তা' নিয়েই লাগবি কাজে,

নইলে কাজটা হবেই বাজে—
ভুলিস্ নাকো তা' কখন ।৩৫।

যেমন ক'রে করলে যা'-সব
শিষ্ট-সুন্দর সুষ্ঠু হয়,
আপদ্‌গুলি এড়িয়ে সে-সব
সার্থকতায় এনোই তা'য় ।৩৬।

করবি কী কাজ—নে বুঝে তুই
খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সব-কিছু,
নিষ্পন্ন কর্ সুন্দরভাবে
বোধবিবেকের চ'লে পিছু ।৩৭।

যে-কাজেতেই হও না ব্রতী
উপায়টাকে ছেড়ে দিয়ে,
খরচ-বরচ লাখ কর না
যাবেই সেটা ব্যর্থ হ'য়ে ।৩৮।

সিদ্ধান্তকে ঠিক ক'রে নিস্
দেখে-শুনে-বুঝে,
সেই তালেতে কাজ ক'রে যা
ধী-এর চ'ক্ষে সুঝে ।৩৯।

নিষ্ঠাবিহীন কৃতি যেথায়
চলা-বলায় আবোল-তাবোল,
সন্দীপনী কৃতি এলেও
আনে বিভ্রাট, হট্টগোল ।৪০।

নিষ্ঠা যদি না থাকে তোর
ধরবি যেটা পারবি কম,
অটুট নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতি
যা' ধরে—তা'ই নিয়ে উদ্যম ।৪১।

'পারি যেন' বলিস্ কেন ?
ঝাঁপ দিয়ে পড়্ পারার কাজে,
পারগতাই পারিজাত আনে,
না করলে তা' হয়ই বাজে ।৪২।

পারতে হ'লেই নিষ্ঠা লাগে,
ধী-সহ লাগে কুশল বোধ,
কলকৌশল বিনিয়ে সেটা
নিষ্পাদনে করবি শোধ ।৪৩।

'পারি যেন' বলার চাইতে
পারার স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়্,
করায় পারা উঠুক ফুটে—
নিষ্পাদনে শ্রেয় ধর্ ।৪৪।

কৃতিপথে ব্রতী হ'য়ে
করলে করার উপাসনা,
শিষ্ট নেশার নিবিষ্টতায়
হয়ই সিদ্ধ সে-সাধনা ।৪৫।

'পারি যেন' বললেই কিন্তু
দ্বিধাবিদ্ধ রয়ই মন,
বীর্য্যহারা আবেগ তা'তে
ধুঁকেই ওঠে অনুক্ষণ ।৪৬।

ধর, কর, পেরে ওঠ,
পারগতার পুরস্কার—
উদ্‌যাপনে সিদ্ধ হ'য়ে
লাভ ক'রে নাও দয়া তাঁ'র ।৪৭।

বজ্রদ্যুতির গভীর সুরে
আলোকদ্যুতিত্ কাঁপিয়ে মন,
নির্ভীক হ'য়ে পড়্ ঝাঁপিয়ে
সিদ্ধ করতে তোর সাধন,

গ'র্জ্জে উঠুক বুকের আগুন
ভরা ফাগুনের ঘূর্ণি নিয়ে,
ওঠ্ না বুকে সাহস বেঁধে
দৃপ্ত বেগে ফিনিক্ দিয়ে,

অসৎ যা'-সব দূর ক'রে দে
সজাগ রেখে সৎ-এর ঘর,
ধৃতির সুরে কৃতি নিয়ে
সত্তাটাকে উস্‌কে ধর্ । ৪৮ ।

করবি যেটা মাথায় সেটা
বুঝে-সুঝে বিনিয়ে নে,
কৃতিপথে যেমন লাগে
তেমনি তা'কে ধরিয়ে দে । ৪৯ ।

'কিন্তু' বুলি ছেড়ে দিয়ে
হওয়ার ধারায় দেখ চ'লে—
পারগতা আসে কিনা
অমনতর সাবুদ হ'লে । ৫০ ।

'কিন্তু' মাঝে নাইকো করা
নাইকো ধরা অন্তরে,
আছে অলস উচ্ছৃঙ্খলা
নিত্য চলার সংসারে । ৫১ ।

হওয়ার আবেগ সবারই আছে
করার আবেগও তেমনি,
করা দিয়ে হওয়া আসে
প্রাপ্তিও হয় সেমনি । ৫২ ।

হ'তে হ'লেই করতে হবে
করাই আনে হওয়াকে,
হ'তে চাও তো ক'রে চ'লো
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে । ৫৩ ।

করাতে তাচ্ছিল্য ক'রে
হ'তে পারা কভু যায় ?
কৃতিকুশল উদ্দীপনায়
করা হ'তে হওয়া পায় ।৫৪।

কৃতিচর্য্যায় ফাঁকি দিয়ে
অলস উদাস হ'বি যত,
নিষ্ঠা-অনুগতিও কিন্তু
নিথর অবশ হবেই তত ।৫৫।

করার খাঁকতি হ'লে কিন্তু
হওয়ার আপসোস চলবে না,
লাখ চাও না তুমি কেন
না করলে হওয়া হবে না ।৫৬।

'ক'রে দাও' ব'লে—
না করিয়া কিছু
দিলেও কি কেউ পেতে পারে তা' ?
যা' ক'রে যা' হয়
না ক'রে সে-সব
কখনও পেয়েছে কেউ কি সেটা ?৫৭।

করা বাদ দিয়ে দয়া চায় যা'রা
সে-চাওয়াটা বড়ই দীন,
সুষ্ঠু কৃতিতে সাধ্‌লে দয়ায়
নাচেই দয়া ধিন্‌-তা-ধিন্‌ ।৫৮।

না ক'রে কি পায় কেউ কোথায় ?
না ক'রে কি জানাই যায় ?
করার ফলে পাওয়া আসে
এইতো দেখি ভর-দুনিয়ায় ।৫৯।

কর, কর, কর,
এঁটে-সেঁটে ধর,

অনুশীলনে অভ্যাস আন,
কর্ম্মকৌশল করায় জান,
সার্থকতায় সোজা এস,
নিষ্পাদনে শুভে হাস । ৬০ ।

করতে যাচ্ছ যে-সব কাজ
খুঁত রেখো না একটু তা'য়,
তড়িৎ-ঘড়িৎ ক'রেই ফেলো
দেখো কিছু ফস্‌কে না যায় । ৬১

যা' করবে তা'র ধৃতিই হ'চ্ছে—
স্বাস্থ্য ও মনের দৃঢ় আবেগ,
যা'য় দাঁড়িয়ে কৃতিও তোমার
চলবে নিয়ে স্বতঃ-সম্বেগ । ৬২ ।

করণীয় যা' আছে তোর
কর্ত্তব্য ব'লে যা' ভাবিস্,
অটুট স্বাস্থ্য রেখে তাহার
শুভ-দীপ্ত সমাপন করিস্ । ৬৩ ।

করবে যেমন হবেও তেমন,
পাবেও তুমি তেমনি,
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগের
বোধ ও আচার যেমনি । ৬৪ ।

পরিস্থিতিত্ নজর রেখো,
রুদ্ধ ক'রো না সক্রিয়তা,
অমনি ক'রে বিনিয়ে নিও
করার বিহিত স্বাধীনতা । ৬৫ ।

কর, ভাব, দেখ, বোঝ—
যেখানে যেমন করতে হবে,
দক্ষকুশল তৎপরতায়
তেমনতরই চলতে র'বে । ৬৬ ।

শোন্ না, ওরে শোন না,
　　আবার বলি শোন্ না,
শিষ্ট-কুশল অনুশীলন ছাড়া
　　কার্য্য সিদ্ধ হয় না ।৬৭।

সব যা' করিস্, সব যা' ধরিস্
　　স্মরণ করিস্ সু-উচ্ছ্বাসে,
নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতি
　　সব কাজেতে রাখবি ক'ষে ।৬৮।

করতে হবে যেটা তোমার—
　　শুভ-সুন্দর সমাধানে,
যথাসত্বর ক'রো সেটা
　　সব বিপত্তির উল্লঙ্ঘনে ।৬৯।

শুভনিষ্ঠ তাৎপর্য্যেতে
　　অর্জ্জনদীপ্ত যাঁ'রাই হ'ন,
সিদ্ধকামা কর্ম্মদেবী
　　তাঁ'দের প্রতি ফুল্ল র'ন ।৭০।

সঙ্কল্প যা' আস্‌ল মনে
　　যেমনতর সিদ্ধান্ত হ'ল,
অমনি তা'তে লেগে গিয়ে
　　নিষ্পাদনের পথে চ'লো ।৭১।

সৎ-সঙ্কল্প এলেই জানিস্—
　　দেখে-শুনে-বুঝে মনে
অসৎটাকে নিরোধ ক'রে
　　লাগবি কিন্তু তা'র সাধনে ।৭২।

ভাল ব'লে বুঝবি যা' তা'
　　করবি সেটা তৎক্ষণাৎ,
কঠিন ব'লে ছাড়িস্, না তা'
　　না ক'রে তা'র কিস্তিমাৎ ।৭৩।

সৎ যা'-কিছু করতে গেলে
যে-সব বিধিতে করতে হয়,
পর্য্যায়ক্রমে তাই-ই ক'রো
যা'তে সেটা সিদ্ধ হয় । ৭৪ ।

করবি যা' সব—গোপন রাখিস্
সদ্-দীপনায় নজর রেখে,
বোধ-বিবেকী চলন নিয়ে
মূর্ত্তি দিস্ তা'র বুঝে-দেখে । ৭৫ ।

মন্ত্রগুপ্তি না থাকলে কিন্তু
অনেক সময় বিপাক হয়,
সহজ করা ব্যর্থ হ'য়ে
আবর্জ্জনায় লুপ্তি পায় । ৭৬ ।

যে-সব কথা, যে-সব ব্যাপার
দশের চর্য্যায় হবে নিয়োগ,
করবি-কইবি তেমনি ক'রে
করবিও তা'র তেমনি প্রয়োগ । ৭৭ ।

স্বল্প নিয়ে আরম্ভ ক'রে
বৃহতের দিকে এগিয়ে যাও,
এমনতর কৃতিচলনে—
যা'তে কাজে সুফল পাও । ৭৮ ।

ভাব হবে তোর যেমন দড়
বোধ-দীপনাও তেমনি হবে,
অনাবিল উৎসর্জ্জনায়
কৃতিচর্য্যাও তেমনি র'বে । ৭৯ ।

অবশ হ'য়ে থাকবি কেন—
আলসে কেন রইবি ব'সে ?
ইষ্টনিষ্ঠায় মাতাল হ'য়ে
কৃতিচর্য্যা কর্ না ক'ষে । ৮০ ।

খাটো হ'য়ে থাকবি কেন
সৎ-সাত্বত সকল কাজে ?
ভাগ্য গড়ার সাধনা জানিস্
কৃতিচর্য্যার মাঝেই রাজে ।৮১।

নিষ্ঠা-অনুগতির সাথে
দেখবি যেমন পারগতা,
সেখানে তেমন তা'কে দিবি
বাড়াতে ক্রমে তা'র ক্ষমতা ।৮২।

ক'রে দিতে পারবে না কেউ
করতে হবে তোমাকে,
কৃতির সাথে ধৃতি নিয়ে
অনুশীলনী আবেগে ।৮৩।

কৃতিদীপ্ত উদ্দীপনায়
যেথায় যেমন করতে হয়,
তেমনি সাম্য ধীর বিনায়ন
ফলটি করে সুনিশ্চয় ।৮৪।

নিষ্পাদনে অমোঘ হ'য়ে
নিষ্পন্নতায় ত্বরিত হ',
উন্নতিটা আসুক হেঁটে,—
সৎকৃতি নিয়ে সবটা ব' ।৮৫।

সৎ-এর পূজা করতে গেলেই
নিখুঁতভাবে করবি কাজ,
দক্ষ-ত্বরিত নিষ্পাদনে
করলে হ'বি কৃতিরাজ,
বাস্তবতার যা'-কিছু সব
সঙ্গতিশীল অর্থ নিয়ে
একায়নে সার্থক হওয়া—
অনুশীলনে উছল হ'য়ে ।৮৬।

পেতে চাও তো ক'রে চল,—
যা'তে সেটা পাওয়া যায়,
হাজার দিলেও পাওয়া হবে না
না পাও যদি তা' করায় ।৮৭।

নিটোলভাবে ক'রে যেটা
সহজ আয়ত্তে আসবে তোমার,
ঐ আয়ত্তই নিশানা পাওয়ার
যা'তে তুমি ঠকবে না আর ।৮৮।

অভ্যাসে অভ্যস্ত হওয়া
সহজ সন্দীপ্ত উচ্ছলায়,
পাওয়ার কিন্তু সার্থকতাই
নিহিত থাকে নেহাৎ তা'য় ।৮৯।

নিষ্পাদনে বিভূতি আসে
দক্ষদীপ্ত উদ্দীপনায়,
তা'তেই কিন্তু আসে ঐশ্বর্য
শিষ্টতপা নন্দনায় ।৯০।

যেমন করায় বোধটি হবে
সেটিও যদি করলে না,
হওয়া কিন্তু হ'ল খুঁতো
পাওয়ার পথে চললে না ।৯১।

করাই কিন্তু পাওয়াকে আনে
পাওয়া-অনুগ করা হ'লে,
নয়তো পাওয়া বিফলই হয়,
অমন করায় পাওয়া মেলে ? ৯২।

করতে হ'লেই নিষ্ঠা চাই
লেগে থাকা আর সন্ধিৎসা,
এটি জানিস্ সুষ্ঠু হ'লেই
হয়ই পূর্ণ পাওয়ার লিপ্সা ।৯৩।

যা'তে যেমন নিষ্ঠা থাকে
সেমনি থাকে অনুগতি,
কৃতিও চলে সেই তালেতে
নিষ্পাদনেও তেমনি মতি । ৯৪ ।

যা'রা যেমন নিষ্ঠাবান্
অচ্যুৎ হ'য়ে রয় তাঁ'তে,
তা'রা কিন্তু অনেক পারে—
তাঁ'র নিদেশন রেখে মাথে । ৯৫ ।

শ্রেয়নিষ্ঠা আনুগত্য
কৃতিসম্বেগে দাঁড়িয়ে স্থির,
করার তালে চ'লে-চ'লে
ওঠ্ হ'য়ে তুই ক্রমেই ধীর । ৯৬ ।

নিষ্ঠা রেখে তুক্ ধ'রে তুই
বিহিত তেমনি নিয়মনায়
যেমনি করবি তেমনি হবে,
পাবিও সেটা সে-ঊর্জ্জনায় । ৯৭ ।

শ্রেয়নিষ্ঠ চলন নিয়ে
অনুগতি-কৃতি-আবেগে
আলোচনী চক্ষু দিয়ে
বুঝে-সুঝে করিস্ বেগে । ৯৮ ।

দক্ষ কলাকৌশল নিয়ে
কুশল-সুন্দর তৎপরতায়—
করতে হবে যা'-সব কিছু
নিষ্পাদনে আনিস্ তা'য় । ৯৯ ।

দীপ্ত নিষ্ঠা থাকেই যেথা
আনুগত্য-কৃতি নিয়ে,
নিষ্পাদনের উদ্বেলনে
ত্বারিত্যও ওঠে ফিনিক্ দিয়ে । ১০০ ।

নিষ্ঠাপূত সাধুকর্ম্মা
দেখবে যেমন যেথায়,
কাজের অপচয়-অবহেলা
রয় না প্রায়ই সেথায় ।১০১।

নিষ্ঠাপূত কৃতি যেমন
নিষ্পাদনা আনে,
নিষ্পাদনও তেমনতরই
বিভব আনে টেনে ।১০২।

শ্রেয়নিষ্ঠা সবল থাকলে
আনুগত্য-কৃতি নিয়ে,
যেমনই হোক্ সদ্-দীপনায়
সফল কৃতি আসবে ধেয়ে ।১০৩।

ইষ্টনিষ্ঠা আনুগত্য
করার অভ্যাস বাড়িয়ে তোল্,
নিষ্পন্নতায় কর্ সমাধান
ক্রমেই মিটুক অজানা গোল ।১০৪।

ইষ্টনিষ্ঠ তৎপরতায়
অর্জনপটু কৃতিক্ষম,
সদ-ব্যাভারের তাৎপর্য্যেতে
বাড়েই তা'দের বুকের দম ।১০৫।

দয়াই যদি চাস্ পেতে তুই
দয়ার কর্ম্ম ক'রে চল্,
করা দিয়েই পাওয়া মেলে,
সত্তাতেও তোর আসে বল ।১০৬।

জীবনটা যা'য় বাঁচে-বাড়ে
উথলে ওঠে প্রাণে,
সেই তো ভজন, সেই তো চর্য্যা—
তা'ই তো বিভব আনে ।১০৭।

ভগবান্—ইষ্ট—ধর্ম্মচর্য্যা
যে-সব কিছু করতে হয়,
প্রথম তোমার করণীয় তা'ই
অন্য কিছু তা'র কাছে নয় । ১০৮ ।

নিষ্ঠা নিয়ে ধরবি কাজ
শিষ্টভাবে করিস্,
সুকৌশলে সমাধানে
নিষ্পাদনে আনিস্ ;
এমনতর কৃতি-চলন
আনবে বলন তোর,
সুসন্দীপী সদ্-ব্যাভারে
হবে সবাই ভোর । ১০৯ ।

নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতির
দ্যুতিচলন দেখবে যেমন,
ব্যক্তিত্বটা তেমনতর
সংক্ষেপেতে করবে পঠন,
তদনুগ বুঝে তা'রে
যেমন পার—করবে কাজ,
ব্যক্তিত্ব তোমার বাঁচবে হ'তে
আপদ্, বিপদ্, অনেক লাজ । ১১০ ।

যেমন অপকর্ম্ম যেই করুক না—
শ্রেয়'র সাথে মিল দিয়ে
আত্মসমর্থন করতে সবাই
চায় কিন্তু তা'র ছায়া নিয়ে ;
বোঝে নাকো সার্থকতা
লুকিয়ে আছে কোথায় এর,
সে-সার্থকতায় জীবনটাকে
চালিয়ে নেবার কীই বা জের ;
শিষ্ট-সাধু সার্থকতা
প্রেষ্ঠনিষ্ঠা, অনুগতি,

কৃতি-সম্বেগ নিয়েই চলে
উৎসর্জ্জনায় ক'রে স্থিতি ;
অপকর্ম্মের নিষ্ঠা কিন্তু
বাচাল-বেভুল গর্ব্বিত হয়—
যা'র ফলেতে অশিষ্ট আচার
নিষ্ঠা হারিয়ে অশ্রেয়ে ধায় ।১১১।

করণীয় যা'কিছু তোর
করিস্ সে-সব তড়িৎ-তালে,
নিষ্পন্নতায় সবই আনিস্
কৃতি-বোধন চর্য্যাবলে ;
যতই জানিস্ রাখবি ফেলে
করণীয় তোর যা'-কিছু,
ব্যর্থতাটা ছুটবে জানিস্
আপদ্ নিয়ে পিছু-পিছু ।১১২।

করণীয় যা' স্মরণ ক'রো
ক'রেছ যা' তাহার সাথে,
কী ক'রে যে কেমন হয় তা'
নাও জেনে তা' হাতে-হাতে ;
উপনিষদের অমর বাণী
অন্তরেতে রেখো গাঁথা,
নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে চল,
ক'রো নাকো যা' ইচ্ছা তা' ।১১৩।

কিছু করার আগেই ভাবিস্—
কী করলে বা কী-ই হয়,
অসুবিধা কতখানি
সুবিধাই বা কত হয় ;
সুবিধা হ'লে করবিই বা কী
অসুবিধায় করবি কেমন,
পেতে হ'লে করবি বা কী
ভেবে চিন্তা রাখিস তেমন ;

বিপর্য্যয় বা বাধা হ'লে
নিরাকরণ তা'র করবি কী,
ত্বরিত চিন্তায় সাজিয়ে রাখিস্
প্রস্তুতির সাথে দক্ষ ধী ;
এই রকমে চলিস্ যদি
বিপর্য্যয়টা হবে কম,
ঐ নিবারক-প্রস্তুতি তোর
তেমনি রাখবে ধ'রে দম । ১১৪ ।

প্রবৃত্তি

নিষ্ঠা-আবেগ-আনুগত্য
ইষ্টের প্রতি বাড়ছে যেমন,
প্রবৃত্তিদের উদ্বেজনা
অন্তরে তোমার কমছে তেমন । ১

নিষ্ঠাবিহীন অবিশ্বাসী
ব্যক্তিত্ব খোঁজে প্রবৃত্তি-ফাঁসি । ২ ।

স্বার্থঝোঁকা যেমন বাঁক,
বোধ-বিকাশের তেমনি ফাঁক । ৩

ইচ্ছা ক'রে দিলে তুমি
তৃপ্ত হ'য়ে যা'র উপর—
তা'র নমুনা না দেয় যদি
অন্তরই তা'র ধূলি-ধূসর । ৪ ।

আপৎকালে যা'কে দিলে
ক'রতে আপদ্ উদ্ধারণ,
নিদর্শন তা'র দেয় না যে-জন
ধড়িবাজিই যে তা'র চলন । ৫ ।

কাপট্য যা'র অন্তরে রয়
প্রীতির ভাবটি যা'ই দেখাক,
কাজে-কর্ম্মে কপট সে যে
যতই ছাড়ুক প্রীতির বাক্ । ৬ ।

ব্যভিচার আর বিকৃতিরই
অধিষ্ঠিতি যেথায় যেমন,

বিকার আসে ক'রতে শিকার,
ভাঙ্গন-বুদ্ধি হয়ই তেমন ।৭।

অনাচারী অত্যাচারীর
নীচ ব্যাভারে সত্তা-পোষা,
ভগবানকে ঘৃণ্য ক'রে
বৃত্তি-ভোগে তাঁকে দোষা ।৮।

বৃত্তিনেশার স্বার্থ নিয়ে
ভ্রান্ত-ব্যস্ত যা'রা সদাই,
তা'দের হ'তে সজাগ থেকো
ভুলো না দেখে ভান-বড়াই ।৯।

কামলুব্ধ লোলুপতা
স্বার্থনেশার দৃপ্ত টানে,
নষ্ট করে জীবনগতি
প্রেষ্ঠনিষ্ঠায় আঘাত হেনে ।১০।

স্বার্থনেশায় পরার্থকে
বাতিল ক'রে যে-জন চলে,
ঠিক জানিস্ তুই ঐ চলনে
বিষাক্ত আনে, কুফল ফলে ।১১।

স্বার্থলোলুপ হৃদয় হ'লে
বোধ-বিবেকও ভোঁতা হয়,
কুবুদ্ধি আর ধাপ্পাবাজি
নষ্টামিতেই নিকেশ পায় ।১২।

স্বার্থফন্দীতে করবি যা'-সব
বুদ্ধি তা'তে খুলবে কম,
ধাপ্পাবাজীর প্রয়াসেই তোর
নষ্ট ক'রবে শৌর্য্য-দম ।১৩।

অসূয়া যা'দের অন্তরে রয়
ভাব ও দৃষ্টি তেমনি চলে,
শিষ্ট সম্বিৎ তাল ছেড়ে তা'রা
আপন গণ্ডীর পানেই ঢলে ।১৪।

লুব্ধ অলস কায়দাবাজের
বোধ-বিবেকের এমনি খাত—
অশিষ্টতায় চ'লেই থাকে
পাওয়ার কিস্তি করতে মাৎ ।১৫।

অশ্রেয়কে যা'রা শ্রেয় ব'লে ধরে
তা'রই প্রসাদে পুলকিত হয়,
যেমন যে হউক হৃদয় তাহার
অশ্রেয়-আঁধারে ডুবিয়া রয় ।১৬

মন্দ যা'-সব চাপা দিয়ে
অন্তর-পোষা ক'রে রাখা—
ভ্রষ্ট বুদ্ধ পুষে' রেখে
সত্তাতে তা'য় করা পাকা ।১৭।

অসৎ-বিদ্ধ শাতন-প্রভাব
নিয়েই যা'রা মুহ্যমান,
অশিষ্টকে শিষ্ট ব'লে
তেমনি করে আখ্যা দান ।১৮।

মন্দে প্রবল প্ররোচনা
শ্রেয়নিষ্ঠা মুহ্যমান,
শিষ্ট নেশা নাইকো সেথায়
হৃদয়ে নাই উর্জ্জী টান ।১৯।

উদ্বেজনী উদ্দীপনা
অনর্থই করে সৃষ্টি,
ধৃষ্টচালী রকম-সকম
অশুভই করে বৃষ্টি ।২০।

অত্যাচার, অনাচার আর
কৃতিবিমুখ বন্দনা,—
জীবনদীপী চলার পথে
সত্তা-রসদ-ধর্ষণা । ২১ ।

জাহান্নমে যাবেই যদি
ঐ দেখ তা'র পথ সোজা
অবৈধ অনুচলনের
মাঝে-মাঝে ফতোয়া গোঁজা । ২২

ব্যতিক্রমী দুষ্ট চলন
নিঃস্ব করে দিনকে দিন,
জীবন-দীপন খিন্ন হ'য়ে
সর্ব্বনাশে হয়ই লীন । ২৩ ।

ব্যতিক্রমী কথা ও কায়দা
আচার-ব্যবহার যা'-কিছু,
শুনলে-ধ'রলে-ক'রলে সে-সব
অসৎ ছুটবে তোর পিছু । ২৪ ।

ব্যতিক্রমে গজিয়ে ওঠে
এমনতর যা'-কিছু
ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়েই চলে—
ভাঙ্গন ধরে যা'র পিছু । ২৫ ।

ব্যতিক্রমের দুষ্ট চলন
মুহ্য করে চেতন-দীপ,
নষ্ট করে জীবন-চলনা
প্রাণন-প্রদীপ হয় নির্জীব । ২৬ ।

সাত্বত যা' তা'র ভাঙ্গনে
অস্তিত্বটাও পড়ে ভেঙ্গে,
বেতাল-বেভুল চলন নিয়ে
ওঠে রাঙ্গিয়ে সেই রঙ্গে । ২৭ ।

প্রবৃত্তি-নেশায় লোভের দায়ে
অঘটন করে দুষ্টজন,
অসৎ-চলায় সাবুদ হ'য়ে
ভাগাড়ে টানে সৎ-জীবন ।২৮।

দুষ্ট নেশা যা'দের যত
অশিষ্টতায় তা'দের রোখ্,
এমনি ক'রেই আনে ডেকে
ক্রমে আরো দুঃখশোক ।২৯।

দুষ্ট দিশায় দোষ-দৃষ্টি
যা'দের যতই চলে অটুট,
ভগবানের বিভা তা'দের
হ'য়েই থাকে আঁধার কূট,
স্বার্থসেবা সন্দেহ আর
কায়দাবাজি অনুচলন,
অন্ধতমের উতল ধান্ধায়
তা'দের সত্তার হয় বলন ।৩০।

দোষ দেখ্‌বার প্রবৃত্তিটাকে
উসকে দিয়ে দুষ্ট হওয়া—
নয় সমীচীন, সেটা কিন্তু
অলক্ষ্যে জাহান্নমেই যাওয়া ।৩১

নিরাকরণ-বুদ্ধি নিয়ে
ক'রে আরোগ্যের অভিপ্রায়,
দুষ্ট যা' তা' দেখে নেওয়া—
সেটা দোষদর্শিতা নয় ;
সার্থকতা আসবে কি তোর
বৃত্তিমুখর এই চলনে ?
তৃপ্ত হ'বি, অঢেল হ'বি
কৃতিমুখর তাঁ'রই গানে ।৩২।

গুরুজনের তিরস্কার যা'
বেচাল ব'লে ধরিস্ না,
আহাম্মকী অহঙ্কারের
নষ্টামিতে ঢুকিস্ না । ৩৩ ।

গুরুজনের তিরস্কারে যে
বিচলিত বা বিকৃত হয়,
নিষ্ঠাধৃতি কেমন ধাঁচের—
তা'রই মাপ, তা'র পরিচয় । ৩৪

প্রতিষ্ঠা-বাহাদুরির তরে
মানুষ করে অনেক কিছু,
নিষ্ঠানিপুণ আনুগত্য ছেড়ে
ফেরেই অবাস্তবের পিছু । ৩৫ ।

জংলী কুকুরের লক্ষণই এই—
নিষ্ঠা নাই তা'র অন্তরে,
মাংসলোভে খুঁজে বেড়ায়
এদিক-সেদিক্ কন্দরে । ৩৬ ।

নষ্টামি তো জাল পেতেই রয়
করতে নষ্ট সজ্জনে,
ভ্রষ্ট পথে ছিঁচ্ড়ে নিয়ে
লোভ দেখায়ে শুধু টানে । ৩৭ ।

পুরুষের কাছে মেয়ের দঙ্গল
মেয়ের সঙ্গে পুরুষ,
ব্যভিচার তা'তে বাড়েই বাড়ে—
কুল, জাতি ও বর্ণসহ
ধ্বংসে তা' পৌরুষ । ৩৮ ।

নামে সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীর
রুদ্ধকামের বোধাগ্রহ—

কু-আচারে দেশ-সমাজের
করেছে বিষম কী নিগ্রহ ! ৩৯ ।

অসৎ ব্যাভার নয়কো ভাল—
যত ক্ষমা যেই করুক না,
অসৎ-বৃত্তি গ'র্জে উঠে
আনেই কিন্তু লাঞ্ছনা । ৪০ ।

জীবন-স্রোতটা ভাটিয়ে দেয় যা'
বৈধী চলন ব্যত্যয় ক'রে,
ধৃতী-আচার ব্যতিক্রম যা'য়
জীবন-বিভব তা' নষ্ট করে । ৪১ ।

স্বাধীন হ'য়েও পরাধীন যা'রা
প্রবৃত্তি-ধর্ম্মই সার-সুন্দর,
আত্মঘাতী নয় কি তা'রা ?
জীবন-চর্য্যাও খিন্নকর । ৪২ ।

আবেগের বেগ যেমনই থাকুক
নিষ্ঠানুগতি-কৃতি নিয়ে—
স্বভাবে যদি ব্যতিক্রম থাকে
চলেই ও-সব সে-পথ দিয়ে । ৪৩ ।

ইষ্টনিষ্ঠা নাইকো যাহার
প্রবৃত্তি-নেশায় মশগুল্,
অপকর্ম্মের নেশায় সে-জন
হ'য়েই থাকে স্বতঃ-আকুল । ৪৪ ।

ইষ্টরাগে ফাটলধরা
স্বার্থবুদ্ধি হ'লে
ফাটলধরা ঐ বুদ্ধিটাই
বিপথ বেয়ে চলে । ৪৫ ।

ইষ্টনিষ্ঠায় নাই ঊর্জ্জনা
আনুগত্যে নাই পরাক্রমে,

কৃতিসম্বেগ ঢিলেমিলে—
উন্নতি তা'র হয়ই কম । ৪৬ ।

নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতি
যেথায় যেমন উল্টো চলে,
প্রবৃত্তিও তদনুপাতিক
তেমনি টানে জোরে বলে । ৪৭

উর্জ্জনাশীল উৎসারণায়
যা'দের নিষ্ঠা ভেঙ্গেই যায়
না বেড়ে,
বৃত্তিবশী উদ্দীপনা
আধিপত্য ক'রেই চলে
না ছেড়ে । ৪৮ ।

ষড়রিপুর প্ররোচনা
ভাঙ্গতে পারলে নিষ্ঠা-ডোর,
তেমনতরই হীন ব্যক্তিত্ব
অন্তরেতে আছে তোর । ৪৯ ।

নিষ্ঠায় ভাঙ্গন ধরলেই কিন্তু
শিষ্টাচারটি ব্যাহত হয়,
স্বল্পকালেই চললে অমনি
ব্যতিক্রমের দিকেই ধায় । ৫০

ইষ্টার্থে তুমি আনতিহারা
অশিষ্ট তোমার পরাক্রম,
বুঝে নিও অন্ধ সেথায়
নিষ্ঠানুগ কৃতির দম । ৫১ ।

দেখ্‌ছ যখন ইষ্টনিদেশ
পালায় আসছে গাফিলতি,
তখনই বুঝো ধরছে ঘুণে
নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতি । ৫২ ।

ইষ্টনিদেশ-ব্যতিক্রমী
কথা-কায়দা, চাল-চলন—
শুনলে-করলে সায় দিলে তা'য়
নিষ্ঠাতে তোর ধ'রবে ভাঙন । ৫৩

ইষ্ট কিংবা শ্রেয়নিদেশ
অগ্রাহ্য যেই করলে তুমি,
নিছক জেনো—অন্তর তোমার
হামবড়ায়ের বৃত্তিভূমি । ৫৪ ।

গুরুগৌরবী পরাক্রমটি
ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা লাগি'
জাগেনি যা'র অন্তরে—তা'র
চলেই শাতন প্রভুত্ব মাগি' । ৫৫ ।

অহঙ্কারীর দুর্ব্বলতা
দুর্ব্বল করে ধীয়ের গতি,
দুর্ব্বল করে শিষ্ট চলন
দুর্ব্বল করে চর্য্যারতি । ৫৬ ।

অভিমান বা আত্মম্ভরিতা
যতই তোমার থাক্ না,
কিছুতেই বা-কোনমতে
যা'কে ছাড়তে পার না,—
নিষ্ঠা তোমার সেইখানেতে
তেমনতরই রূপ ধ'রে
জীবনও তোমার করে নিয়ন্ত্রণ
যেথায় যেমন তেমনি ক'রে । ৫৭

শ্রেষ্ঠগর্ব্ব না থাকলে তোর
গৌরব হবে কিসে ?
শ্রেয়ার্থবাহী এ গর্ব্বই কিন্তু
দিগদর্শনের দিশে । ৫৮ ।

প্রবৃত্তিঘোরে অহং নিয়ে
অন্তর-গর্ব্বে দাঁড়িয়ে রয়,
একটু ব্যতিক্রমে কিন্তু
বিপর্য্যয় তা'র হয়ই হয়।
সওয়া-বওয়ার বালাই যে-সব
ধারতে চায় না তাহার ধার,
প্রবৃত্তি তাই বিপর্য্যয়ে
ব্যতিক্রমটি আনেই তা'র ।৫৯।

অজ্ঞতার ক্ষুব্ধ অহঙ্কারে
বিজ্ঞ অছিলায়
ধূলিসাৎ করে যবে মহর্ষিগণেরে,
বিধাতার বিকট অবজ্ঞা
আনে ক্রমে বজ্র-নিপীড়ন,
যা'র ফলে জনগণ হাহাকারে,
মর্ম্মান্তিক ক্রন্দনের অশ্রুরাশি দিয়ে
সিক্ত করে ধরণীরে—
অন্তর-কন্দরে ।৬০।

প্রবৃত্তি অসৎ যেমনই হোক না
লিপ্সা-উপভোগে লাগাস্ না,
প্রেষ্ঠ-সম্বর্দ্ধনী লোকহিতী সেবায়
অশুভ নিরোধে লাগাস্ তা' ;
প্রবৃত্তিগুলির এই চর্য্যায়
স্বস্তি-আশিসে হ'বি ভোর,
প্রবৃত্তির অধীন হ'বি নাকো,
স্বস্তিতে র'বে সত্তা তোর ।৬১।

প্রবৃত্তির সুনিয়ন্ত্রণে
প্রেষ্ঠচর্য্যায় লাগাও তা',
যা'তে তাঁহার স্বস্তি বাড়ে
বাড়ে সত্তার দৃঢ়তা ;

এমনতর করতে করতেই
দেখতে পাবে ক্রমে-ক্রমে,
নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতি
সত্তায় তোমার আসছে নেমে ;
অস্খলিত নিষ্ঠা আর
অনুগতি, কৃতি-আবেগ,
নেমে এলেই দেখবে ক্রমে
উন্নতিরও বাড়ছে বেগ ;
ব্যক্তিত্বটা এমন হবে—
ইষ্টার্থ ছাড়া স্বার্থ নেই,
ইষ্টার্থটাই সব দিক্ দিয়ে
তোমার স্বার্থ, জীবন-খেই ;
যে-দাঁড়াতে দাঁড়িয়ে তুমি
বিন্যাস-বিভূতি করবে লাভ,
ধী-টাও তোমার তেমনি হবে
কৃতির সাথে হবে ভাব ।
স্বার্থ-প্রবৃত্তি-চর্য্যাবৃত্তি
অটুট চলায় চল্‌তি হ'য়ে,
পরিবেশকেও তোমার চর্য্যায়
ক্রমে-ক্রমে আনবে ব'য়ে ;
ইষ্টনিষ্ঠা, অনুগতি,
কৃতি-সম্বেগ, ধৃতি নিয়ে
চর্য্যানিপুণ স্বস্তি-সহ
পরিবেশটা ফেলবে ছেয়ে ;
ধর্ম্ম-অর্থ-জ্ঞানদীপনা
সার্থকতায় তোমায় ধ'রে
শিষ্ট প্রভাব-বিভায় তোমার
সত্তায়-আভায় উঠবে স্ফুরে । ৬২ ।

দারিদ্র্যব্যাধি

লোকের সাথে না রাখলে ভাব
অনুকম্পী পরিচর্য্যায়,
দুঃখ-দারিদ্র্য আপনি আসে
নিয়ে কটু কুপর্য্যায় ।১।

চলন-চরিত্র যা'দের ভাল
হওয়াই হয় সুকঠিন,
দুর্ম্মতি আর দুর্দ্দশাতে
বুকের পাঁজর হবেই ক্ষীণ ।২।

দৈন্যমনা হীনবৃত্তিকে
দেওয়া-থোওয়া যা'ই কর না,
এমনতর কটু কুটিল
স্বল্প লোভেই করে লাঞ্ছনা ।৩।

বহুর কাছে পা'চ্ছ কিন্তু
দেবার নজর নাই তোমার,
এমন ধাতে বুঝে রেখো—
ডাক এসেছে না পাওয়ার ।৪।

অজ্ঞ যা'রা, সন্দেহী যা'রা,
আরো যা'রা শ্রদ্ধাহীন,
ক্ষয়ে তা'রা শীর্ণ হ'য়ে
নষ্টই পায় দিন-দিন ।৫।

নিষ্ঠাপূত শ্রদ্ধাপথে
ব্যতিক্রম তোর যতই হবে,
বিখণ্ডিত ব্যক্তিত্ব তোর
ক্রমহারাতে ততই যাবে ।৬।

দুরবস্থা কিংবা সুখে
পা'চ্ছ কিসে কী বেদনা—
নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতির
হয়ই কিন্তু মূল ঠিকানা ।৭।

ইষ্ট-প্রেষ্ঠ-শ্রেয়জনার
স্নেহস্ফূর্ত্ত কোন দানে,
সঙ্কুচিত হয়ই যা'রা—
ইতর চলায় হৃদয় টানে,
আত্মবিভব সদ্দীপনার
লোক-দেখানো চলন নিয়ে,
চলছে বুঝো অমন জনা
দৈন্যভরা হৃদয় নিয়ে ;
অমনতর দেখলেই বুঝো—
জীবনচলায় ব্যর্থ হ'য়ে,
চলছে দৈন্য-উপাসনায়
লাঞ্ছনাকে মাথায় ব'য়ে ।৮।

স্বার্থলুব্ধ যা'দের দেখবে
হবে না কিছু তা'দের দিয়ে,
যেটুকু করে, করে জেনো—
স্বার্থের দায়ে নিয়ে-থুয়ে ;
স্বার্থলিপ্সাই ভগবান্ তা'দের,
চাওয়া-পাওয়াই সহজ পেশা,
চর্য্যাসেবা পেলেই ভাবে—
এইতো সোজা পাওয়ার দিশা ;
গেরুয়া প'রে সাধু সেজে
কিংবা বেতাল ধৃতিকথা—
এই নিয়েই তা'রা ঘোরে-ফেরে,
নিষ্ঠাকৃতি নাইকো সেথা ।৯।

শ্রেয় হ'তে যা' পাস্ ওরে তুই,
বা তা' ইতে যা' উপার্জ্জন,

শ্রেয়-তহবিলে সবই রাখিস্,
করিস্ না তা'র অপচয়ন ;
শ্রেয়-অবদানের ব্যতিক্রম হ'লে
দুঃখ-আপদ্ অনেক আসে,
কষ্ট-দষ্ট হ'তে হ'তে
জীবনটা বয় ঘোর তরাসে ;
শ্রেয়-দয়ার অবদান যা'
পাওই যদি কোনক্রমে,
বাড়িয়ে তা'কে পুষ্ট ক'রো,
বাড়বে বিভব তেমন শ্রমে ;
নিষ্ঠানিপুণ দৃষ্টি রেখো—
যা' পেয়েছ তাঁ' হ'তে,
তোমার ব'লে দাবী ক'রো না
নষ্ট ক'রো না কোনমতে ;
পূজা-অর্ঘ্যের প্রসাদ মত
ব্যবহারে তা' তুমি নিও,
সত্তাপোষী প্রয়োজনে
যেটুক লাগে তা' লাগিও ;
এমনতর চলন-বলন
যতই করবে নিত্যদিন,
শিষ্ট বিভব বাড়বে তোমার
দরিদ্রতায় হবে না হীন । ১০ ।

অসৎ-নিরোধ

অসৎ-নিরোধ মানেই জেনো,—
ব্যষ্টিসমষ্টির অসৎ যা'য়,
সেগুলিকে নিরোধ ক'রে
বিনিয়ে তোলা সুসংস্থায় ।১।

ছোটবেলা হ'তেই কিন্তু
খেলাধূলার মধ্য দিয়ে,
অসৎ-নিরোধ করা শিখবি—
কুশল-কৌশল বুদ্ধি নিয়ে ।২।

সব যা'-কিছু,—তিক্ত যা'সব,
যা'তে লোকের অনিষ্ট হয়—
অসৎ কিন্তু তা'ই তো আসল,
দিও না কিন্তু তা'কে প্রশ্রয় ।৩।

সত্তা যা'তে শীর্ণ করে
সেটাই বুঝো অসৎ কাজ,
সব অসৎকে তাড়িয়ে দিয়ে
উদ্যোগী রও, হও ধী-রাজ ।৪।

বর্জ্জন কর্ তুই সে-সবগুলি
ভ্রষ্ট করে যা' তোকে,
নিষ্ঠানিপুণ বিক্রমে ওঠ্
সাহস-বীর্য্য ধ'রে বুকে ।৫।

সৎ-সুন্দর-সাবধানতা—
তিনটি গুণে নজর রেখে,
সহজভাবে চলিস্-ফিরিস্
অসৎ-নিরোধ লক্ষ্য রেখে ।৬।

অসৎ-নিরোধ করতে গিয়ে
অসৎ-সৃষ্টি আর করিস্ না,
অসৎটাকে তাড়িয়ে দিয়ে
স্বস্তি আনিস্, ছাড়িস্ না ।৭।

অসৎ-নিরোধ করতে হবে,
অসৎ গুণের হোক্ না ক্ষয়,
অসতের ক্ষয় ক'রতে গিয়ে
করিস্ নে সত্তার অপচয় ।৮।

অসৎ-করণ অসৎ-চারণ—
মুখ্য কিংবা গৌণ হো'ক,
তখনই রুদ্ধ না করলে তা'
কঠিন রোখা তা'দের রোখ ।৯।

অসৎ যা'-সব নিরোধ করিস্
জেনে-শুনে স্বভাব তা'র,
নিয়মনে ঋদ্ধি আনিস্
রুদ্ধ ক'রে অসৎ-দ্বার ।১০।

বদ্‌মেজাজী খেঁক্‌শিয়ালী
ক'রছে কত আনাগোনা,
নজর রাখিস্, বুঝে চলিস্,
বিপাক পথে চলিস্ না ।১১।

ভণ্ড-ঠগী দেখবে যেথায়—
ক'রো সামাল সবায়,
কেউ যেন না ঠকে প'ড়ে
এদের ভাঁওতায় ।১২।

অত্যাচারী অসৎ কৃতি
যখন করে নির্য্যাতন,
বাঁচিয়ে তাঁ'দের স্বস্তি দিতে
সৎ অহং-এর প্রয়োজন ।১৩।

কাম-কামনা কল্লোল হ'য়ে
ছোটে যখন এদিক্-সেদিক্,
সন্দীপনী শুভ চালে
পারিস্ যদি রাখিস্ ঠিক । ১৪ ।

ব্যতিক্রান্ত কাম-কামনা
লেলিহান হ'য়ে চলছে যখন,
লোলদীপনার অশিষ্ট চাল
পারলে করিস্ বিনায়ন । ১৫ ।

যতই অসৎ কো'ক্ না কথা
অশিষ্ট ব্যবহার করুক যা'ই,
অসৎ-নিরোধ দৃষ্টি রেখে
চেষ্টা-চলন করিস্ তাই । ১৬ ।

অসৎ যা' তা'য় ঘৃণা ক'রো
ঘৃণা ক'রো না আর কা'কেও,
করলে ঘৃণা, হিংসা-কপট
ছাড়বে নাকো তোমাকেও । ১৭ ।

সৎ-অসতের দুটি ধারাই
থাকে সবার হৃদয়-মাঝে,
সৎ যাহারা অসৎকে তা'রা
দেয় না প্রশ্রয় কোন কাজে । ১৮ ।

পাপকে দলন ক'রো তুমি,
পার তো—পাপীকে শুধ্‌রে নিও,
হৃদয়ে তা'র শ্রেয়নিষ্ঠার
ভাব-রশ্মি ঢুকিয়ে দিও । ১৯ ।

শ্রেয়পথে পাপীকে এনে
স্নেহল ঊর্জ্জনায় নিষ্ঠারতি
জাগিয়ে যদি দিতেই পার,—
তোমারও খুলবে সুনিয়তি । ২০ ।

অসৎজনায় ফেরাতে গেলে
ক'রে শুভ বিবেচনা,
কথায়-করায় করবি এমন
যা' এড়াতে পারবে না ;
সৎ-অসতের সংঘাত যত
বিনিয়ে তা'দের সৎ-এ টেনে,
জীবনটাকে উছল কর্ তুই
সব-কিছুকে অর্থে এনে ।২১।

কোন ব্যাপারে অসৎ-এর কাছে
যেতেও যদি হয় তোমার,
এমনভাবে গুছিয়ে যেও
ধারতে না হয় তাহার ধার ।২২।

অসৎ-এর হাতে না পড়তে হয়
বুঝে-সুঝে ঠিক দেখো,
অসৎ-পথে না যেতে হয়
এমন পথটা ক'রে রেখো ।২৩।

দুঃখ-আপদ্ আসেই সবার
ছোট-বড় যে-জন হো'ক্,
বোধ-ভাতিতে দেখে-বুঝে
করবি নিরোধ তা'দের রোখ ।২৪।

ঠাট্টা ছলেও বিষ ঢেলো না
সত্তা যা'তে ক্ষুব্ধ হয়,
সে-বিষ নিজের ব্যক্তিত্বকে
করেও কিন্তু লুপ্ত ক্ষয় ।২৫।

হিংসা যখন দাউ দহনে
সত্তাঘাতী হয়,
নিঠুর কঠোর উদ্দীপনায়
নিরোধ করবি তা'য় ।২৬।

আগুন যখন লক্‌লকিয়ে
সর্ব্বনাশে ধায়,—
আগুন-নিরোধ জল-সেচনায়
তবে তো নিভে যায় ? ২৭ ।

হিংসা যখন আগুন হ'য়ে
দাউ দীপনায় ধায়,
জ্বলনবেগে জ্ব'ল্‌তেই থাকে,
তেলে নিভে যায় ? ২৮ ।

আগুন যেমন তেল-আহুতিত্‌
তীব্রবেগে ধায়,
হিংসাও কিন্তু স্নেহপ্রক্ষেপে
তেমনি বৃদ্ধি পায় । ২৯ ।

ঘৃত-মাখন যা'ই না ঢালিস্‌
হিংস্র-অসৎ বিষ-আগুনে,
বিনা জলে নিভ্‌বে না তা'—
এটা কিন্তু রাখিস্‌ মনে । ৩০ ।

আগুন যেমন দাউ দহনে
সর্ব্বনাশা হ'য়ে ওঠে,
জলই তা'কে নিরোধ করে
জলই তাহার ঔষধ বটে ;
অগ্নির জল যেমন বিপরীত
অগ্নিকে নিরোধ ক'রেই থাকে,
অসৎ যেখানে উদ্ধত হয়
সৎ-কঠোরতাই নিরোধে তা'কে ;
বিষ যেখানে প্লুত আহ্বানে
ডাকে বিনাশে মর্য্যাদাভরে,
বিষ নাশে যা'—শ্রেষ্ঠ সেথায়
বিষকে নিরোধ তাহাই করে ;
অগ্নিকে যদি শীতল করিতে
বিষকে অমৃত করিতে পার,

তবে তো তাহা শিষ্ট বিনায়ন—
বৃদ্ধিতে করে সবা'য় বড় ।৩১।

অপকৰ্ম্ম যা' করেছ
সংশোধনের সন্ধিৎসায়
নিরোধ করার কেন্দ্রগুলি
প্রস্তুত রেখো সদ্-দিশায় ।৩২।

ব্যতিক্রমী বেহাল চলায়
দিস্ নে আমল কোন দিনে,
সার্থকতার দেখিস্ স্বপন
রাখিস্ নে ঝোঁক কোন হীনে ।৩৩।

নজর রাখিস্ শুদ্ধ-সাফ
আবিল দৃষ্টি এড়িয়ে চল্,—
এ অভ্যাসে অন্তরেতে
কমই ঢোকে জঙ্গ্লা মল ।৩৪।

অসৎ ক্রিয়া বন্ধ রেখে
সৎ শুভকে আগলে ধর্,
সাবধানেতে শিষ্ট থেকে
সৎ দীপনী যা'-সব কর্ ।৩৫।

স্বার্থপর আর দুষ্টবুদ্ধি
যা'রা—তা'রাই শাতন হয়,
ছেদ, পতন আর পাতনের কিন্তু
তা'রাই জানিস্ চায় জয় ;
সাপুড়েই যদি চাস্ হ'তে তুই
বিষদাঁত তা'র রাখিস্ ভেঙ্গে—
চাল-চলন ও চরিত্রটার
তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে রঙে ।৩৬।

শুভটাকে ঢাল করিস্ তুই
অশুভের সনে খেলার বেলা,

অসৎ-নিরোধ

কুশলীকৌশলী সৎ নয়নে
দেখে-শুনে করিস্ খেলা । ৩৭ ।

উর্জ্জীতেজা বজ্র যখন
বিপুল গর্জ্জমান,
বিদ্যুৎচালী ব্যবস্থায় তো
হয় তা'র প্রয়াণ । ৩৮ ।

বীর্য্যতেজা পরাক্রম যেই
অসৎ-নিরোধ করল না,
নিরোধ-শক্তি অসৎকে তোর
বিদায় করতে পারল না । ৩৯ ।

নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতির
দীপ্ততেজা আসনখানি,
ভক্তি অধিষ্ঠিত র'লে
অসৎ-নিরোধ করেই,—জানি । ৪০ ।

অসৎ-নিরোধ প্রস্তুতিটা
সব সময়ে অটুট রেখো,
যেথায় অসৎ করবে নিরোধ
সজাগ চোখে চেয়ে দেখো । ৪১ ।

দুষ্ট কিছু দেখলে আগেই
রেখো নিরোধ-প্রস্তুতি,
তা'র দমনে ডেকে এনো
স্বস্তিসহ সঙ্গতি । ৪২ ।

বিক্রম আর উর্জ্জনাকে
উপযুক্ত প্রস্তুতিতে,
তৎপর রেখো সব সময়েই
অসৎ স্তব্ধ হয় যা'তে । ৪৩ ।

অসতেরই আক্রমণে
শক্ত করিস্ প্রতিরোধ,

উদ্দীপনী উর্জ্জনারই
প্রস্তুতিতে কর্ নিরোধ ।৪৪।

পরাক্রমী বীর্য্যটাকে
এমনি ক'রে সাজিয়ে রাখিস্—
দেখলে কা'রো নির্য্যাতনা
শিষ্ট বেগে নিরোধ করিস্ ।৪৫।

পরাক্রমী সম্বেগ নিয়ে
শিষ্ট সুযুক্ত উর্জ্জী কথায়
অসৎ-নিরোধ চলবি ক'রে—
সৎসন্দীপী তৎপরতায় ।৪৬।

প্রস্তুতি ও সাবধানতা
চলার সাথে সর্ব্বাঙ্গীণ
অটুটভাবে বিনিয়ে রেখো—
সত্তা তোমার না করে ক্ষীণ ।৪৭।

অনুকম্পাই দুর্ব্বলতা
যা'রাই ভেবে আছে ভোর,
তা'র সমীচীন নিয়ন্ত্রণে
বুঝিয়ে দিও তা'র কত জোর ।৪৮।

অনুকম্পী অনুচর্য্যায়
পরিবেশ-বাঁধন শক্ত যেমন,
ব্যতিক্রমী দুষ্ট চলা
ততই জানিস্ হয় নিয়মন ।৪৯।

দুষ্ট দৃঢ় অসৎ হ'লে—
যখনই সেটা পাবি টের,
দূরে রাখিস্, তফাৎ থাকিস্
শুভচর্য্যায় রাখিস্ জের ।৫০।

সত্তার সাথে সাবধানতায়
নিটোল গেঁথে নিস্ প্রাণে,
আপদ্ যেন না আসে তোর
সাবধানতার অনবধানে । ৫১ ।

বৃদ্ধি পাবে যত তুমি
অসৎ-নিরোধ তেমনি ক'রো,
সুকৌশলে সাবধানেতে
অসৎটাকে আগ্‌লে ধ'রো । ৫২ ।

অসৎ যা' তা'য় নিরোধ ক'রে
সৎ দীপনায় চলবি যত,
সমাধানী তৎপরতায়
উন্নতিও বাড়বে তত । ৫৩ ।

সৎ যাহাদের অন্তর-ঝোঁক—
অসৎ হ'তে সুসাবধানে
উচ্ছলিত প্লাবন-বেগে
চলেই কৃতির দ্যোতন টানে । ৫৪

বোধবিবেকী বিবেচনা
সুসনিধ্ৎসু দৃষ্টি নিয়ে
সুফল আনে সকলেরই
প্রসাদপূর্ণ তৃপ্তি দিয়ে ;
ঊর্জ্জী-দীপ্ত পরাক্রমে
নিয়ে প্রস্তুতির সঙ্গতি,
নিরোধ করে অসৎ—নিয়ে
বীর্য্য-পরাক্রমী দ্যুতি । ৫৫ ।

মিষ্টি হ'য়েও তীব্র হ'য়ো
অসৎ-নিরোধ-ঊর্জ্জনায়—
দৃঢ়-পরিকর হ'য়ে
ঝেঁটিয়ে অসৎ বর্জ্জনায় । ৫৬ ।

জাতি ও ব্যক্তির অসৎ যা'-সব
ঝেঁটিয়ে সে-সব ক'রো বা'র
অসৎস্পর্শী ব্যক্তিগুলি
শিষ্ট সরল ক'রে সুধার । ৫৭ ।

অসৎ যা'-সব দূর ক'রে দিস
অশুভ আসে না যা'তে কা'রো,
সন্দীপ্তি-সহ সক্রিয় ক'রে
করবি হৃদয় উর্জ্জী আরো । ৫৮

শিবের শিঙা উঠুক বেজে
ডমরুই ডিডিম তাল,
তাণ্ডব তালে ওঠ্ রে নেচে
ভাঙ্গুক সকল দুষ্ট জাল । ৫৯ ।

দক্ষ উর্জ্জী তৎপরতায়
ক'রে নিরোধ অসৎ যত,
সামঞ্জস্যে আন্ সবারে
ধৃতিপথে ক'রে আনত । ৬০ ।

দৃপ্ত হ'য়ে থাক্ ওরে তুই,—
রোখে-ঝোঁকে-সাহসে,
সমঞ্জসা ধী নিয়ে দাঁড়া,
পালাক অসৎ তরাসে । ৬১ ।

এখনও তোরা অবধানে আয়
সাবধানে হ'য়ে অসৎ হ'তে,
গ'র্জ্জে উঠুক উর্জ্জী চলন
দাঁড়াক কঠোর প্রস্তুতিতে । ৬২ ।

নিষ্টাপ্রতুল অটুট আবেগ
পরাক্রমশীল স্বতঃই হয়,
অসৎ যা'-কিছুকে আঘাত হেনে
সৎ সংস্থাপণে আনেই জয় । ৬৩

নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে
সদ্-আচারে চ'লতে থাক্,
কৃতিসুন্দর তপ-আগুনে
অসৎ যা'-সব জ্ব'লে যাক্ ।৬৪।

নিষ্ঠানিপুণ মাতাল হ'লে—
পরাক্রমে বিপুল হ'য়ে,
সাত্বত যা' নয়কো কখন
ভাঙ্গেই সে-সব আগুন ব'য়ে ।৬৫

কুৎসা-কুটিল ব'ললে কথা
ইষ্ট কিংবা অভীষ্টে তোর,
ঊর্জ্জী স্বাদু উৎসর্জ্জনায়
করবি নিরোধ জীবন-ভোর ।৬৬

ইষ্টনিন্দা—অপমানকে
নিরোধ যদি নাই করিস,
প্রবৃত্তি তোর উঠবে বেড়ে
করবেই নষ্ট তোরে জানিস্ ।৬৭।

ইষ্ট, শ্রেয়, সতের নিন্দা
সুধী-সুন্দর তর্জ্জনায়
ক'রলে নিরোধ—বাড়েই যে বোধ
পরাক্রমী ঊর্জ্জনায় ।৬৮।

শ্রেয়পুরুষ প্রভু যিনি
অশিষ্ট ব্যবহার করলে সেথায়—
পরাক্রমে নিরোধ ক'রো,
প্রশ্রয় দিও না কভু সেটায় ।৬৯।

প্রিয় কিংবা শ্রদ্ধাপাত্র
সৎ-শিষ্ট যিনিই হন,
অশিষ্ট দুষ্ট ব্যবহার হ'তে
ক'রো নিয়ত তাঁ'দের ত্রাণ ।৭০।

নজর রেখো—শ্রেষ্ঠ শ্রেয়ের
আপদ্-বিপদ্ যদিই হয়,
নিরোধ ক'রো শিষ্টাচারে,—
স্বস্তি সবা'র প্রাণে বয় ।৭১।

ইষ্টনিদেশ-অনুশীলনা
যা'তে ব্যর্থ, বৃথা হয়—
সাবধানতা নিয়ে তা'কে
করিস্ কিন্তু নষ্ট-ক্ষয় ।৭২।

সৎ ও সুধী সঙ্গ পেলে
ভাগ্যের হয় ব্যতিক্রম,
অসৎ অনেক নিরোধই পায়
সৎ-চলনে বাড়ে উদ্যম ।৭৩।

ইষ্টনিষ্ঠ কৃতি যা'দের
ইষ্টচর্য্যাই যা'র প্রধান,
অনেক আপদ্ নিরোধ করে
স্বস্তি, ধৃতির হয় আধান ।৭৪।

ইষ্টার্থটির ব্যতিক্রম যা'—
যতই মহান্ যেমন বলুক্
ধ'রবি নেকো, করবি নিরোধ
অসৎ-আপদ্ যা'ই আসুক ।৭৫।

জীবনীয়তে ও অসৎ-নিরোধে
যে-জন যেমন কৃতী,
সত্তাসঙ্গতি ঢেরই সার্থক
সার্থক তা'র ধৃতি ।৭৬।

নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে
শ্রেয়চর্য্যী কৃতি নিয়ে
ব্যতিক্রমকে করবি দমন—
আবেগদীপ্ত হৃদয় দিয়ে ।৭৭।

ইষ্টনিষ্ঠা-আনুগত্য—
কৃতিদীপ্ত হ'য়ে স্বতঃ,
তীর্য্যতেজা বীর্য্য নিয়ে
করবি নিরোধ অসৎ যত ।৭৮।

ঊর্জ্জীতেজা বিক্রমে তুই
ইষ্টনিষ্ঠা ধর্ এঁটে,
শিষ্ট তালে ধৈর্য্য রেখে
তাঁ'র অনিষ্ট রোধ্ সেঁটে ।৭৯।

ধৃতিসম্বেগ সাথে নিয়ে
বোধবিবেকের অনুনয়ে
অন্তরেরই উছল আবেগ
আত্মরক্ষায় চলেই বেয়ে ।৮০।

সতের দিকে এগুতে হ'লেই
এগিয়ে যাওয়ার বাড়া বল,—
সুবিন্যাসে নিরোধ ক'রে
পেছটানের যা' বাঁধাসকল ।৮১।

ইষ্টনিষ্ঠ পরাক্রমটি
এমনতরই ঊর্জ্জী রাখিস্—
অমঙ্গল যা' কৃতি-তপে
স্বস্তিপ্রসূ করতে পারিস্ ।৮২।

ইষ্টার্থটির প্রতিষ্ঠা তুই
করবি যতই বিরোধ ভেঙ্গে,
সন্দিপনী তৃপ্তি এসে
বাড়বে বিভব নন্দ-রঙ্গে ।৮৩।

বিকট বেধূম অগ্নিশিখায়
অসৎ যা'-সব জ্বালিয়ে দে,

নিরোধশক্তি সাবুদ ক'রে
জীবনটাকে বাড়িয়ে নে,
কিঙ্কিণীর ঐ ঝঙ্কারে তুই
হপ্‌কে কেন যাবি থেমে ?
দুরন্ত তোর স্ফুরণ-চলায়
কৃতি-স্বস্তি আসবে নেমে । ৮৪ ।

দুষ্ট হ'তে বাধ্য ক'রে
লোককে শিষ্ট করতে চাস্‌,
অসাধু প্রয়াস তোমার এমনি—
অসৎ-চলার হবে চাষ ;
জীবন-বৃদ্ধির ধ্বংস আনে
বহায় ব্যভিচারের স্রোত,
মরণ-যাত্রী যা'তে করে—
করবি না সে অসৎ-নিরোধ ? ৮৫

ধৈর্য্যহারা মর্য্যাদাতে
বিক্ষুব্ধিকে ডাকবে যত,
বিক্ষোভও কিন্তু তেমনি ক'রেই
করবেই তোমায় অবনত ;
তাই তো বলি, সাবধান থাক
সতর্ক থাক সন্ধিৎসায়,
সবার উপাদেয় হ'য়ে ওঠ
আপদ্‌-নিরোধী শৌর্য্যটায় । ৮৬ ।

নিষ্ঠানিপুণ কৃতি যেথা
সমীচীনের সম্বোধে
অনুগতির উৎসারণায়
ব্যতিক্রম যা' সব রোধে,
অকৃতি আর বিকৃতি যা'
ব্যবস্থিতির বিন্যাসে
দূর হ'য়ে যায়—রাগদীপনী
নিষ্পাদনার উল্লাসে । ৮৭ ।

অসৎ-নিরোধ-প্রস্তুতি তোমার
বোধবিবেকের অনুশীলনে
চিরদিনই উছল রেখো
অসৎ-নিরোধ প্রয়োজনে,
সাবধানতা সঙ্গে রেখে
সব দিকেতে লক্ষ্য রেখো,
আপদ্ যেন না আনে বিপদ্
সতর্কতায় সবটা দেখো ।৮৮।

ইষ্টনিদেশ করতে পালন
তোমার মজুত সংস্কার
বাধা দেবে করতে ব্যর্থ
বিকৃতি গতি নিয়ে তা'র ;
তাঁ'র নিদেশটা এমনি ধরবি
চাহিদাগুলি বেশ বুঝে—
সংস্কারের কোন তিরস্কার
না দেয় বাধা—ঠিক সুঝে ।৮৯।

কুসংস্কার যা' আছে তোর
পরাক্রমী ব্যজনে
উড়িয়ে দে সব, হ' দৃঢ় তুই
ইষ্টনিদেশ-পালনে ;

স্বস্তিপন্থা ঐ-ই কিন্তু
অস্তি-চলন বাড়িয়ে দেয়,
অশিষ্ট যা' শিষ্ট ক'রে
জীবনটাকে শুধ্‌রে নেয় ।৯০।

অত্যাচার যা' তা'র হোক্ না ধ্বংস
অত্যাচারীর শুভ হোক্,
ঐ প্রবৃত্তি নষ্ট ক'রে
পারিস্—বাড়াস্ সৎ-এর ঝোঁক ;

সাহস বীর্য্য ঊর্জ্জনা যা'
　　এস্তামাল ক'রে ক্রমে-ক্রমে,
এমনভাবে ওঠ্ দাঁড়িয়ে
　　ধী ও বীর্য্যের সুসঙ্গমে ।৯১।

দরদভরা হৃদয় নিয়ে
　　নিপুণ স্থৈর্য্যে চর্য্যা কর,
দোষ-নিরাকরণে দেখ তুমি
　　সার্থক হ'তে কত পার,
ঐটেই তো আত্মপ্রসাদ
　　প্রস্তুতিটি যা'তে রয়,
ঐটেই তো কৃতি-প্রভাব
　　উন্নতি তোমার যা'তে বয় ।৯২।

চরিত্র

যে-ভাবেতে চলে-ফেরে
করে যেমন কাজ,
চরিত্রও তা'র তেমনতর
চলনেও সেই ধাঁজ ।১।

উপাদান-সঙ্গতি যেমনতর
গুণসঙ্গতিও তেমনি হয়,
কর্ম্মানুগ বিনায়নে
চরিত্রে তা' বিকাশ পায় ।২।

চর্য্যা নাইকো, চিম্‌টি কাটে,
তা'র সাথে কি পিরীত খাটে ?৩।

চর্য্যা নাইকো, চিমটি-কাটা,—
অহঙ্কারে ডালিম-ফাটা ।৪।

অর্থলোলুপ যে দরদ,
থাকেই কিন্তু তা'তে গলদ ।৫।

স্বার্থপাগল নিষ্ঠাহীন
অসৎ কাজে তা'রা প্রবীণ ।৬।

পাওয়ায় খুশি—না পেলে নয়,
এমন লোক কি বান্ধব হয় ?৭।

উত্ত্যক্ত যে হয়—
নির্য্যাতিত কাতর চোখে
বিভুর পানে চায় ।৮।

কৃতঘ্ণ যে হবে—
অন্ন সেথা শীর্ণ হ'য়ে
নষ্টই সে পাবে ।৯।

দুষ্ট যা'দের মন,
সন্দেহশীল তা'রাই জানিস্
থাকে অনুক্ষণ ।১০।

সন্দেহশীল যা'রা,
মনগড়া সব প্রমাণ নিয়ে
ঘুরে বেড়ায় তা'রা ।১১।

দুষ্টমনা যা'রা—তা'রাই
সন্দেহশীল হয়ই হয়,
অসৎবুদ্ধির সংক্রমণায়
চলতে থাকে প্রায়ই প্রায় ।১২।

হীন, নীচ আর স্বল্পমনা—
বান্ধবকে তা'রা সন্দেহ করে,
আচার-ব্যাভার জানে নাকো,
দুর্ব্যবহারের গৌরব করে ।১৩।

কথায়-কথায় মান যায় যা'র
ব্যক্তিত্ব তা'র নয়কো ভারী,

ধৃতিচর্য্যী অমানী যে-জন
　　মানের ওজন আছে তা'রই ।১৪।

নীচুমনাদের রেওয়াজই জেনো—
　　লাখ অনুকম্পায় সন্দেহশীল,
প্রমাণ-প্রয়োগ নাইকো কথার,
　　নাইকো কোথাও ন্যায্য মিল,
অনুকম্পী অনুবেদনা
　　যেই করুক না তা'দের প্রতি,
নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতির
　　হয় না প্রায়ই সুসংস্থিতি,
মোচড় দিয়ে সুবিধা নেওয়ায়
　　সোজা স্বার্থ বোঝে তা'রা,
দেখলে এমন,—সুষ্ঠু প্রাণে
　　সতর্ক থাকিস সেমনি ধারা ।১৫।

আত্মপরখে নয়কো সাবুদ
　　এমন যাহারা, ঠিক জেনো—
পরের বেলাতে বিজ্ঞতার ধাঁজে
　　সাজানো কথা কয়—ঠিক মেনো ।১৬।

নিজেকে যা'রা বুঝতে নারে
　　সমর্থন করে হরদম,—
বুঝে-সুঝে দেখে নাকো
　　ভাল-মন্দ—কিরকম ।১৭।

ভাব-ব্যবহার কাজ-কথাতে
　　সুর-সহ যা'র মিল যেমন,
ব্যক্তিত্বটার ঢংও কিন্তু
　　স্বতঃই হ'য়ে থাকে তেমন ।১৮।

ব্যক্তিত্বটার ক্রম যেমন যা'র
ভাবে, চলে, তেমনি করে,
কেউ বা চলে উন্নতিতে
ব্যতিক্রমকে কেউ বা ধরে ।১৯।

নিজের ক্ষত চাপা দিয়ে
অন্যের ক্ষত-সন্ধানে—
চরিত্রহীন তা'রাই—ঘোরে
স্বার্থসেবার ইন্ধনে ।২০।

চরিত্রহীন চরিত্রবানকে
কখনও কি বুঝতে পারে ?
নিজ চরিত্রের প্রতিফলনে
সব চরিত্র বিচার করে ।২১।

স্বার্থলুব্ধ হীনমনাদের
প্রীতিতেও থাকে হামবড়াই,
নিজ ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠাতে
চালায় কত বাক্-লড়াই ।২২।

ব্যভিচারে দুষ্ট যা'রা
ব্যতিক্রমে পুষ্ট,
লাখ পাণ্ডিত্য থাক্ না সেথায়
নেহাৎই নিকৃষ্ট ।২৩।

লোকের সৎ-ঊর্জ্জনাকে
যা'রাই জানিস্ কাবু করে,
লোক ভাল না তা'রা কিন্তু
ঘায়েল করে জীবনটারে ।২৪।

ভাল তুমি যতই কর
স্বার্থলোলুপ কৃতঘ্ন যে,
লোলুপতার লুব্ধ মোহে
তোমাকে আঘাত দেবেই দেবে ।২৫।

অলস অবশ অন্ধ যা'রা—
কৃতিচর্য্যার সেবায় ফাঁকি
দিয়ে কি কা'রো হ'য়েছে শুভ ?
সম্বর্দ্ধনায় উঠেছে কি ? ২৬।

কল্পনাতেই থাকে শুধু
করে নাকো কাজে,
যেমন-তপাই হোক্ না সে-জন
সবই কিন্তু বাজে ।২৭।

করার বোধ নাইকো যা'দের,
ক'রেও যা'দের জন্মে না বোধ,—
ফাঁকা ডঙ্কা তা'রাই বাজায়,
মূর্খতাতেই তামাম্ শোধ ।২৮।

কর্ম্মবিহীন আড্ডাবাজীদের
যত গৌরব বাক্যে,
দেশবিদেশের খবর জোগায়ে
থাকে তা'রা ঐ লক্ষ্যে ।২৯।

কৃতঘ্ন তোর প্রীতি—
স্বার্থবাদী অসৎচর্য্যাই
হ'চ্ছে যে তোর স্থিতি,

তবুও ভাবিস্—
বেশ বড় তুই—
যদিও কু-তে রতি ? ৩০ ।

মহত্বেরই বাড়া-কমা
যাহার যেমন যত হয়,
দুনিয়াতে সে-মানুষই
ছোট কিংবা বড় রয় । ৩১ ।

মমত্ব বা আমার বোধটি
সঙ্কীর্ণ বা উদার যত,
হৃদয় তেমনি সঙ্কীর্ণ হয়
নয়তো বিস্তার পায় তত ;
এই মমত্ব কাহারও বা
ক্ষুদ্র স্বার্থে ওঠে ফুঁড়ে,
উদার হ'লে সেই স্বার্থে
সব্যষ্টি ওঠেই বেড়ে । ৩২ ।

চাওয়া-পাওয়ার ডামাডোলের
দ্বন্দ্ব নিয়েই চলে যা'রা,
স্বার্থলোলুপ সন্দীপনায়
পাওয়ার তেষ্টায় ঘোরে তা'রা । ৩৩ ।

পরচর্চ্চী নিন্দক যা'রা—
সমস্যা নিয়ে স্বতঃই চলে,
নিষ্ঠাপ্রভা নাইকো তা'দের
সঙ্গতিশীল কৃতির তালে । ৩৪ ।

নিষ্ঠাহারা গরবভরা
　স্বার্থলোলুপ বৃত্তি যা'দের,
যত বড়ই হোক্ না তা'রা
　অপস্রিয় চরিত্র তা'দের ।৩৫।

চৌর্য্য যা'দের অধিষ্ঠিতি
　নিষ্ঠা তা'দের তা'তেই রয়,
সৎ-শুভেরও সংবেদনায়
　চৌর্য্যবুদ্ধি লুকিয়ে রয় ।৩৬।

নিষ্ঠানিপুণ বোধবিবেক আর
　কুলমর্য্যাদার মাথা খেয়ে,
শয়তানরাই তো ভাঁড়ায় মানুষ
　জাহান্নমের আড়কাঠি হ'য়ে ।৩৭।

কথায় শুধু নিষ্ঠা আছে
　ব্যক্তিত্বে নাই ঊর্জ্জনা,
নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতির
　হয়ই সেথায় লাঞ্ছনা ।৩৮।

বিরোধনিরোধী কেবল কথা—
　ব্যতিক্রমী ব্যবহার
ভগবানের সন্ধান কি পায়,—
　ক'রলে তাঁ'কে পরিহার ।৩৯।

মান-মর্য্যাদা যা'দের দাঁড়া
　নিষ্ঠা তাঁরা পাবে কোথায় ?
দীর্ণ নিষ্ঠা, আনুগত্য-কৃতি
　দাঁড়িয়ে থাকে দুর্ব্বলতায় ।৪০।

মান-মর্য্যাদা-অর্থলোভে
ব্যক্তি কখনও হয় না শ্রেয়,
বিনিয়ে দেখিস্ তা'র ব্যক্তিত্ব
কেমন মানুষ, কেমন হেয় । ৪১ ।

মানমর্য্যাদার লোভে যা'রা
নিষ্ঠাপ্রীতির করে ভান,
নষ্ট তা'রা, ঘৃণ্য তা'রা,
হীনত্বেই তা'দের অভিযান । ৪২ ।

নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতি
রয় অন্তরে মলিন যা'দের,
কটুবাক্য, কুটিল ব্যাভার,
পরপীড়নই সুখ তা'দের । ৪৩ ।

নিষ্ঠা যা'দের নাই অন্তরে
লুব্ধ কপট রয় হৃদয়,—
লোভের তরে থাকে তা'রা,
অধোগামী হয়ই হয় । ৪৪ ।

নিষ্ঠাহারা যে যেমন, তা'র
অনুগতিও তেমনতর,
কৃতি-আবেগও মন্দ তেমন
অধিগতিও তেমনি দড় । ৪৫ ।

নিষ্ঠা হ'লে ঢিলেমিলে
আগ্রহে অলস মন—
এমন জনার জীবনে রয়
উন্নতি কতক্ষণ ? ৪৬ ।

এক ঠোক্করেই নিষ্ঠা ভাঙ্গে—
দেখবে এমনতর যা'দের,
নিষ্ঠারতি হয়নি কভু
দেখে নিও জীবনে তা'দের । ৪৭ ।

নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতির
উদ্যমহীন যা'রা,
লাখ বল না করার কথা
করে কমই তা'রা । ৪৮ ।

স্বার্থলুব্ধ ইষ্টনিষ্ঠা
নিষ্ঠায় ফাটল আনে—
স্বার্থানুগ ভাঁওতায় যে
ইষ্টনিদেশ শোনে । ৪৯ ।

গালি কিংবা অপমানে যা'দের
ইষ্টনিষ্ঠা ঘায়েল হয়,
নিষ্ঠা তা'দের ছিল নাকো কভু—
মানমর্য্যাদার লোভে রয় । ৫০ ।

স্বস্তিচর্য্যা নেইকো যা'দের
স্বভাবে নেই সম্বর্দ্ধন,
স্বার্থলাভে প্রীতি তা'দের
ধাপ্পাই তা'দের কৃতি-ভজন । ৫১ ।

সৎ-শৌর্য্য-স্বভাব যদি
নাই থাকে কা'রো স্বতঃস্রোতা,—
বুদ্ধি তা'দের বেকুব হয়ই,
খল হ'য়েও তা'রা হয়ই ভোঁতা । ৫২ ।

নিষ্ঠানিপুণ আনুগত্য
যদি না-ই তোর থাক্‌লো,
যতই যেমন হো'স্ না ও-তুই
খাঁকতি ভরাই রইলো ।৫৩।

যা'র নাইকো এমন দাঁড়া—
যা'কে ধ'রে দাঁড়িয়ে চলে,
নিষ্ঠাবিহীন বে-দাঁড়াতে
প্রায়ই তা'রা চলে ট'লে ।৫৪।

শ্রেয়'র কাছে গোপন করে
বলে না কিন্তু কোন বাক্,
এমন মানুষ দেখলে বুঝবে
অন্তরে তা'র দুষ্ট দাগ ।৫৫।

দরদ-ভরা হৃদয় হ'লে
আগ্রহ ওঠে গ'র্জ্জে তেমন,
দরদ-ব্যথা করতে বিনাশ
ব্যগ্রও কাজে হয়ই সেমন ।৫৬।

কথার দরদ দরদই নয়
সৌজন্যর এক অঙ্গ,
অমনতর মিথ্যা কথার
করা কি ভাল সঙ্গ ? ৫৭।

তথাকথিত সাধুতা বা
ভদ্রতা তুমি যা'ই বল না,
চর্য্যানিটোল কাজে-কর্ম্মে
না ফুটলে তা' শুধু ছলনা ।৫৮।

স্বস্তিপোষণচর্য্যী যা'রা—
পরিবেশ-সহ ব্যষ্টি যত,
সাধ্যমত রাখেই ধ'রে
প্রীতির রাগটি ল'য়ে সতত । ৫৯ ।

শিষ্ট-সুধী সৎ যাহারা—
অসৎ-নিরোধ পরাক্রমটি
আত্মগরিমায় করে না প্রকাশ,
কৃতিদ্যোতনায় ওঠেই ফুটি' । ৬০ ।

কৃতী লোকের চলন জেনো—
মিতি-চলনে লক্ষ্য দিয়ে
চলেই তা'রা নিষ্পাদনে
দক্ষ-ত্বরিত লক্ষ্য নিয়ে । ৬১ ।

সৎ কৃতী লোক তা'রাই জানিস্—
নিষ্ঠা-আনুগত্য নিয়ে
সুনিষ্পাদন ক্ষিপ্র করে
নিখুঁতভাবে হৃদয় দিয়ে । ৬২ ।

তোমার প্রয়োজন-পূরণ-করা—
তাহাই সাধনা যা'র,
কৃতি-শ্রদ্ধা তা'তেই আছে
সেই তো তোমার আপনার । ৬৩ ।

দীপ্ত-মধুর তীব্রতেজা
তোমার ভাবের ভাবুক যা'রা,
কৃতিসম্বেগ ধৃতির টানে
থাকবে বিভোর জানিস্ তা'রা । ৬৪ ।

নিষ্ঠানুগত্য-কৃতিসম্বেগ
তোমার প্রতি আছে যা'র,
বজ্রগভীর দুর্দ্ধর্ষ হ'য়ে
ধরবে তোমার সকল ধার । ৬৫ ।

নিষ্ঠানিপুণ আনুগত্য,
কৃতিসম্বেগ ব্যক্তিত্বে যা'র,—
অস্খলিত রয়ই হ'য়ে
নিপুণ চলায় বর্দ্ধনার । ৬৬ ।

সু-কে ধারণ-পালন-পোষণ—
সুখে সেটা যে-জন করে,
নিখুঁত নিষ্পাদনে কিন্তু
সু-ধাই খায় সে জনম ভ'রে । ৬৭ ।

কদাকার মূর্ত্তি হ'লেও—
নিষ্ঠাকৃতির দীপ্তি নিয়ে
প্রভান্বিত হ'য়ে ওঠে
শ্রদ্ধাদীপ্ত তৃপ্ত হ'য়ে । ৬৮ ।

নিষ্ঠা-অনুগতিসহ
কৃতিদীপ্ত যা'দের প্রাণ,
উচ্ছলতায় উপ্‌চে ওঠে
উৎসারিত হৃদয়খান । ৬৯ ।

নিষ্ঠানিটোল শিষ্ট যা'রা
আনুগত্য-কৃতি নিয়ে,
উচ্ছলতায় চলেই স্বতঃ
আবেগসহ হৃদয় দিয়ে । ৭০ ।

মেধা-ধৃতি-কৃতিতে যা'রা
উছল হ'য়ে চলতে থাকে,—
সুসন্ধিৎসু কুশল তালে
সার্থকতায় সবই রাখে ।৭১।

শ্রেয়শ্রদ্ধ নিষ্ঠা যা'দের
আনুগত্য-কৃতিবেগ,
জীবন তা'দের ধন্য জানিস্
ব্যক্তিত্বে রয় সুধী সম্বেগ ।৭২

ইষ্টের কাছে করলে আদায়
কপাল তা'দের খুলবে না,
ভাগ্য তা'দের নিথর হবে,
সদ্-দীপনায় ফুটবে না ।৭৩।

ইষ্ট-অর্ঘ্য দেবার লাগি'
শুভ ফন্দী-ফিকির ক'রে
অর্ঘ্য দিয়ে ধন্য যা'রাই—
সৌভাগ্যও তা'দের ধরে ।৭৪

যেমনতর চরিত্র যা'র
যা'তে যেভাবে অধিষ্ঠিতি,
ভাববৃত্তি-দেবতারও
তেমনতরই ধী ও স্থিতি ;
ব্যক্তিত্বকেও বুঝে রেখো—
তা'রই বিহিত মূর্ত্তনা,
তা'তেও তেমনতরই থাকে
কৃতি-মুখর ঊর্জ্জনা ;
তেমন লোকের তেমনি পূজায়
যেমনতর ধারণা,

গ্রহান্বিত ব্যক্তিত্বেরও হয়
মন্দ কিংবা সু-দীপনা । ৭৫ ।

আপদের সময় যেখানে গেলে—
হ'লে যেমন তা'র আপ্তজনা,
নিজের তোফিল গুছিয়ে নিয়ে
হ'লে অকৃতজ্ঞ চৌর্য্যমনা ;
কেউ যদি তোমায় করত অমন
লাগ্‌ত কেমন তোমার কাছে ?
তবেই ভাব—তোমার মতন
ক'জন অমন দুষ্‌মন আছে ? ৭৬

অনুকম্পী স্থিতি-সহায়—
যা'রাই থাকে বেগবান্‌,
মূর্খ লোকে তা'দের আগে
সৃষ্টি করে আটক-আধান,
যা'র ফলেতে তা'দের বিপদ্‌
অন্ধস্রোতা হ'য়ে চলে,
নিজের ধ্বংস অমনি ক'রেই
নিজেই আনে ছলে-বলে । ৭৭ ।

খ্যাতি-প্রশংসা আদর-সোহাগে
ইষ্ট যাহারে ব'ন,
আত্মম্ভরি গর্ব্বে যদি
ধৃষ্ট হয় সে-জন,
নিছক সে-জন কৃতিনিষ্ঠাহারা
মূর্খ দুর্দ্দম হয়,
নিজেরে খোয়ায়ে পরকে খোয়ায়
দুঃখের বোঝা বয় । ৭৮ ।

নিষ্ঠাবিহীন আচারবিহীন
শ্রেয়জনে শ্রদ্ধাহারা,
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
উধাও যেথা,—নাইকো সাড়া,
বিদ্যাবুদ্ধি যতই থাকুক
বিক্ষিপ্ত তা'র হৃদয়-মন,
ছন্নছাড়া বিভব তাহার
দীপ্ত রয় কি ধৃতি তেমন ? ৭৯।

ভজনদীপ্ত নয়কো যে-জন
নিষ্ঠানুগ কৃতি নিয়ে,
কৃতি-সম্বেগ উচ্ছলতায়
নয়কো সজাগ ধৃতি নিয়ে ;
ভজনবিহীন ঐ চরিত্র—
কথায়-কাজে সঙ্গতি নেই,
লাখ ভগবান্ হোক্ না সে-জন,
ভগবত্তা তা'তে নেই ।৮০।

যা'তে যা'দের যেমন নিষ্ঠা
তেমনতরই তা'রা হয়,
সেই ব্যাপারেই চৌকষ দৃষ্টি
তেমনতরই লেগে রয় ;
হয়ও তা'রা তেমনতর
চলেও তা'রা সেই পথে,
ক'রে চ'লে সেই দিকেতে
চলে তেমন প্রবাহেতে । ১।

নিজ জাতিকুলে শ্রদ্ধাহারা
অন্য কুলের পরিচয়ে
সনাক্ত ক'রে ধন্য হয়—
নিজ জাতকুলে ঘৃণা ল'য়ে,

লাখ-মহাপুরুষ লাখ-মহাজন
হোক্ না সে-জন, ঠিক জেনো—
বিষাক্ত তা'র হৃদয়খানি,
ব্যক্তি ও দেশের নাশক, মেনো ;
খর নজরে দৃষ্টি রেখো
ঐ বিষাক্ত লোকের প্রতি,—
সর্ব্বনাশের মিত্র তা'রা
জনসমাজের মহান্ ভীতি । ৮২ ।

ব্যক্তিত্বকে লোপাট ক'রে
পদলেহনে যে-জন চলে,
দাসসুলভ ব্যক্তিত্ব তা'র
ক্লীবত্বকে পালেই পালে ;
আত্মনির্ভর হওয়াটা তা'র
হ'য়ে থাকে বড়ই কঠিন,
বিচ্ছিন্নতা বিভিন্নতায়
ক্ষ'য়েই থাকে দিন-দিন ;
অবৈধ যা' বিধি হ'লে
ক্লৈব্যদৈন্যে হ'য়ে ফলন,
ক্লীববিধির অনুশাসনে
অশিষ্টতার হয় বর্দ্ধন ;
লোলুপ দৃষ্টি হীন আকাঙ্ক্ষা
হয়ই তা'দের স্বার্থচলন,
ক্লীববুদ্ধির অমনি গতির
ক্রমে-ক্রমে হয়ই বলন ;
স্খলনমুখর চলন তা'দের
নিষ্ঠাবিহীন অনুরাগ,
স্বার্থলোলুপ অন্ধতমে
জীবনও নেয় তেমনি বাগ ;
হৃদয়-রাগে তাই বলি শোন্—
এখনও ওরে, দেখ্ ভেবে,

জীবনচলন-সার্থকতায়
　　কোন্ দাঁড়াটি বেছে নেবে ।৮৩।

আড়ম্বরহীন শ্রদ্ধাপ্রীতি
　　সহজ সুন্দর চর্য্যী প্রাণ,
দেখানো আধিক্য নাইকো যেথায়
　　নয়কো যে-জন স্বল্প-প্রাণ,
সহজভাবে সঙ্গতিশীল
　　রাগদীপ্ত বুকের টান,
স্নেহ-প্রীতি সহজভাবে
　　সেথায় কিন্তু অটুট থাকে,—
প্রেষ্ঠনিষ্ঠা-আনুগত্য—
　　কৃতিদীপ্ত যা'র আধান ।৮৪।

সমাজ

তুমিই শুধু ব্যক্তি নওকো
জোগান দেয় তা'য় পরিবেশ,
সেই জোগানে তুমি বাড়
বীর্য্যে বিপুল হ'য়ে অশেষ ।১।

প্রতিটি ব্যষ্টি নিয়েই কিন্তু
পরিবেশের সৃষ্টি হয়,
ব্যষ্টি ছাড়া পরিবেশ কিন্তু
আর অন্য কিছুই নয় ।২।

পরিবেশ ও পরিস্থিতি
প্রতি ব্যষ্টির প্রয়োজন,
যা'র বলে সে চেতন থেকে
করে পুষ্টি-আহরণ ।৩।

মা-ই যে তোমার প্রথম পরিবেশ
মাটি ও দেশ তাঁ'র জোগান,
সেই জোগানে বাঁচ, বাড়,
জেনো—তা'রাই তোমার আধান ।৪।

মা যেমন তোমার প্রসবিতা
ধাত্রী যেমন তোমার মাতা,
মাটি-পরিবেশ মায়ের ধাত্রী
তা'র সাথে কিন্তু মা-টি গাঁথা ।৫।

সবা'র মা-ই জগদ্ধাত্রী
প্রসব-পালন-রক্ষয়িতা,
দেশ-পরিবেশ তেমনি কিন্তু
ঐ জগতের ধারয়িতা ।৬।

সবা'র মা-ই জগদ্ধাত্রী
প্রত্যেক মা-ই প্রসবিতা
লালন-পালন-সম্বর্দ্ধনার
মা-ই ধৃতি, মা-ই সবিতা ।৭।

মায়ের শাসন এমনতর
শাস্তি দিলেও রাখে কোলে,
লালন-পালন ক'রেই চলে
কখনও তা' যায় কি ভুলে ?
ভুল্‌ত যদি মা লালন-পালন
ক'টা ছেলে থাকত বেঁচে,
নিপাত যেত সব যা'-কিছু,
বুঝ-বিবেকে দেখ্ না এঁচে ;
পরিবেশের পরম কেন্দ্র
মা-টাকে তুই ঠিক জানিস,
পরিবেশটাকে তেমনি ক'রে
শ্রদ্ধাভরে তুই পালিস্ ।৮।

পরিবেশ তোমার বাড়বে যতই
তুমিও তেমনি হবে তত—

সব্যষ্টিতে ঐ পরিবেশ
প্রীতি-বাঁধনে ধরবে যত ।৯।

বয়সে যত পা'চ্ছ বৃদ্ধি
পরিবেশও বাড়ে তেমন তত,
তোমার বাঁচায় তোমার বাড়ায়
পরিস্থিতিও ব্যস্ত নিয়ত ।১০।

পরিবেশকে তাচ্ছিল্য ক'রে
যা'রাই বড় হ'তে চায়,
স্বার্থলোভী তেমন জনা
পড়ে বেঘোরে পায়-পায় ।১১

পরিবার, পরিবেশ, পরিস্থিতি আর
যাবতীয় সব যা'-কিছু
চললে বেতাল-ব্যতিক্রমে—
কৃতান্ত ধায় পিছু-পিছু ।১২।

পরিবার, পরিবেশ, পরিস্থিতি—
নিকট-দূরে যা'ই থাকুক না,
সেবায় সবা'য় সুষ্ঠু ক'রে
নে সেধে নে সম্বর্দ্ধনা ।১৩।

ব্যষ্টির যেমন পরিবেশ আছে
পরিবেশেরও আছে তা'ই,
এমনি ক'রে আরোর পথে
আমরা সবাই এগিয়ে যাই ।১৪

পোষণচর্য্যায় পরিবেশকে
ধৃতিপথে রেখো ধ'রো,
একজনারও ক্ষতি হ'লে
আসবে ক্ষতি ক্রমে তোমারও । ১৫

প্রতিটি জন প্রত্যেকেরই,
স্বার্থপুষ্টি বর্দ্ধনা
পারস্পরিক ধৃতিচর্য্যায়
রেখো সক্রিয় উর্জ্জনা । ১৬ ।

দেওয়া-নেওয়া পরম্পরায়
আদান-প্রদান চলছে যেমন,
অমনি ক'রেই আসছে না কি
ঐ তোমারই ভরণ-পোষণ ? ১৭ ।

পরিবেশের পরিবেশন
লালন-পালন করছে তোমায়,
বাঁচে কি কেউ ওটি ছাড়া ?
বাড়ে কি কেউ বর্দ্ধনায় ? ১৮ ।

পরিবেশকে পেষণ ক'রে
নিজের ধৃতি রয় না,
পরিবেশ বিনা হয় না কা'রো
বাঁচা কিংবা বর্দ্ধনা । ১৯ ।

ওরে পাগল ! মূর্খ ওরে !
পরিবেশই তোমার পালনকর্ত্তা,
পরিবেশই কিন্তু বিভব তোমার
পরিবেশই তোমার প্রত্যক্ষ ধাতা । ২০ ।

বিশেষ ক'রে বলছি আমি
শোনই যদি আমার কথা,—
পরিবেশে দৃষ্টি রেখে
রাখ সবা'কে প্রীতি-গাঁথা । ২১ ।

তুষ্ট হ'তে চেষ্টা কর
তুষ্ট রেখে পরিবেশে,
পারিবেশিক সংহতি নিয়ে
স্ফূর্ত্তচর্য্যায় বেড়াও হেসে । ২২ ।

পরিবার আর পরিবেশের
প্রতি ব্যষ্টিতে নজর রেখে
উছল ক'রে তোল্ না তা'দের—
ক'রে-বুঝে বিশেষ দেখে । ২৩ ।

দক্ষ-কুশল চাতুর্য্যে তুই
বিনিয়ে নিয়ে পরিবেশ,
শিষ্ট তালে ইষ্টনেশায়
তাল্ ক'রে সব সমাবেশ । ২৪ ।

পরিবেশ আর পরিজন কিন্তু
বাঁচা-বাড়ার রসদ জোগায়,
এদের চর্য্যা বিদায় দিলে
ব্যষ্টি-সমষ্টি সবা'রই ভয় ;
তাইতে বলি উঠে দাঁড়া
বীর্য্যতেজা কৃতি নিয়ে,
ধৃতিপরিচর্য্যারত
সব লোকেরই আপন হ'য়ে । ২৫ ।

পারিবেশিক বিদ্রোহটা
আনেই পরিবেশের ক্ষতি,
বাঁচা-বাড়া খর্ব্ব ক'রে
নষ্ট করে শিষ্ট গতি ;
তাই তো বলি, তাইতে বলি,
আমার মূর্খ বেকুব ভাষায়,—
সব পরিবেশ বাঁচায়ে চল
ধৃতির পথে চারিয়ে তা'য় । ২৬ ।

ইষ্টনিষ্ঠ হ'য়ে চল
আনুগত্য-কৃতি ব'য়ে,
ধৃতি-আচারে সুষ্ঠু হও
ব্যক্তি-সমষ্টি সবা'য় নিয়ে । ২৭ ।

তুমি ব্যস্ত হবে যত
বৃহৎ পরিস্থিতির জন্য,
পরিস্থিতিও ব্যস্ত হ'য়ে
জোগাবে তোমার বাঁচায় অন্ন । ২৮

মোট কথা, নিজের স্বার্থ ভেবে
ধৃতিচর্য্যা অন্যের কর্,
কৃতি-অর্ঘ্যে আসুক বোধন,
দেওয়াই স্বার্থ—বুঝুক পর । ২৯ ।

লোকসেবা, লোকচর্য্যা
বাড়বে যত শিষ্টাচারে,
পরিস্থিতিও ব্যস্ত হবে
পালন করতে জেনো তোমারে । ৩০ ।

পরিস্থিতি লওয়াজিমা জোগায়
প্রতি সত্তার সংস্থিতিতে,
সত্তা-পরিবেশ-সংহতি নিয়ে
জীবন চলে সুস্থিতিতে ।৩১।

ব্যক্তিধৃতি, কুলধৃতি,
পরিবার-সমাজ সবটা ল'য়ে
লোকচর্য্যার উদ্দীপনায়
থাকেই সবে উৎসুক হ'য়ে ।৩২।

বংশসহ সমাজ-দেশের
ব্যষ্টিসহ প্রত্যেকে,
একে-একে বিনিয়ে সবাই
সব বহুটা দাঁড়ায় একে ।৩৩।

পঞ্চযজ্ঞের যে-সব রীতি
শিষ্টভাবে করলে পালন,
পরিবার-সমাজ-দেশজীবনে
আসেই দ্রুত পরিপূরণ ।৩৪।

সত্তাই কিন্তু সবা'র অস্তিত্ব
ব্যষ্টিসহ সমষ্টির
সত্তার সাধু পোষণে কিন্তু
হয়ই পোষণ সঙ্গতির ।৩৫।

সঙ্গতি যত হয়ই দৃঢ়
অনুকম্পী বেদনায়,
সঙ্ঘ সেমনি সম্বৃদ্ধ হয়
সঙ্গতিরই উচ্ছলায় ।৩৬।

প্রতিটি সত্তা প্রত্যেকের সাথে
স্বতঃ-সঙ্গতির অর্থনায়—
বিপুল সাহসে প্রত্যেকে দাঁড়াক
যা'-কিছু অসৎ বর্জ্জনায় ।৩৭।

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
ন'ন যিনি মহাজন,
ঠিকই জানিস্ সাত্বত শ্রীর
তিনি নিয়ন্তা ন'ন ।৩৮।

অবতার কিংবা তদ্-বার্ত্তিকে
ভেদ যাহারা ক'রে থাকে,
তা'র দুর্ম্মদ আঘাত আসে
সত্তা নাশে ভীষণ ডাকে ;
পরিবেশের সঙ্গতি তা'য়
নষ্টই পায় ক্রমে-ক্রমে,
ইষ্টনিষ্ঠানুগত্য-কৃতি
মিইয়ে চলে দমে-দমে ।৩৯।

ছিন্ন-ভিন্ন জনন যেথায়
ব্যক্তিত্ব যেথায় উদ্ভট—
সমাজ থাকে কোন্‌খানে তোর ?
র'বেই সেথা সঙ্কট ।৪০।

সমাজবৈকল্য আসেই যখন
সত্তাচর্য্যা ভেঙ্গেই যায়,
পারস্পরিক ঊর্জ্জনাশীল
চর্য্যাচলন নেয় বিদায় ;

তা'রই ফলে উৎক্ষেপ আসে
বিপাক বাড়ে প্রতিপদে,
ব্যতিব্যস্ত স্থিতি তখন
যায়ই দ'মে তন্নিরোধে ।৪১।

মুখ্য বেকুব অশিষ্ট যে-জন
পীড়িতকেই শাসন করে,
উৎপীড়নী শক্তি যাহার
সেইদিকেতেই ঢ'লে পড়ে ;
বুঝলে এমন বেকুব চালাক
নজর রেখো তীব্রতর,
নয়তো কিন্তু দুষ্ট মানুষ
আনতে পারে অত্যাচার ।৪২।

যা'র যেমন মান ভাঙ্‌লে সেটা
সাম্যস্থিতি আসে কি রে ?
সাম্য মানে—সঙ্গতিশীল—
বৈশিষ্ট্যকে বিন্যাস করে ।৪৩।

ঐতিহ্যহারা বৈশিষ্ট্যহারা
সমাজগ্রন্থি যেথায় বাদ—
অন্য কিছু হ'তেও পারে
নয়কো সেটা সাম্যবাদ ।৪৪।

সাম্যবাদের মূর্ত্ত প্রতীক—
সত্তাই যা'র সিংহাসন,
বৈশিষ্ট্যই যা'র উপাধানটি
যিনি তা'তে আরূঢ় র'ন,—

তাঁকে ধ'রে শিষ্ট সেবায়
হও সাত্বত মহাজন,
ঊর্জ্জী নেশায় উপ্‌চে ওঠ,
আন সবার উৎসর্জ্জন ।৪৫।

গুণীকে ধরিয়া বাজারী ধরিও,
গুণী দিয়ে ধ'রো গণ,
গণ হ'তে বেছে ব্যষ্টিকে ধ'রো
ক'রো তা'র উন্নয়ন ।৪৬।

সৎসন্দীপী চতুর গুণীরা
বুঝে-সুঝে সব ঠিক,
প্রতি ঘরে-ঘরে গৌরব আনে
উছলিয়া সব দিক্ ।৪৭।

ধূর্ত্ত-চতুর নিষ্ঠাদীপ্ত—
এমন যাহারা হয়,
গুণীর সহিত বাজারী ধরিয়া
আনে সবার উপচয় ;

বৈশিষ্ট্য বুঝিয়া নিয়ন্ত্রণগুলি
যেমন যাহার লাগে,
তেমনি করিয়া প্রতিটি জনকে
চালনা করিয়া থাকে
বিপুল আগ্রহে চতুর চালনে
শিষ্ট সুষ্ঠুতায়
প্রতিটি গণকে উন্নতির পথে
চালনা করিয়া ধায় ।৪৮।

কা'রো সাথে বচসা তুমি
করতেই যদি চাও,
ভাবে-ভাবে খুঁটিয়ে ব্যাপার
নিখুঁত জেনে নাও ;
তারপরে যে কথাগুলি
অপ্রীতিকর যা',
বিন্যাস ক'রে সে-সবগুলি
মাথায় রেখো তা' ;
ন্যায়-অন্যায় ধ'রে-ধ'রে
বুঝিয়ে দিও বচসায়,
ঝগড়া-টগড়া যা'ই কর না
তৃপ্তি পাবে সবাই তা'য় ;
আবার দেখো—মনের চোখটি
বিস্ফারিত একটু ক'রে—
ভালও আছে তা'র মাঝে কত
সেগুলিকেও রেখো ধ'রে ;
ভালমন্দের সঙ্গতিশীল—
বচসা নিয়ে তা'ই ব'লো,
এমনি ক'রে উভয়েই তোমরা
অন্তরেরই দুয়ার খোলো ;
এ বচসার মাধ্যমেতে
আসতেও পারে কিন্তু শুভ,
আক্রোশ সব এড়িয়ে তোমরা
ফেলবে দূরে সব অশুভ ।৪৯।

ব্যষ্টিসহ সমষ্টিকে
বৈশিষ্ট্যেরই অনুনয়নে
কুশলকৌশল বিনায়নে
বাড়িয়ে তোলে ব্যষ্টিগণে ;
বিনায়িত ব্যষ্টি ক'রে
সমষ্টিকে উদ্বেলন,

আনেই আনে কত ধাঁচে
দশ ও দেশের উন্নয়ন,—
পুণ্য তা'রা, ক'রে হওয়ার
দীপ্ত সৎ-এর মূর্ত্তনা,
অসৎ-নিরোধ ক'রে আনে
সত্তার কত বর্দ্ধনা ।৫০।

রাজনীতি

লোকরঞ্জনী চর্য্যানীতি
স্বতঃস্রবা ব্যক্তিত্বে যা'র,
রাজনীতিজ্ঞ তা'কেই জানিস্,
সাত্বত চর্য্যায় লক্ষ্য তা'র ।১।

রাজনীতির যা'রা বড়াই করে
অথচ জানে না ধর্ম্মনীতি,
অপকর্ষী সে-সব নেতার
অপদম্ভ ঘটায় ভীতি ।২।

মত যদি তুই বাস্তবতায়
সত্তাসিদ্ধ করলি না,
মত কিন্তু মতই র'ল
অর্থে তা'কে আনলি না ।৩।

থাক্‌লে আদর্শে ব্যতিক্রম
জাতির ঘটায় মতিবিভ্রম ।৪।

নেতা যেথায় সাত্বত নয়,
সাত্বত স্বার্থ করেই ক্ষয় ।৫।

নেতার রইলে কু-উর্জ্জন,
ক্ষয়েই চলে দেশ ও জন ।৬।

আদর্শ না হ'লে মহৎ-শিষ্ট,
করেই জাতিকে কুট-নিকৃষ্ট ।৭।

শিষ্ট সঙ্গতিত্ সম্বৃদ্ধ না হ'লে—
সেই আদর্শে কুফল ফলে ।৮।

আক্রোশদুষ্ট আদর্শ যে ধরে,
জাতি ও জন সে ধ্বংস করে ।৯।

পালন-পোষণ-চর্য্যাবিহীন
আদর্শ দেশকে করেই যে দীন ।১০।

অসৎ ধাওয়া, অসৎ পাওয়া,
অসৎ করায় বাহাদুরি,
ছারেখারে দেশটা পোড়ে
সত্তা-বিভব হরণ করি' ।১১।

পূর্ব্বপুরুষে নাইকো শ্রদ্ধা
বাস্তুভিটায় নিষ্ঠা নাই,
কুলাচার যা'র ব্যতিক্রান্ত
দেশটা নষ্ট করে তা'রাই ।১২।

শিষ্ট কুলের ঐতিহ্য-সংস্কারে
কৃষ্টি নয় যা'র গাঁথা,
নিয়ন্তা সে নয়কো কভু,
নয়কো স্বভাব-নেতা ।১৩।

ছোট যা'রা নীচু যা'রা
পরের ভাষা বলতে চায়,
বলা-করায় ক'রে তা'রা
আত্মপ্রসাদ পেতে চায়,

নিজের ভাষা, নিজের পোষাক
তৃপ্তিভরা কৃষ্টিযোগ,
সব যা'-কিছু উড়িয়ে দিয়ে
করতে চায় সে জীবন ভোগ ।১৪।

নিষ্ঠানিপুণ আনুগত্য-কৃতি
দেশসমাজে যতই হীন,

উর্জ্জীতেজা পরাক্রমে।
সে-দেশ কিন্তু ততই দীন ।১৫।

পাগল বুদ্ধির অহমিকায়
অগ্রাহ্যই যদি করিস্ সবায়,
ধৃতিই যে তোর শীর্ণ হবে,
ব্যক্তিত্ব কি তা'তে দাঁড়ায় ?১৬।

লোকপ্রীতির বাহানা নিয়ে
সত্তাঘাতী অনুরাগ—
এমন যা'রা তা'দের কিন্তু
নষ্ট নিপুণ জীবন-যাগ ।১৭।

প্রধান হবার লোভ করিস্ না
ধৃতিপালী সবার হ',
যেমন পারিস্ তেমনি ক'রে
অসময়ে তা'দের ব' ।১৮।

লাখ করিস্ না, লাখ ধরিস্ না
করার চটক যতই হো'ক,
ভিত্তি-আচার না হ'লে সাবুদ
র'বে না অটুট সত্তাঝোঁক ।১৯।

আন্দোলন তুই যতই করিস্
মূলে রাখিস্ সবার ভাল,
ঐটি সিদ্ধ যেই না-হবে
সব বরবাদ, সব কালো ;
যে-আন্দোলন সবার ভাল
সেই তো সুষ্ঠু আন্দোলন,
বাঁচাবাড়ার সিদ্ধি যা'তে
সেই তো সবার উৎসারণ ।২০।

তোরই মতন দেখিস্ সবায়
তা'রাও খেয়ে বাঁচতে চায়,

বাঁচা-বাড়ার পোষণ দিয়ে
শীঘ্র দাঁড়া সার্থকতায় ।২১।

ধনী হোস্ আর দরিদ্রই হোস্
যা' কেনই তুই হোস্ না,
জীবন-বৃদ্ধির দিবিই পোষণ
বাঁচায় নিরোধ করিস্ না ।২২।

বাঁচা-বাড়ার জন্য যা'দের
নয়কো টাকা জীবনপালী,
শোষক হয় তো তারাই হবে
রেখে সবার পেটটি খালি ।২৩।

এমনটি কিন্তু কমই আছে
সেবার ভিতর নাইকো আয়,
বিনা সেবায় বর্দ্ধিত কে ?
সেবা বাঁচায় সব সবায় ।২৪।

বিক্ষোভ যেথায় যত সহজ
পারস্পরিক বোধ তেমনি ঢিলে,
বিপ্লবও চলে তেমনি সেথায়
সর্ব্বনাশে যায় অমিলে ।২৫।

অশিষ্ট আর অসমীচীনে
থাকই যদি একগুঁয়ে,
হিংসানিপুণ হ'তেই হবে
চলতেই হবে বিকৃতি নিয়ে,
ব্যষ্টি কিংবা সমষ্টিগত
উন্নতি কিন্তু হবে না,
ঘরে-ঘরে থাকলে বিরোধ
ব্যর্থ হবে বর্দ্ধনা ।২৬।

সুসংস্থিতির নাই সন্দীপনা—
সংগ্রহণী সম্বেগ, ধী,

দাসসুলভ মনোবৃত্তি—
সে-দেশের মানুষ এগোয় কি ? ২৭

দাসত্ব যা'দের ভাববৃত্তি
গোলামি যা'দের আশা-আশ্রয়,
নিজের দেশকে করতে নষ্ট
আত্মঘাতী তা'রাই হয় । ২৮ ।

অসতের বিষ ছড়িয়ে পড়লে
ক্রমেই প্রাণন-ঊর্জ্জনা,
ব্যষ্টি-বন্ধন,—শিথিল হ'য়ে
উপ্‌চে ওঠে লাঞ্ছনা । ২৯ ।

মতের ঐক্য হয় না—
মানেই হ'চ্ছে—
দীর্ণ-দিগ্ধ স্বার্থচলন
এক পথেতে যায় না । ৩০ ।

জাহান্নমের যাত্রী যা'রা
দলে যতই হয় ভারী,
জাহান্নম-প্রবৃত্ত দেশকে ক'রে
ক'রে তোলে কদাচারী । ৩১ ।

সম্যক্ দেখা না থাকলে কি
সমালোচনা চলবে তোর ?
অন্ধ আঁখির দৃষ্টি কোথায়—
দক্ষ দেখায় হবে ভোর ? ৩২ ।

অন্ধের দৃষ্টি আঁধারই হয়
কানার দৃষ্টি একপেশে,
এমন জনার সমালোচনা
সার্থকতায় দাঁড়ায় এসে ? ৩৩ ।

ইষ্টনিষ্ঠ অনুগতির
    কৃতি-আবেগ আর ঊর্জ্জনায়
দেখবি সঙ্ঘ, দেখবি সমাজ,
    ব্যতিক্রমে কেউ না ধায় ।৩৪।

ওরে পাগল ! মেকীর পূজা
    করবি বল্ আর কতদিন ?
মেকী খাদ্যে পেট কি ভরে ?
    বাড়ে কি জীবন সমীচীন ?
হামবড়াই আর ঐ তর্জ্জমায়
    নিজে তো নষ্ট হ'লিই হ'লি,
নষ্টামিতে পরকে আনতে
    ঢাল্ছিস্ যে বিষ অলিগলি ;
বুঝিস্ নাকি যাচ্ছিস্ গোল্লায়
    ব্যতিক্রমে গোঁ ধ'রে,
ব্যতিক্রমে আসবে কি ক্রম ?
    বাড়বে জীবন তা'ই ক'রে ? ৩৫।

যোদ্ধা জাতি চা'চ্ছ হ'তে
    জন্মে এনে বিকৃতি,
কু-জনন কি শক্তি আনে ?
    আনতে পারে কু-ধৃতি ।৩৬।

শাসন-সংস্থা যেমনই হো'ক্
    যা'তেই মাথা ঘামাও না,
যৌন ব্যাপার শুদ্ধ না হ'লে
    দেশের জীবন টিকবে না ।৩৭।

ব্যষ্টি-চরিত্র যৌন জীবন
    ব্যভিচার যেথা উচ্ছলা,
জনজীবনও সে-দেশে প্রায়ই
    চরিত্রদোষে পিচ্ছলা ;

অন্তরালে অদৃষ্ট তখন
ভাসতে থাকে চোখের জলে,
আপদ্ তখন বিপদ্ নিয়ে
সবার পিছু-পিছু চলে ।৩৮।

শাসন ক'রো তায়,
রক্ষা, বহন, পোষণ ক'রে
রাখ্‌ছ তাজা যায় ।৩৯।

শাসন যদি তুষ্টি না দেয়
তৃপ্তি না দেয় জীবনটায়,
সে-শাসনে কী হবে তোর !
মরবি শুধুই তেষ্টায় ।৪০।

পাপী বাটপাড় খল জুয়াচোর
অপরাধ তা'দের যেমনই হো'ক,
নিরাময়ে লক্ষ্য রেখে
শাসন-পোষণে দিও ঝোঁক ।৪১।

ক্রোধের উনুন জ্বালিয়ে তুমি
যতই কেবল শাসন দাও—
বিশৃঙ্খলার বেমিছিলায়
ঔদ্ধত্যকে ডেকে নাও ।৪২।

সও না, বও না, নাইকো দরদ
তবুও শাসক হ'লে তুমি ?
এমনতর শাসক হ'লে
জাহান্নমেই জন্মভূমি ।৪৩।

শাসন যেথায় শাস্তি আনে
শান্তিহারা হয়ই তা'রা,
শাস্তি কিন্তু শাসন নয়কো
জেনোই সেটা অসৎ ধারা ।৪৪।

শাসন যেথায় ব্যর্থ হ'ল
শান্তি এল সেইখানে,
কী উপায়ে কী করবে তুমি
জেনে চলাই 'শাসন'—মানে ।৪৫।

দুষ্ট যারা পুষ্ট হবে
দণ্ডই যদি হয় প্রধান,
দোষক্ষালনী পরিচর্য্যাই
সংশোধনের হয় নিদান ।৪৬।

শাসন যেথায় সুস্থি আনে
শাসনই সেথায় ভাল,
অবাধ্য দোষ ব্যক্তিত্বকে
করেই কিন্তু কালো ।৪৭।

যে-শাসনে তুষ্টি-সহ
অনুতাপের জ্বলে আগুন,
আরোগ্য তো তা'তেই আসে
কোকিল-সহ যেন ফাগুন ।৪৮।

পোষণচর্য্যা যেমনতর
তুষ্টিবিধান করবে,
শাসন কিন্তু তেমনতরই
লোকহৃদয়ে ধরবে ।৪৯।

শাসন যদি পোষণ দিয়ে
সত্তা-স্থিতি রাখল না,
সে-শাসন তো কোনক্রমেই
বিধির বিধান ধারল না ।৫০।

উর্জ্জী মধুর শাসন জানিস্
হৃদয় স্পর্শ করে,
তেমন শাসন প্রায়ই দেখো
ধৃতি-ধরণ ধরে ।৫১।

শাসনভরা তোষণ দিও
যেখানে যেমন প্রয়োজন,
বাঁচাবাড়ায় উস্‌কে তুলো'
তেমনি রেখো আয়োজন ।৫২।

দরদ নিয়ে শাসন কর,
পোষণও কর তেমনি,
যেমন করবে শাসন-তোষণ
ফলও পাবে সেমনি ।৫৩।

অনুকম্পা নিয়েই চলিস্—
দোষীই হোক আর পুণ্যবান্,
স্নেহচর্য্যী শাসন নিয়ে
অনুতাপটি জাগিয়ে দিয়ে
দুষ্টে করিস্ দোষমুক্ত
পুণ্যে করিস্ পূর্য্যমাণ ।৫৪।

প্রীতির রাগটি জ্বালিয়ে রেখো
হৃদয়ে রেখে তৃপণ-ফাগ
সমবেদনী অনুকম্পায়
জ্বালাও দেখি শাসন-রাগ,
দেখবে তুমি দু'দিন পরে—
গ'লে গেছে আগুন-রাগ,
দীপন প্রীতি দ্যোতন-বিভায়
নাচবে তাথৈ ফাগুন-ফাগ ।৫৫।

উচ্ছৃঙ্খলায় আসে যদি দেশে
ধৃতি-পোষণার ব্যাহতি,
দেশটা তখনই ক্ষয়স্রোতে চলে
দৃপ্ত হয় সব অরাতি ।৫৬।

দেশ-উন্নতির ধুয়ো ধ'রে
দেশের উন্নতি হবে না,

লোকবৈশিষ্ট্যের উন্নতি বিনা
দেশের উন্নতি হয়ই না । ৫৭ ।

লোকসত্তাকে কেন্দ্র ধ'রে
বিশেষত্বের উন্নতি,
তা' বিনে কি হয় রে পাগল !—
দেশের-দশের উদ্গতি ? ৫৮ ।

দেশের সেবা করবি কি রে !
দেশের উন্নতি অমনি হয় ?
ব্যষ্টিগুলোয় সম্বৃদ্ধ কর্—
তবে তো দেশের হবে জয় ! ৫৯ ।

টুক্রো দলে টুক্রো-টুক্রো
তোমরা যতই থাকবে হ'তে,
উৎসারণী সম্বর্দ্ধনায়
দেখ্বে কা'রো কমই ব'তে । ৬০ ।

ব্যষ্টিসহ সমষ্টির
খণ্ড-খণ্ড গুচ্ছ হয়,
বিদ্রোহ আসে ঐ পথেতেই
দ্রোহ-সঙ্ঘাতে নিকেশ পায় । ৬১ ।

হিংসা যেখানে কঠোর ব্যাপক,
বিদ্রোহ যেখানে হানে আঘাত,
শিষ্ট-কঠোর সন্দীপনাই
রুদ্ধ করে সে উৎপাত । ৬২ ।

সকল দেশই তোর পরিবেশ
সবাই যে তোর লালক-পালক,
বরবাদ তুই করবি যা'কে
আসবে তা'তেই দুঃখশোক । ৬৩ ।

পোষণ-পূরণ পাবি না তুই
করলে কা'কেও দুষ্ট আঘাত,
ব্যাঘাত যে তোর থাকবে মজুত
ব্যক্তি ও দেশ হবেই নিপাত । ৬৪ ।

ব্যষ্টি কিন্তু নয়কো কিছু
সমষ্টিকে দিয়ে বাদ,
সমষ্টিও নয়কো কিছু
ব্যষ্টি-সহ রেখে বিবাদ । ৬৫ ।

ব্যষ্টিসহ সমষ্টির
নিয়ে বিপুল ঊর্জ্জনা,
সেখানেই কিন্তু ভাগ্যদেবী
চলেন নিয়ে বর্দ্ধনা । ৬৬ ।

তুমিই জেনো, সবা'য় নিয়ে
বিছিয়ে আছ সকল দেশে,
তোমার স্থিতি সম্বৃদ্ধ করে
অন্যে তেমনি সবিশেষে । ৬৭ ।

তোমার সত্তার চারিদিকের
বেষ্টনী কিন্তু সবটা দেশ,
তা'দের যোগানে তুমি বাঁচ
বিশেষ হ'তে হও বিশেষ । ৬৮ ।

পরিবেশের প্রতি ব্যষ্টি
সাড়া নিয়ে পরিবেশের,
ভেবে-চিন্তে' বেড়ে ওঠে
প্রয়োজন যেমন প্রত্যেকের । ৬৯ ।

বেষ্টনী যা'র যেমনতর
প্রস্তুতি তা'র দশগুণ বেশী
থাকেই যদি, তবে তো হয়
নিরপেক্ষতা সুবিন্যাসী । ৭০ ।

সদ্-ইচ্ছা তোমার হাজার থাকুক
শয়তান কিন্তু ছাড়বে না,
শাতন-নিরোধ শক্তিই তো রাখে
নিরাপত্তার ঊর্জ্জনা । ৭১ ।

পারস্পরিক আদান-প্রদান
পারস্পরিক উৎসারণ,
তা'তেই কিন্তু জাতির শক্তি
তা'তেই কিন্তু উন্নয়ন । ৭২ ।

তোমায় নিয়ে থাকবে চেতন
যত লোকে প্রীতির বশে,
দেশও তেমনি শিষ্ট হবে
পারস্পরিক ঋদ্ধি-রসে । ৭৩ ।

ব্যষ্টির প্রতি ব্যষ্টির যত
শিষ্ট-সাধু সম্বন্ধ হয়,
ঐ পথেতেই দেশ-বিদেশে
তোমার ঊর্জ্জী দীপ্তি বয় । ৭৪ ।

সত্তাকেন্দ্রিক তোমার জীবন
ক'রে আলো-বিকিরণ—
পারস্পরিক সঙ্গতিতে
বাড়ায় সবা'র সম্বর্দ্ধন । ৭৫ ।

হাতে-কলমে পরিচর্য্যায়
পঞ্চযজ্ঞের বোধবিধি,
পঞ্চযজ্ঞই জনগণের
লোকপূজার পুণ্যবেদী ;
দেখ্ পারিস্ তো দেখ্ না ক'রে
এমন পূজায় কেমন হয় !
সার্থকতায় পারলে করতে
গা'বি সুখে জীবন-জয় । ৭৬ ।

প্রত্যহ নৃযজ্ঞ-অর্ঘ্য
রাজ্যপালকেও দিস্ যদি,
(ঐ) শিষ্ট উপচার লোককে কেমন
বাড়িয়ে তোলে নিরবধি ।৭৭।

ধর্ম্মঘট মানে ধর্ম্মের স্থাপন—
ধ্বংস-ক্ষতির নয় সে কেউ,
নাচিয়ে তোলে, ফাঁপিয়ে তোলে
ধীইয়ে বাঁচা-বাড়ার ঢেউ ।৭৮।

ধর্ম্মঘটের ঘোঁট পাকিয়ে
বিনা পোষণে টাকা আদায়,
চর্য্যাহারা স্বার্থলোলুপ
শোষক তা'রা বাস্তবতায় ।৭৯।

করলে তুমি টাকার দাবী
অভাবের ভাব জাগিয়ে তুলে,
সেই টাকাটা দেবে কা'রা
যা'দের চর্য্যা টাকার মূলে ?
থাকবে তা'রা অনটনে
খাবে টাকা ধর্ম্ম-ঘোঁটে,
রক্তশূন্য তা'য় হবে না
এমনতর বেকুব জোটে ?৮০।

যা'দের অর্থ আছে পোষা
তা'রাই বণিক্ তা'রাই ধনী,
তা'রাই তো সব বাঁচায় সবায়
জীবন-পোষক তা'রাই দানী ;
নিযুক্ত হ'য়ে তা'দের কাজে
বাজে তোয়াক্কা করিস্ না,
উর্দ্বর্দ্ধনার ঘোঁট ক'রে চল্
বাড়বে সবাই, ভাবিস্ না ।৮১।

পরিবেশে সহ ব্যষ্টি-ধৃতি
সবার পোষণী হবে যা'—
ধর্ম্মঘটের মানেই কিন্তু
ঠিকই জানিস্ সেই-ই তা' । ৮২ ।

আচরণে ধর্ম্ম করা—
না ক'রে যা' হয়েছে চুক,—
নিষ্ঠাকৃতি নিয়ে গড়াই
ধর্ম্মঘটের আসল তুক । ৮৩ ।

ধর্মঘটের আশিস্-শাসন—
বাঁচাবাড়ার অভিসারে,
কেউ কা'কে যদি বাদ দিয়ে চলে
ধর্ম্মঘট তো কয় না তা'রে । ৮৪ ।

প্রতি অন্তরে কর্ স্থাপন তোরা
ধর্ম্মঘটের শিষ্ট আসন,
প্রতিজ্ঞা কর্—আচরণে তুই
করবি অসৎ-সংশোধন । ৮৫ ।

জীবন-চালনার অসুবিধা,
নিরাপত্তার ব্যতিক্রম—
নিরাকরণ ক'রে যদি
স্বস্তির হয় উচ্ছলন,
পারলে ক'রো সে-ধর্ম্মঘট
দুষ্ট ব্যতিক্রম তাড়াতে,—
ধর্ম্মঘটে এইতো শোভন
সত্তাস্বস্তির দাঁড়াতে । ৮৬ ।

যে-লোকের যা' বিশেষত্ব
চিন্তা-কৃতি-স্বাস্থ্য নিয়ে,
পালন-পোষণ তেমনি করাই—
স-মান তো হয় সেটাই দিয়ে । ৮৭ ।

বিশেষত্বের মান-অনুগ
চলাই সাম্যবাদ তো জানি,
সমান মাপের উচিত ব্যবস্থায়
হয়ই লোকের কমই হানি । ৮৮ ।

সাম্যবাদের নীতিই হচ্ছে—
স্বীয় মানের সুব্যবস্থা,
নইলে তো তা' নয় সাম্যবাদ,
মনগড়া কোন অবস্থা । ৮৯ ।

সাম্যবাদ তো একই সুর
সাত্বত কল্যাণ যা'তে হয়,
চলন-বলন-করণ তেমনি
ধৃতিই যা'তে উপচয় । ৯০ ।

একের মতন আর-একটা হওয়া—
সাম্যবাদের কথা নয়,
বৈশিষ্ট্যানুগ সত্তাচাহিদাই
সাম্যবাদের ভূমি রয় । ৯১ ।

সুখে-দুঃখে সমানভাবে
সত্তায় শুভে নিয়ন্ত্রণ—
বিশেষত্বের অমনি চলায়
সাম্যবাদের আমন্ত্রণ । ৯২ ।

বাঁচা-বাড়ার সাম্যে থাকা
চিরন্তন সাম্যবাদ,
অমর-তেজা জীবন ক'রে
সুস্থ কর্ তোর জীবনবাদ । ৯৩ ।

যা'র যেমনতর জীবনের মান
জাতি-বর্ণ-বৈশিষ্ট্যতে,
সেই পোষণে পুষ্ট করা—
সাম্যবাদের পুষ্টি ওতে । ৯৪ ।

সত্তাকে যা' খর্ব্ব করে
সাম্যবাদের বাধা সেথায়,
সত্তাতে যা'য় বর্দ্ধনা আনে
সাম্যবাদের বিধি তা'য় ।৯৫।

ধৃতিবাদই সাম্যবাদ
প্রতিটি বিশেষ ধরা যা'তে,
জীবনগতি যাহার তেমন
চলেও সে তেমনি তা'তে ।৯৬।

যে-বাদেরই হোস্ না বাদী—
ধৃতিচর্য্যা না ক'রলে পরে,
পাতিত্যেরই বিকৃতি ঠিক
রইবে ফুটে জীবন ভ'রে ।৯৭।

কোনো বাদের ধার ধারিস্ না
জীবন-বাদের সু-ধার ছাড়া,
সুধা কিন্তু ঐখানেতে
হ'য়ে আছে পাগলপারা ।৯৮।

সাত্বতবাদই সবার সেরা
ও বাদ দিলে সব কানা,
বেঁচে-বেড়ে চলতে হ'লেই
সত্তাবাদের চাই সাধনা ।৯৯।

জাতিবর্ণের মানটি রেখে
বিবাহ-আদি যেমন উচিত,
সাম্যবাদের তা'ইতো নীতি—
সঙ্গত যা', যেটা বিহিত ।১০০।

সাম্যবাদ কিন্তু এ নয়কো
এক ছাঁচেতে সবা'কে ঢালা,
যৌন আচার, জাতি-বর্ণ
সব যা'-কিছু মুছে ফেলা ;

গুণকর্ম্ম বর্ণ-সহ
যেমন জাতির আবেগ-স্রোত
সেমনি ক'রেই গ'ড়ে তোলা
উছল ক'রে তা'দের দ্যোত ;
সঙ্গতিশীল সম্বদর্ধনায়
পারস্পরিক বন্ধনা,—
বিশেষভাবে শিষ্ট তালে
আনা সবার ঊর্জ্জনা,
পারস্পরিক এই সঙ্গতি
সার্থকতার উপচয়ে
সম্বেদনী সম্বর্দ্ধনায়
ফুটিয়ে তোলা লোকনিচয়ে ;
প্রত্যেকেরই তুমি জেনো,
তোমারও যেন সবাই হয়,
বিশেষত্বে অটুট থেকে
সঙ্গতিশীল অর্থনায় । ১০১ ।

বর্ণানুগ জাতি-প্রভা
শুদ্ধ রেখো সমীচীন,
জন্মগত নিয়মনায়
প্রবল ক'রো সর্ব্বাঙ্গীণ ;
কৃষি-শিল্প-জননপ্রথা
বাস্তব-বিদ্যায় উছল কর,
ঐ ফলনে প্রতিটি ব্যষ্টি
প্রীতি-বাঁধনে এঁটে ধর ;
মর্ত্ত্যে স্বর্গ উঠুক ফুটে
জীবনে ফুটুক পারিজাত,
দীপ্ত প্রভায় দুর্জ্জয় ঊর্জ্জী
করুক ঋদ্ধি আলোকপাত । ১০২ ।

স্বাধীনতা হো'ক্ প্রণয়বিধান
পারস্পরিক চর্য্যায়,

প্রীতির শাসন হৃদয়ে ধরিয়া
সংস্থা হো'ক্ স্থৈর্য্যায় ।১০৩।

স্ব-এর উদ্ভব যা' হ'তে তোর—
অটুট নিষ্ঠায় বজায় রাখা,
ঠিক জানিস্ তুই—স্বাধীনতা তা'ই—
কুল-ঐতিহ্যে বজায় থাকা।
শিষ্টভাবে স্ব-কে ধারণ
পালন-পোষণ-রক্ষা করা—
স্বাধীনতার সার্থকতা
তা'তেই জানিস্ থাকে ধরা ।১০৪।

জাতির গতির প্রধান যা'রা
হ'লে অসৎ-ধর্ষিত,
সে-দেশ তো হয়ই কেবল
দুঃখ-আঘাত কর্ষিত,
জীবনতানে গুণের মিলন
হয় কি কভু সে-দেশে ?
অজ্ঞ চলন লয়ই বেছে,
যায়,—নিকেশ পায় নিঃশেষে ।১০৫।

রত্ন-জীবন হারায় যে-দেশ
নিথর হ'য়ে রয় সব জাতি,
ভ্রান্ত জটিল কুটিল পন্থায়
নষ্ট করে জীবন-গতি ।১০৬।

প্রতি দেশের ব্যষ্টি কিন্তু
সমষ্টিরই উর্জ্জনা,
প্রতি পরিবেশ প্রতিস্থানে
সংবর্দ্ধনী বেষ্টনা ;
পর্য্যায়ক্রমে এই বেষ্টনীর
পরিচর্য্যা বর্দ্ধনা
নিয়ে আসে সারা দেশের
সুসন্দীপ্ত নন্দনা ;

পরিবেশকে হেলা ক'রে
স্বার্থলোভী ব্যষ্টি যখন
দাঁড়িয়ে থাকে লুব্ধ চোখে—
ক্ষুব্ধই হয় স্বস্তি-অয়ন ;
কাউকে ছেড়ে স্বার্থনেশা
নিজেই যদি বাঁচতে চায়,
জাহান্নমের পথে কিন্তু
সে তখনই তেমনি ধায় ;
বুঝে-সুঝে দিশে ধ'রে
সংবর্দ্ধনে চলতে থাক,
সঙ্গতিশীল প্রস্তুতি তোমার
চলায় কভু ঠেকবে নাকো । ১০৭ ।

রাজনৈতিক ভ্রান্তি কিন্তু
আনেই অনেক বিপর্য্যয়,
অবনতিতেই চলে মানুষ
পায় না স্বচ্ছ উপচয়,
স্বস্থ কর, শান্ত কর,
দীপ্ত কর ঊর্জ্জনায়,
কৃষ্টি সহ ধৃতি নিয়ে
দাঁড়াও অসৎ-বর্জ্জনায় । ১০৮ ।

যে-দেশ যখন অশক্ত হয়—
অন্য—তা'দের গুছিয়ে দিয়ে
শক্তি-সামর্থ্যে উছল ক'রে
দাঁড়া না প্রীতির দীপ্তি নিয়ে । ১০৯ ।

গ্রামই বল, নগরই বল,
প্রদেশ বলবে,—যত আর,
সবাই সবের সার্থকতা,
ও ছাড়া আর স্বার্থ কা'র ? ১১০ ।

বাংলা দায়ী বাংলার জন্য
বিহার ব্যস্ত বিহার নিয়ে,

উড়িষ্যা ব্যস্ত উড়িষ্যায় শুধু,—
আসবে শুভ কী পথ দিয়ে ?
প্রতিটি দেশ প্রতি-প্রদেশ
সবিশেষে দাঁড়িয়ে থেকে,
সবা'র জন্যে স্থায়ী দায়ী
সুসংহতির বাঁধন রেখে ;
আদর্শ, কৃষ্টি, সব যা'-কিছুর
উদাহরণটি রেখে নিজের,
অন্য জনায় সেই পথেতে
কর নিয়ন্ত্রণ সাথে তা'দের ;
থাক্ না যাহার যে-আদর্শ
সত্তাই কিন্তু তা'র আসন,
সত্তাপোষণ যে-আদর্শে নাই
নষ্টেই চলে তা'র জীবন ;
ঐ পথেতেই বাড়বে প্রীতি,
বাড়বে কৃতি ঐ পথেই,
ব্যষ্টি-সমষ্টি ধন্য হ'য়ে
কৃতী হবে ঐ চলাতেই ;
ঐতিহ্য-সংস্কার-প্রথাতেই বুঝো—
নিষ্ঠানিপুণ নয় যা'রা,
নিরর্থকভাবে উদার হ'য়ে
হয়ই নিথর শক্তিহারা । ১১১ ।

(তোমার) কথায় যদি ভরসা আনে
স্বস্তি আনে শাসনে,
ব্যবহারে তৃপ্তি আনে
ভয় বিনাশে উর্জ্জনে,—
স্বস্তি-সহ স্বাধীনতা
দীপ্তি-সহ বেড়ে ওঠে,
তোমাকে চাওয়া লোকের প্রাণে
নিরন্তরই থাকবে ফুটে । ১১২ ।

বিপর্য্যয়ের আভাস পেলেই
অটুট করবি সংহতি,

দৃষ্টি রাখিস্ খুব তলিয়ে
শক্ত রাখিস্ প্রস্তুতি ;
বিপর্য্যয়টা দূরেই থাকুক
কিংবা আসুক নিকটে,
রুখবি সবাই, করবি নিরোধ—
এগুতে না পারে তোর তটে ;
প্রত্যেকে নিবি দায়িত্ব সবার
সব দায়িত্ব প্রত্যেকের,
এমনি ক'রে অটুটভাবে
চলবি-করবি সব সবের ;
যতই বিশাল বিপর্য্যয় হো'ক্
প্রস্তুতি রাখবি এমনতর—
এক লহমায় করবি নিরোধ—
এমনতরই থাকবি দড় ;
নিরোধ কর্ তুই সৎ সাহসে
যা'তে ওড়েই বিপর্য্যয়,
দুষ্টও যা'তে শিষ্ট হ'য়ে
গায় সকলে বিভুর জয় । ১১৩ ।

অহিংসা-ধুয়োর আড়ালে থেকে
জননটাকেই করলি হনন,
সত্তাটাকেই দিলি বলি
হিংসাটারই ক'রতে বলন,
ব্যষ্টিসত্তার সঙ্গতি যা'
ভাঙ্‌লি না কি ক্রমে ক্রমে !
এতেও কি রে সত্তাসঙ্গতি
ভাবছ ক্রমে আসবে নেমে ?
সাত্বত ব্যতিক্রমেও না কি
আসবে ফিরে প্রেমের ধারা—
ব্যক্তিত্বই যেথা ব্যতিক্রান্ত
হ'চ্ছে জীবন পাগলপারা ?
প্রকৃতির বুকে উচ্ছ্বসিত
যেথায় তুমি যা'ই দেখ না—
এক জাত ভেঙ্গে হয় কি অপর ?—

মোটা চোখে তা'ও দেখ না !
যব ভেঙ্গে কি গম হ'য়েছে ?
আম ভেঙ্গে কি হ'ল কাঁঠাল ?
মানুষ ভেঙ্গে গরু কি হয় ?
পেয়ারা কখনও হয় কি মাকাল ?
যেমন রূপে যে-জাত জন্মে
তা'রই ধাঁজে বাড়ে সব,
নিম্ব কি হয় পদ্ম-চাকা ?
ধান কখনও হয় কি যব ?
ব্যষ্টিপ্রীতি বরবাদ ক'রে
সমষ্টিকে বাসতে ভালো,
প্রকৃতিবিহীন প্রকৃতি নিতে—
এমন বিদ্যা কে শিখালো ? ১১৪ ।

সত্তা-আসনে আদর্শ নাই যা'র
নিষ্ঠাসহ অনুগতি-কৃতি,
আদর্শ যা'র নয় নিয়ামক
ইষ্টার্থে যা'র নাই সঙ্গতি ;
নিয়ামক-কেন্দ্র বিকল যাহার
ব্যতিক্রমদুষ্ট জীবন-রীতি,
সে কি কখনও বুঝতে পারে
কোথায় কেমন কী রাজনীতি ?
ব্যষ্টিসহ সমষ্টির
চর্য্যানিপুণ অনুনয়নে,
রঞ্জনাতে তৃপণ-দীপ্ত
শিষ্ট-সঙ্গতি যা'তেই আনে,
জীবনধারার গতি কেমন
কোথায় কেমন ক'রতে হবে !
কী-ই বা ক'রে কা'র সঙ্গেতে
সঙ্গতিশীল কেমন র'বে !—
সত্তা যা'তে দীপ্ত শুভ—
রাজনীতিটি হয় সার্থক,
জীবনবিভা পুষ্টি পেয়ে
নষ্ট করে যা' নিরর্থক । ১১৫ ।

ইষ্টার্থে যা'র নিষ্ঠা নাই
ব্যতিক্রমী কুলাচার,—
হীনত্বেই তা'র শ্রেয়নিষ্ঠা,
ব্যভিচারই সদাচার ;
দেশপ্রেম এমন লোকের
থাকে না কিন্তু কোনদিন,
কুৎসিত ভাব-বিবেচনায়
ব্যক্তিত্ব রয় সদাই হীন ;
এমন লোকের অনুশাসন
যেথায় যেমন বর্ত্তমান—
ব্যক্তি ও দেশ হারায়ে নিষ্ঠা
থাকেই হ'য়ে খান্-খান্ ;
কথায়-কাজে রয় নাকো মিল
ব্যতিক্রমী বাতুল মন—
সর্ব্বনাশের সাথী সে যে
নষ্টে নিপুণ ব্যষ্টি-ধন ;
এমনতর দেখবে যেথায়
সাবধান থেকো অনুদিন,
শাতনদুষ্ট অনুশাসন
নইলে করবে সর্ব্বহীন ;
ব্যর্থ হওয়াই জীবন-স্বার্থ,
ভাবে—নিজে মস্ত জন,—
দমবাজী তা'র কাজ ও কথা
ব্যতীপাতই সর্ব্বক্ষণ । ১১৬ ।

অস্তিত্বই-হ'চ্ছে সৌধ দেশের
অস্তিত্বই হ'চ্ছে সম্বৃদ্ধি-গোড়া,
সুষ্ঠু-শিষ্ট চলায় চ'লে
ঊর্জ্জে ওঠে দেশটি সারা ;
পারস্পরিক সাত্বত বন্ধন
পারস্পরিক চর্য্যী চলন,
এতেই কিন্তু দেশে জাগে
বৈশিষ্ট্য-সমষ্টির স্বতঃবন্ধন ;

দেশটা জুড়ে একটা জীবন
উর্জ্জী দীপন তেজে ধায়,
উর্জ্জী আবেগ অনুচর্য্যাতে
সব দিকেতেই বৃদ্ধি পায় ।১১৭।

প্রতি ঘরে-ঘরে প্রতিটি নগরে
প্রদেশ-দেশের সঙ্গতি,
স্বস্থ সর্ব্বর্দ্ধনী নিয়মনে চ'লে
রাখুক অটুট সংস্থিতি ;
সবাই সবা'র বান্ধব হো'ক্
স্বস্তি-ঋদ্ধির উর্জ্জনায়,
ক্লেশসুখপ্রিয় হউক সবাই
স্বতঃ সুদীপনী নন্দনায় ;
বাঁচাবাড়া হো'ক্ সবার প্রকৃতি
স্বতঃস্বস্থ নিয়মনায়,
স্বাধীনতা হো'ক্ অটুট বিশাল
প্রতিটি ব্যক্তির সাধনায় ।১১৮।

যে-দেশেই তুমি থাক না কেন
যে-বাড়ীতে বসত কর,
প্রিয়'র বাড়ী বুঝবে সেটাই—
প্রীতির শাসন মুখ্যতর ;
সবা'র তুমি তোমার সবে
আদান-প্রদান এমনি হবে,
প্রিয়'র শাসন-অনুনয়ন
সব ব্যাপারেই মুখ্য র'বে ;
তবে তো হবে প্রিয়'র রাজ্য
তা'ইতো হবে প্রিয়'র বাড়ী,
প্রীতির নেশায় শাসন-নিয়ম
উঠবে ফুটে দরদ ভরি',
প্রীতির স্বাধীন রাজ্য সেটা
প্রীতিই সেথা শাসক রাজা,
প্রীতির মূর্ত্তি প্রীতির চলন—
স্বাধীনতা যেথায় তাজা ।১১৯।

কৃষি, শিল্প, শিক্ষা আর
বৈধী সমীচীন বিবাহ,
এই চারটি প্রধান স্তম্ভ—
জীবনের সুষ্ঠু নির্ব্বাহ ;
রাষ্ট্রদেবতা চারটি হস্তে
নিয়ে সঙ্গত পরিপাটি,
দেশ-বিদেশ করেন পালন
নিয়ে সকল খুঁটিনাটি ;
চারটি হস্তের চারটি বিভব
অটুট উছল যদি থাকে,
রাষ্ট্রচর্য্যা সেখানে জানিস্
স্বতঃনিয়ন্ত্রণে বাঁচায় তা'কে ;
আইন-কানুন যা'ই বল না
পরিচর্য্যা ঐ চারটি হাতে,
শিষ্ট-স্বস্থ যতই হবে,—
চলবে যে দেশ বৃদ্ধিপথে ;
চারটি হাতই রাষ্ট্রদেবতার
লালন-পালন পূজা করে,
চারটি হাতই ব্যষ্টিগুলি
শিষ্টপথে আগ্‌লে ধরে ;
অসৎ-নিরোধী সঙ্গতি-সহ
রাখিস্ সৈন্য-প্রস্তুতি,
শক্ত-শুভসন্দীপী ঐ
অসৎ-নিরোধী সংস্থিতি ;
বল-বিক্রম-শৌর্য্য-বীর্য্য
ঐ চর্য্যায় যেমন ফোটে,
তেমনতরই দেশ-দুনিয়া
আর্ত্তপালী হ'য়ে ওঠে । ১২০ ।

শিক্ষা

চারিত্রিক চলন যেমনতর
শিক্ষা তা'দের তেমনি হয়,
শ্রেয়নিষ্ঠ অনুগতি-কৃতি
বিনিয়ে আনে উপচয় ।১।

ব্যতিক্রমে আনেই কিন্তু
অপচয়ের সমর্থন-শিক্ষা
অপচয়ে অন্ধ হ'য়ে
পায়ই নিকেশ অনুশীলনী দীক্ষা ।২।

আজগুবী ও বেতাল রকম
দেখবি যেথায় যেমনতর,
বিনিয়ে সে-সব সার্থকতায়
যত্নে রাখিস্ তেমনতর ।৩।

ভালটাকে জানবেই তো
মন্দটাকেও নিও বুঝে,
ভালয় মন্দ, মন্দে ভাল
সেটাও কিন্তু নিও সুঝে ।৪।

খামখেয়ালে চলবে তুমি
সেটায় শিক্ষা হবে না,
বিদ্যাবিদের হ'তেই হবে
আচার্য্যনিষ্ঠ,—নইলে না ।৫।

গায়ের জোরে শিক্ষা হয় না,
মন-মেধার লাগে সঙ্গতি,
ইষ্টনিষ্ঠ অনুশাসনের
অভ্যাসে আসে প্রতীতি ।৬।

শিক্ষারে তুই গলা টিপে ধ'রে
রুদ্ধ করিস্ না তা'য়,
কথায়-কাজে প্রতিজীবন হো'ক্
অটুট উজ্জ্বল নিষ্ঠায় । ৭ ।

বিদ্যালয়ের প্রবেশ-দ্বারেই
পরখ ক'রে বর্ণগতি
ছাত্র নেওয়া খুবই ভাল—
থাকলে নিষ্ঠা-অনুগতি । ৮ ।

স্নেহচর্য্যায় শিক্ষা দিলে
লক্ষ্য রেখে বর্ণগতি,
ছাত্রবিপর্য্যয় কমই ঘটে
নষ্ট হয় না নিষ্ঠানতি । ৯ ।

ছাত্র এলেই ছাত্র-পরীক্ষক
দেখবে নিপুণ দৃষ্টি নিয়ে—
কোন্ বিষয়ে সম্বেদনা
বিশেষভাবে চলছে ধেয়ে ;
সেটাতেই তা'র বিশেষত্ব,
বেশ ক'রে তা'র সেটা বুঝে,
ছাত্রকে দিও তেমনি শিক্ষা
যা'তে চলে বুঝে-সুঝে । ১০ ।

শিক্ষকতা করতে গেলেই
ছাত্রদের ধাত বুঝে নিও,
ভাল লাগার রকম দেখে
সেই পথেতে শিক্ষা দিও । ১১

ধাতের উল্টো চলতে গেলে
যতই শেখাও—হবেই কম,
শিক্ষা সাধু হবে নাকো
উড়িয়ে দিলে রুচি-রকম । ১২ ।

নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতি
যেথায় যাহার অটুট-স্রোতা,
নিষ্ঠানিদেশ, ভাঙ্‌লে পরে
হয়ই কিন্তু শীর্ণ-ভোঁতা । ১৩ ।

ঠিক জানিস্ যা', শিক্ষা দেওয়ার
আবেগ থাকা ভালই তো,—
তাই ব'লে তা'র ফেরিওয়ালা হ'য়ে
করিস্ নে কৃষ্টি অবনত । ১৪ ।

উপাধি যা'দের ব্যাধি হ'য়ে
কাণ্ডজ্ঞানকে ক'রেছে নষ্ট,
শিক্ষক-নেতা নয়তো তা'রা—
একথা জানিস্ খাঁটি্ স্পষ্ট । ১৫ ।

শিক্ষার হোতা শিক্ষক কিন্তু,
শিক্ষকে নিষ্ঠা অটুট হ'লে
ধৃতি-যাগের উৎসারণায়—
তবেই শিক্ষায় সুফল মেলে । ১৬ ।

শিক্ষকের প্রতি নিষ্ঠা হ'লে
নিষ্ঠার নিয়ামক তিনিই হন,
আনুগত্য-কৃতি সহ
পারগতায় তিনিই র'ন । ১৭ ।

শিক্ষকে নিষ্ঠা সন্দীপ্তি দেয়
কৃতিসহ অনুরাগে,—
ভাবাচিন্তার নিয়মনে
নিষ্পাদনটি আসেই বাগে । ১৮ ।

শ্রমের সেবাই আশিস্-সেবা
যা'র উৎস শিক্ষক হন,
ধী-দীপনী কৃতিনেশায়
নিষ্পাদনে তিনিই র'ন । ১৯ ।

গুরু, শিক্ষক যা'ই বল না
শিক্ষা নিচ্ছ কাছে যা'দের,
আনুগত্য নিয়ে সেথায়
যেমন পার দিওই তাঁ'দের । ২০

গুরু যদি অপমান করেন
বাড়েই শিষ্যের মান,
তাড়ন-পীড়ন-ভর্ৎসনায় হয়
জ্ঞানে অভিযান । ২১ ।

গুরু কিংবা শিক্ষকের কাছে
হয় না ছাত্রের অপমান,
অনুশীলনী কৃতিচর্য্যায়
বরং পায় সে বহু মান । ২২ ।

আগ্রহ আর অনুগ্রহই
ছাত্র-শিক্ষকের মূলধন,
কৃতিচর্য্যা অনুগতি
বিদ্যাসত্তা করে সৃজন । ২৩ ।

শিষ্ট চলার নিয়ন্ত্রণে
অভ্যস্ত হয় যা'রা যত,
আচরণ আর চরিত্রেও হয়
তা'রা তেমনি সমুন্নত । ২৪ ।

শিষ্ট নিষ্ঠা নাইকো যা'দের
অভ্যাসে নাই মন,
আয়ত্ত তা'য় কা'রো কি হয় ?—
বিক্ষিপ্ত জীবন । ২৫ ।

যা' আয়ত্ত করতে চাস্ তুই
বোধ, বিবেক আর জ্ঞান দিয়ে,
আয়ত্ত করার উৎস যিনি—
চলিস্ তাঁ'তে নিষ্ঠা নিয়ে । ২৬ ।

নিষ্ঠাসহ আনুগত্য
কৃতিসম্বেগ বুদ্ধি-বিবেক—
এই খাটিয়ে সার্থকতায়
আয়ত্ত করিস্ নিয়ে সম্বেগ ।২৭।

আয়ত্ত করার সঙ্কল্পটা
যখন থেকে মনে এলো,
আয়ত্ত-করণ পদ্ধতিকে
চেতনক্রিয় ক'রে তুলো ।২৮।

আয়ত্তি যা'র যেটায় যেমন
বিভূতিও তা'র তেমনি তা'তে,
নিষ্ঠানিপুণ অনুশীলনে
যায় তা' পাওয়া তাঁ'র সেবাতে ।২৯

নিষ্ঠাতালে চ'লে-চ'লে
সঙ্গতিশীল জ্ঞানবিভব
বাড়বে যতই—ততই কিন্তু—
শিক্ষাও তোমার হবে বাস্তব ।৩০।

জ্ঞানের দ্যুতি বাড়বে যেমনি
কৃতি-কুশল বিভব নিয়ে,
ইষ্টনিষ্ঠার নৈষ্ঠিকতা
সার্থকতা আনবে ব'য়ে ।৩১।

পড়াশুনা করলি কত
বোধ যদি তা'য় নাই এল,
বোধ ও জ্ঞানের নাই তোয়াক্কা
বুঝের নেশা পণ্ড হ'ল ।৩২।

ক্রমে-ক্রমে ধাপে-ধাপে
উন্নতিতে চলবে যত
দক্ষ শিক্ষার অনুশীলনে,—
সার্থকতা ফুটবে তত ।৩৩।

সুষ্ঠু যুক্তি, ভাবসংহতি,
পরিচর্য্যী সন্দীপনা,
এতেই কিন্তু এনে থাকে
কৃতিসহ উদ্দীপনা ।৩৪।

সাত্বত যা' অসম্ভব দেখলেও
সম্ভব করতে চেষ্টা করিস্,
করায় পাবি আলো ও পথ
যদি আয়ত্তে আনতে পারিস্ ।৩৫।

সঙ্গতিশীল অর্থ-বিনায়নে
উঠুক বিদ্যা বর্দ্ধনে,
ধৃতি-আচরণ স্বতঃ হ'য়ে উঠুক
সবা'র স্বস্তি-নন্দনে ।৩৬।

যে-শব্দ বা যে-কথাটায়
যা'কে যেমন বোঝা যায়,
সে-শব্দ বা সে-কথাটা
নির্দ্দেশকও তা'রই হয় ।৩৭।

যেমনতর যা'ই না থাক্
শব্দের অর্থ-ব্যবহার,
ধাতু-তাৎপর্য্যে মিলিয়ে তা'রে
করিস্ অর্থে সমাহার ;
সার্থকতা পাবি যেথায়
সেইটেই হ'ল অর্থ আসল,
অন্য কিছু সবই বাজে
ফলবে না তা'য় কোন ফসল ।৩৮

ঊর্জ্জীনিষ্ঠ আনুগত্যই
শিক্ষার কিন্তু বোধ-স্থণ্ডিল,—
যা'র উপরে বিদ্যা গড়ে
সরল ক'রে সকল জটিল ।৩৯।

যতটুকু গল্প হ'ল
বলা-কওয়ায় শুনলি যা',
সেটুকু আগে অভ্যাসে আন্
ক্রমেই আসবে আরো তা' ।৪০।

নিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতি,
কথায়-কাজে সঙ্গতি,
চর্য্যা, ব্যাভার, নিষ্পাদনে
'হয় ব্যক্তিত্বের উদ্গতি ।৪১।

অশিষ্টই যদি মন—
লেখাপড়া নাই বা জানলি,
বোধ-বিবেকের সঙ্গতিতে
কর্ না সঙ্কলন ।৪২।

নতুন কা'কেও দেখলে পরে
মিষ্টি চোখে তাকিয়ে দেখো,
আগাগোড়া দেখে তাহার
বিশেষত্ব মনে রেখো ।৪৩।

সমালোচনা মানেই জানিস্—
সামঞ্জস্যে সবটা দেখা,
দেখে-বুঝে নির্ণয়নে
বিবেকটাকে করা পাকা ;
ভালটাই বা কী ফল দেবে
মন্দটাই বা দেবে কেমন,—
দো-পাল্লায় দু'টি দিয়ে
করিস্ তাহার নির্ণয়ন ;
বিন্যাস ক'রে সে-সবগুলি
বিনায়নী বিভূতি নিয়ে,
নির্ণয় করিস্ বিশেষভাবে
বাস্তবতার চক্ষু দিয়ে ।৪৪।

অস্খলিত নিষ্ঠা নিয়ে
নিষ্ঠারাগকে বাড়িয়ে তোল,
পরাক্রমী আনুগত্য
উৎসর্জ্জনী ক'রে চল ;
ঐ আবেগে কৃতি তোমার
ধৃতিচর্য্যায় অমোঘ হো'ক্,
পরাক্রমী বীর্য্য নিয়ে
ধী-সম্বেগের বাড়াও ঝোঁক্ ;—
শিখতে গেলে এই-ই হ'চ্ছে
প্রথম—প্রধান মূলধন,
যে-নিয়মনে ব্যক্তিত্বের হয়
পরাক্রমে উচ্ছলন । ৪৫ ।

প্রজ্ঞা

জ্ঞান বলিস্ তুই কা'রে ?—
বৈশিষ্ট্যসহ জনন-জাতি
যা'তে বাঁচে-বাড়ে । ১ ।

এষণাসান্দ্র গবেষণার
মন্দ্র-দীপ্ত উদাম সুরে,
বিজ্ঞতারই বিভব নিয়ে
জানিস্ প্রজ্ঞা ওঠে স্ফুরে । ২ ।

আবৃত্তিটার যেমন চলন,
আসেও তেমনি বোধোন্নয়ন । ৩ ।

পারস্পরিক অনুনয়ে
তাৎপর্য্যশীল সঙ্গতি,
জেনে-শুনে বুঝে চলা—
এইতো জ্ঞানের পদ্ধতি । ৪ ।

শোন্ শোন্ শোন্ কই তোরে—
নিষ্ঠানিপুণ আনুগত্য-কৃতি
না হ'লে কি জ্ঞান বাড়ে ? ৫ ।

নিষ্ঠা-নিপুণ অটুট টানে
সন্ধিৎসা-সহ কৃতি-আবেগ,
ঐশী দীপন প্রজ্ঞা নিয়ে
জীবনে বাড়ায় ধৃতি-সম্বেগ । ৬ ।

বেদ পড়বি কী ?—
মূর্ত্ত বেদের চর্য্যা-সেবায়
বাড়েই বেদের ধী । ৭ ।

না খেলে যেমন পেট ভরে না,
না করলে কি জ্ঞান বাড়ে ?
ভক্তিভরা জ্ঞান না হ'লে
অজ্ঞতা কি কভু সারে ? ৮ ।

চেষ্টা যত নিরন্তর হবে
অভ্যাসও বাড়বে তেমনি,
কৃতিদীপ্ত ঐ অভ্যাসে
জ্ঞানও ফুটবে সেমনি । ৯ ।

বিনিয়োগের পারগতা
খুলবে যতই বাস্তবে তোর,
বিজ্ঞও হ'বি তেমনতর
ছিঁড়ে যত অজান ডোর । ১০ ।

আদর্শ যা'র সাত্বতী নয়
সত্তাকে সে পাল্‌বে কী ?
আদর্শেরই নিয়মনায়
বাড়ে কিন্তু প্রজ্ঞা-ধী । ১১ ।

শ্রদ্ধা-নিষ্ঠা যেমন যা'তে
লাগোয়াও সেবা-ঊর্জ্জনায়,
বোধবিকাশও তেমনতর
হয়ও তেমনি বর্দ্ধনায় । ১২ ।

উপাধি কিন্তু বিদ্যা নয়কো,
বাস্তব জ্ঞানেই বিদ্যা রয়,
সঙ্গতিশীল সার্থকতায়
জীবন-সহ বিদ্যা বয় । ১৩ ।

দীন থেকেও জ্ঞানদীপ্ত হও—
বাস্তব বোধ নিয়ে,
দেখে-ক'রে বুঝে-সুঝে
সঙ্গতিশীল হ'য়ে । ১৪ ।

বহুদর্শিতা পেলেই তা'কে
খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শোন,
কোথায় কেমন সেটি খাটে
বেশ ক'রে তা'কে জান । ১৫ ।

বহুদর্শী কৃতী লোকের
বোধ ও বুঝ যা' শুনে নিয়ে
নিজের সাথে মিলিয়ে দেখবি,
করবি বিহিত হৃদয় দিয়ে । ১৬ ।

হাতে-কলমে যা'দের করা
ক্ষিপ্র-দীপ্ত পরাক্রমে,
বিজ্ঞতা তো তা'দেরই হয়
বাড়েই সেটা ক্রমে ক্রমে । ১৭ ।

হাতে-কলমে যেটা ক'রে
অন্তরে ধ'রে রাখো,
তা'ই দিয়ে হয় জ্ঞানের উদয়—
ভেবে-চিন্তে দেখো । ১৮ ।

না করলে কি হয় কিছু রে ?
ক'রেই কিন্তু হ'তে হয়,
করায় অবশ যেমনতর
লাখ বুঝেও সে অলস রয় । ১৯ ।

গাফিলতিতে হেলান দিয়ে
বেহুঁস্ হ'য়ে থাকিস্ নাকো,
বুঝিস্ যা' তা'ও বুঝে দেখিস্—
চলার পথে ঠেকবি নাকো । ২০ ।

জানা যতই কানা তোমার
অসহায় তুমি তত,
ভ্রান্তিভরা আচার-ব্যাভার
বিধ্বস্তি আনে স্বতঃ । ২১ ।

অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা
যা'কে রাখে অবোধ ক'রে,—
অনবরত পাল্‌টায় পথ,
কোনতা'য় স্থির থাকতে নারে ।২২।

পাখীর মত বলতে পার—
সঙ্গতিহীন বোধনা,
তা'র মানে কি নয়কো এটা—
আসল তথ্য জান না ? ২৩।

জ্ঞানগৰ্ব্বী সদাচারহারা
সুসংস্কারে নয় নিষ্ঠ,
বুঝিও তা'দের বিকৃত অহং
ক্লেদভুক্‌,—নয় শিষ্ট ।২৪।

ভজনসিদ্ধ জ্ঞান যেটা নয়—
জ্ঞান-বিপর্য্যয় হয় অনেক,
ভাল করতে মন্দ করে
অসৎকে সৎ বোঝে বিবেক ।২৫।

ভ্রান্ত বিজ্ঞ হওয়ার চাইতে
সহজ মূর্খ অনেক ভালো,
ভ্রান্তিটাকে চারিয়ে দিয়ে
করে নাকো দেশটা কালো ।২৬।

বোধ-বিবেকের ধার ধারে না,
নাই বাস্তবে সঙ্গতি,
অসাড় হৃদয় নিয়ে চলে তা'রা
ফাঁকা বাক্যের প্রগতি ।২৭।

সঞ্জিত তোর মন না হ'লে
বিবেক-বিন্যাস অনুনয়ন,
কোথায় কেমন কী যে ভাল
পাবি না তা'র বিকাশ-বচন ।২৮।

যে-বিদ্যাতে নাই চরিত্র
নাইকো স্বার্থ-সঙ্গতি,
সে-বিদ্যা তো বিদ্যাই নয়,
অসূয়াই তা'র নিয়তি । ২৯ ।

বাস্তবতার বোধ যেখানে
যতই হবে দিশেহারা,
কোন্ কথায় তুমি বলবে কী যে—
তা'র কি কভু আছে ধারা ? ৩০

বুঝ ও বিদ্যা বাস্তবেতে
যদিই মূর্ত্ত হ'ল না,
আকাশ-কুসুম হ'য়ে র'ল
বাস্তবে তা' এলো না । ৩১ ।

বাস্তবতার উৎসকে তুই
যদিই ওরে ! জানতে চাস্,
বাস্তব সব ঘেঁটে-ঘুঁটে
দেখ্ না হদিশ্ যদি পাস্ । ৩২ ।

বাস্তবতার সঙ্গতি নাই
শুধুই কেবল কল্পনা,
সে-বুঝেতে নাইকো রে বোধ—
কল্পনারই জল্পনা । ৩৩ ।

বাস্তবতার সঙ্গতি নাই,
কল্পনারই ঘোরে-ফেরে
চলবি যেমন, ভাস্‌বি তেমন
অবুঝ বুঝের মোহের তোড়ে ;
তাই বলি শোন, ঘেঁটে-ঘুঁটে
দেখিস্ যা'-সব বিনিয়ে নে ,
বিনায়নী তাৎপর্য্যেতে
আয়ত্তে সে-সব নে এনে । ৩৪ ।

বৃত্তিবেঘোর লালসা নিয়ে
 ব্যক্তিত্বটা বিকিয়ে দিয়ে
পাবি কি রে তুই প্রজ্ঞা মহান্—
 আস্তাকুঁড়ে পা বাড়িয়ে ? ৩৫ ।

সংবেদনী সেবা তোমার
 তৃপ্তিই যদি ঢাল্‌লো না,
ব্যক্তিত্ব তোমার অমন চর্য্যায়
 জ্ঞানবিভবে বাড়্‌ল না । ৩৬ ।

ব্যতিক্রমী বোধ-বেদনা
 বিপর্য্যয় এনেই থাকে,
সঙ্গতিশীল অশিষ্টতায়
 অনিষ্টকেই আনে ডেকে । ৩৭ ।

বিদ্যাবত্তা থাক্ না যতই
 থাক্ না যত পরাক্রম,
নিষ্ঠা যাহার ভঙ্গপ্রবণ—
 ঊর্জ্জনার হয় ব্যর্থ দম । ৩৮ ।

মুখবাচালী বিদ্যাবিভব
 যতই দেখবি তীব্রতর,
কৃতিযুক্ত আচার-চরিত্রে
 না থাকলে তা' নয়কো খর । ৩৯ ।

বিদ্যাবাগীশ অনেক আছে
 জীবন-ধর্ম্ম বোঝে না,
ধৃতি-চলন কৃতি নিয়ে
 নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না । ৪০ ।

পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা
 আনেই যে-সব বিদ্যাবান,
অধঃপাতে ঢ'লেই পড়ে
 দুষ্ট তা'দের অভিযান । ৪১ ।

কু-সমালোচনা করলি যেই তুই
ইষ্ট—শ্রেষ্ঠ—মহাজনের,
সদ্-দীপনার হারালি খেই
ভোগ্য হ'লি তুই অসতের । ৪২ ।

শ্রেয়-নিদেশ না মেনে চললে
বোধ-বিবেকে ধ'রে ঘুণ,
বহুদর্শিতা উচ্ছন্নে যেয়ে—
ব্যর্থ-কল্পনা বাড়ে নতুন । ৪৩ ।

গুরুগৌরব-পরাক্রমহীন
নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতি,
বুদ্ধি-বিচার তদ্-অনুগ,
বুঝে রেখো—তেমনি ধৃতি । ৪৪ ।

শিষ্টভাবে দুষ্ট দলন
বুঝো—যে-জন করতে পারে,
সন্ধিৎসু দৃষ্টি ধীনৈপুণ্য
বাক্-চাতুর্য্য ছাড়ে কি তা'রে ? ৪৫ ।

সার্থকতায় যুক্ত করে
এমন যা' তা'ই যুক্তি,
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে যা'র
পোষণে আসে শক্তি । ৪৬ ।

জ্ঞান-দর্শন সঙ্গতিশীল
হ'য়ে করে যা' যুক্তি তা'ই,
বিশেষের সাথে বিশেষ মিলনে
যুক্তির ফসল হয় সেটাই । ৪৭ ।

যুক্তি করবি কা'র সাথে ?—
দেখে-শুনে বুঝবি যেমন
যেটুকু মিল রয় যা'তে । ৪৮ ।

যুক্তি দিয়ে বুঝবি কী তুই ?
যুক্তির সীমা কতদূর ?
দেখাশোনায় বুঝটা যেমন
যুক্তির পাল্লা ততদূর । ৪৯ ।

ব্যাপার-বিষয় যুক্তি দিয়ে
নির্ণয় করাই সমীচীন,
কথায়-কথায় তর্ক করে—
তা'দের বুদ্ধি জানিস হীন । ৫০ ।

নিপুণ-দক্ষ চিন্তনাতে
করণধারা বরণকে পায়,
সঙ্গতিশীল বিন্যাসে আসে
অন্তর-দৃষ্টির আঙ্গিনায় । ৫১ ।

অন্তর-দৃষ্টি ফুটন্ত যেমন
নিয়ে বিনায়নী ক্রম,
অভিজ্ঞতা তেমনি আসে
কেটে-ছেঁটে অনেক ভ্রম । ৫২ ।

স্মৃতিসহ অনুকম্পা
কৃতিপথে উঠলে ফুটে,
কোথায় কেমন করতে হবে—
বোধ-বিবেচনা আসেই জুটে । ৫৩ ।

স্মৃতি যদি বিষাক্তও হয়
স্থৈর্য্যহারা বুদ্ধি-মন,
সুষ্ঠু শুদ্ধ পরিচর্য্যা
করতে পারে বিশোধন । ৫৪ ।

বোধের গোড়া—ইষ্টনিষ্ঠা,
বিন্যাস-সার্থক যে-বোধ হয়—
তদ্-অনুগ জ্ঞান-দীপনা,
তা' দিয়েই চালচলন পায় । ৫৫ ।

প্রত্যক্ষ বোধ যা' নাই তোমার
পরোক্ষ শুনেছ বলিয়া বল,
বোধ-বিবেচনায় সমীচীন হ'লে
দেখিয়া বলিয়া করিয়া চ'লো ।৫৬।

ভাব-ভাষাবোধ না থাকলে তোর,
কোথায় কেমন মূর্ত্তি নিয়ে
মূর্ত্তনাট্যের উৎসারণা—
বুঝবি তবে কিসের দিয়ে ?
বাস্তবতার প্রতিফলন
বোধে যখন উপ্‌চে ওঠে,
বাগ্‌বিন্যাসে তেমনতরই
সঙ্গতিশীল হ'য়ে ফোটে ।৫৭।

বোধটা তোমার যেমন হবে
বাস্তবেতে সঙ্গতিশীল,
সেমনি অর্থে চলবে তুমি
সব যা'-কিছুর ক'রে মিল ;
ভ্রান্ত হ'লে, ভ্রান্ত বোধ
অর্থবিহীন চলন নিয়ে,
করবে তোমায় বিপর্য্যস্ত
ব্যতিক্রমী বোধটি দিয়ে ।৫৮।

বোধের বিভব ভাব-আবেগে
সঙ্গতিশীল বিন্যাস নিয়ে,
বাগ্‌-বিভবের স্পন্দনাতে
মূর্ত্তও হয় তেমনি হ'য়ে ।৫৯।

শিষ্ট-সুঠাম ভাবের আবেগ
বাগ্‌বিন্যাসে যেমন জাগে,
অনুস্পন্দনায় লোকের ভিতর
ওঠেও ফুটে তেমনি রাগে ।৬০।

অর্থ নিয়ে শব্দ যত
সার্থকতায় ফুটতে থাকে,
বাস্তব ভাব শ্রোতার বোধে
মূর্ত্তিসহ তেমনি জাগে । ৬১ ।

বোধের মূর্ত্তি ভাবে ফোটে
ভাবটি ফোটে সেই বাক্-এ,
বাগ্‌দীপনার স্পন্দনাতে
স্পন্দিত হ'য়ে বোধে থাকে । ৬২ ।

হাতে-কলমে কাজে-কর্ম্মে
যে-সব যত দেখবি তুই,
বুঝ-বিচারে সঙ্গত হ'য়ে
বোধের পাল্লায় আস্‌বে নুই' । ৬৩ ।

ভজা-সাধা-করা যেমন
দেখায়-শোনায় বোধে এনে,
মগজের বোধ তেমনি চলে
তেমনতরই বোধে টেনে । ৬৪ ।

শিষ্ট কর্ তোর হৃদয়-মন্দির
কৃতিযাগের ক'রে হোম,
স্বভাবে তা' মূর্ত্ত ক'রে
তোল্ বাড়িয়ে বোধির দম । ৬৫ ।

চিন্তা ও করার সঙ্গতিতে
সত্তা-আবেগ বাড়িয়ে নিয়ে,
বোধ-বিবেক আর প্রখর দৃষ্টি
অনুরাগে তোল্ খতিয়ে । ৬৬ ।

জীবন-স্পন্দন-গতি যেমন
বোধও গজায় সেই তালে,
শিষ্ট হ'লে সঙ্গতি রয়
ব্যতিক্রম হয় উল্টো হ'লে । ৬৭ ।

জীবন-স্পন্দন সৎ-এ স্রোতা
তরতরে বয় যেমনতর,—
বোধবিবেকী অনুবেদনা
সঙ্গতিশীল, তেমনি দড় । ৬৮ ।

অস্খলিত নিষ্ঠা যা'দের
বোধ-স্খলন কমই তা'দের
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যেমনটি বোধ
জ্ঞানও তেমনি বাস্তবের । ৬৯ ।

নিষ্ঠা হ'লেই অনুগতি হয়
অনুগতিই তো আনে কৃতি,
নিষ্ঠা যেমন স্থৈর্য্য তেমন
তেমনতরই বোধ-ধৃতি । ৭০ ।

নিষ্ঠানিপুণ আনুগত্য
কৃতিদীপ্ত শ্রমবিভব,
উৎসাহতে গ'ড়ে তোলে
শিষ্ট-শুভ যা'-কিছু সব ;
দুর্জ্জয় হয় বোধদীপ্তি
উজ্জয়িনীর ঊর্জ্জনায়,
শ্রমসুখের তৃপ্ত চলায়
বাড়ায় তা'কে বর্দ্ধনায় । ৭১ ।

যেমনতর নিষ্ঠা-আবেগ
মনোনিবেশও তেমনি হয়,
বোধবিবেকও জন্মে তেমনি
কৃতিও তেমনি উপজয় । ৭২ ।

লেখাপড়া যা'ই কর না—
গবেষণা, রাজনীতি,
নিষ্ঠা তোমার যেমনতর
তেমনি হবে তা'র গতি । ৭৩ ।

নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতির
সাম্য-সুখী পরিবেদনা,
উপস্থিত-বুদ্ধির করে উদয়
জাগায় দীপ্ত কৃতি-এষণা ।৭৪।

নিষ্ঠানিপুণ দৃষ্টি নিয়ে
দেখ্ না সৃষ্টি চলে কেমন !
নিপুণ হ'য়ে বিবেচনায়
রাখ্ না বুঝে আছে যেমন ।৭৫।

নিষ্ঠানিপুণ অন্তরেতে
আনুগত্য ব'য়ে
বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব হ'য়ে উঠুক
কৃতি-সম্বেগ ল'য়ে ।৭৬।

নিষ্ঠানিপুণ মুগ্ধপ্রাণে
আনুগত্য-কৃতির সহিত
ধরবি যেটা শ্রমপ্রিয়তায়,—
বুঝবি তা'কে তেমনি বিহিত ।৭৭।

ঊষর প্রাণের ধূসর কেটে
জ্ঞানসবিতার হ'লে উদয়,
ইষ্টনিষ্ঠ আনুগত্যে
ব্যক্তিত্বের হয় অভ্যুদয় ।৭৮।

ধূলায় ধূসর ঊষর ভূমে
সবিতা কিরণ ছিটিয়ে দিয়ে,
মরীচিকার সৃষ্টি ক'রে
ভ্রমে সবায় নেয় ভুলিয়ে ;
নিষ্ঠা-অনুচর্য্যা র'লে
যেমনতর হো'ক্ না সে,
চর্য্যাব্যস্ত অন্তর তা'র
জ্ঞানদ্যুতিতে ক্রমেই ভাসে ।৭৯।

ইষ্টনিষ্ঠায় সাম্য-বিভব
আনুগত্য-কৃতি নিয়ে,
নগণ্যও যে—দাঁড়ায় যদি
প্রজ্ঞা ফোটে ফিনিক্ দিয়ে ।৮০।

মমত্বটা উৎসৃজনী
হয়ই যখন যেমন যা'র,—
ইষ্টনিষ্ঠায় অটুট হ'য়ে
বিদ্যাবিভব বাড়েই তা'র ।৮১।

নিষ্ঠা-অনুদীপ্ত নয়কো
সন্দিগ্ধ বুদ্ধি, সন্দিগ্ধ মন,
বিশ্লিষ্ট তা'র সকল বিষয়
বিশ্লিষ্ট চিত্ত, বুদ্ধি, মনন,
সঙ্গতিশীল সার্থকতা
কঠিন তা'দের বুঝতে পারা,
কী ব্যাপারে কোথায় কী মিল
ভাবা-বোঝা সূত্রহারা ।৮২।

লেখাপড়া করতে গেলে
কিংবা ধরলে কোন কাজ,
যেমনতর আগ্রহে তা'
ধরলে আসে আরো ধাঁজ,
তেমনতরই উঠবে বেড়ে
জ্ঞান, বোধ আর সুদর্শন,—
যা'র ফলেতে পিছিয়ে যাবে
অবসাদের কুমর্ষণ ।৮৩।

প্রকৃতি-পুঁথির কোন্ পাতাতে
কেমনতর কী লেখা আছে,
বেশ ক'রে তা'ই দেখে কর
সাত্বত যা' তোমার কাছে ;

বিধি-বিধানের অনুলেখা যা'
ঐ পুঁথিতেই তা'ও পাবে,
সহজভাবে দেখবে করবে
বাস্তবে যা' শুভ হবে ।৮৪।

দর্শন

সব যা'-কিছুর একই দাঁড়া
বিভেদ শুধু বিন্যাসে,
বিন্যাস যেমন বিশেষও তেমন
তেমনতরই বিকাশে ।১।

সাদা চোখে দেখতে গেলে
দেখবে দুনিয়া গরমিছিল,
বোধ-বিবেকে দেখলে সেটা—
আলাদা হ'লেও বেজায় মিল ।২।

জীবনটাকে দেখতে গেলে
বিশেষত্ব দেখবিই তা'র,
সুসন্ধিৎসু বোধবিবেকে
দেখবি যা'-সব আছে আর ।৩।

আবেগভরা অনুশীলনের
ঔপাদানিক বিন্যাসে,
গুণও ফোটে তেমনতর
যেমনটি রয় সংশ্লেষে ।৪।

ঔপাদানিক বিন্যাস যা'র
যেমনতর বিন্যস্ত হয়,
সেই চরিত্র-চাতুর্য্যে তা'র
চলন-বলন-বুদ্ধি রয় ।৫।

কাজের ভিতর খুঁজিস্ কারণ
করণ চলে যেই তালে,
করণ-গর্ভে কারণ থাকে
পরিবেশে বা উপরে-তলে ।৬।

পাগ্‌লা বেকুব ! বিশাল বুদ্ধি !
বোধ-বেকুবীর মহামিলন !
বেকুবী যা' তা' এড়িয়ে চ'লে
অস্তি-স্থৈর্য্যের কর্ সাধন । ৭ ।

সৃষ্টিটাই তো সাম্যবাদী
বৈশিষ্ট্য-সমাজ-জাতি নিয়ে,
সাম্য রাখে ঠিক সমতায়
সবার জীবন-ঝোঁক বাড়িয়ে । ৮ ।

চেতন তুমি, তা'র মানেই তো—
পরিস্থিতির চেতন সাড়া,
অজ্ঞসীমা অতিক্রমি'
জ্ঞান-চেতনায় করায় দাঁড়া । ৯ ।

সদ্য শিশু যখন ছিলে
মাতৃগর্ভ হ'তে বেরিয়ে,
চেতন-ধারায় জ্ঞান আসেনি
সঞ্চেতনায় সাবুদ হ'য়ে ;
পরিবেশের পোষণ পেয়ে
জ্ঞান চেতনায় পুষ্টি পেয়ে,
উঠলে তুমি ক্রমে-ক্রমে
মানুষ-বিভবে সম্ভব হ'য়ে । ১০ ।

শিশুর মাঝে সুপ্ত চেতনা
ধারায় যেমন প্রবাহিত
ক্রমে-ক্রমে তেমনই হয়
জন্মে বর্ণে যা' নিহিত । ১১ ।

প্রতি-বিশেষের সংঘাতেতে
তোমার-আমার চেতন চলা,
জ্ঞান ও গুণের সন্দীপনায়
ব্যক্তিত্বে হয় সমুচ্ছলা । ১২ ।

যে-উপাদানে নিত্য ফোটে
অনিত্যও কিন্তু তা'রই ধাঁচ,
অনিত্য হ'লেও থাকেই কিন্তু
গুণগঠনের যেমন ছাঁচ । ১৩ ।

অনিত্য সব হ'তই যদি
বেফাঁস হ'য়ে এক লহমায়,
সব যা'-কিছু যেত উড়ে,
থাক্‌ত কিসের তক্‌মায় ?
যতই যা'ক্ যা' যতই থাক্ তা'
থাকা কিন্তু চলছে চ'লে,
থাকায় তুমি কিসে থাক ?
চলছ তুমি কিসের বলে ? ১৪ ।

সব চেতনা নিহিত যেথায়
নিহিত যেথায় আত্মবোধ,
সব ইন্দ্রিয়ের শক্তি যিনি
তাঁ'র অভাবেই জীবন-রোধ ;
নিয়ন্ত্রণী সমঞ্জসায়
বিনিয়ে অর্থে জীবনটাকে,
তৃপ্ত হ'য়ে দীপ্ত হ' তুই
বোধে এনে আত্মাটাকে । ১৫ ।

বহির্দৃষ্টির সাথে যখন
অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গতি
বাস্তবতায় দেখতে পাবে—
তেমনতরই সম্মিতি ;
অন্তর-বাহিরের যা' সম্মিতি
অনুভূতিও কিন্তু তা'ই,
অর্থহারা পাগলাভাবে
অনুভূতি কিন্তু নাই ;
অনুভূতি যেমনতরই
চরিত্রও হবে তেমনি রঙিল,

স্বভাবও তোর তেমনতরই
হ'য়ে উঠবে স্বতঃ সলীল ;
বোধ-বাস্তবের মিলন যেমন
অনুভূতি কিন্তু তা'রেই কয়,
সূক্ষ্ম-স্থূলে যেমনতর
বোধ কিন্তু তাই-ই বয় ।১৬।

কী করতে পার তুমি
কেন কিসে কী পার না,
সেইটি হ'ল আত্মবিভব—
ব্যক্তিত্বটার ধারণা ।১৭।

নির্ব্বাত স্থানে থাকলে কিন্তু
আগুনে পড়ে ছাই,
শুভস্রোতা বায়ুতে জ্বলে,—
জ্বলন-বাধা নাই ।১৮।

ভর দুনিয়ায় যা' দেখিস্ তুই—
ভাব্‌ছ বুঝি আর-কিছু নেই,
আর-কিছু তা'র আছে কিনা
দেখ না খুঁজে কোথায় খেই,
ভাবছ্ বুঝি—এইগুলিই সব
আর কিছু নাই এই দুনিয়ায়,
নাই-টাকে তুই খুঁজে-পেতে
কিছু পেলে আন্ আওতায় ;
সিদ্ধ যদি হয় কোনটা
ভাল কিংবা মন্দ'র দিকে,
মন্দটাকেও লাগাস্ কাজে
ব্যাহত করতে মন্দটাকে ।১৯।

দুনিয়াটা আর তা'রই অঙ্কে
ব্যষ্টিবিশেষের উদ্‌ভাবনা,
নিহিত যেথায় যেমনতর
যত কিছু সম্ভাবনা,—

সর্ব্বস্রোতা সার্থকতা
　　জীবন-স্রোতের কেন্দ্র যিনি,
আত্মিক গতি তিনি কি ন'ন ?
　　শক্তি-দীপ্ত আত্মা তিনি ।২০।

আত্মা মানেই জীবন-গতি
　　ব্যষ্টি-সমষ্টি সব নিয়ে,
আত্মিক দ্যুতি বুঝে-সুঝে
　　আন্ সমাধান সব দিয়ে ।২১।

আত্মিক চলন ক্রিয়াকৌশল
　　দক্ষ-দীপন কুশল টানে—
ঐ নাচনে নিপুণ হ'য়ে
　　লীলাখেলা নাচে প্রাণে ।২২।

শরীর, মন আর জীবনটাতে
　　গতিস্রোতা যা'-কিছু,
আত্মিক ক্রিয়া সেই তো ওরে,
　　আত্মা আছে তা'র পিছু ।২৩।

জীবন চলে যে-সম্বেগে
　　আত্মা ব'লে জানিস্ তা'কে,
ধারণ-পালন-আধিপত্যের
　　সম্বেগ কিন্তু তা'তেই থাকে ।২৪।

আত্মদর্শন হয় কা'র ?—
　　নিষ্ঠানিপুণ অনুনয়নে
　　দীপ্ত দৃষ্টি নিয়ে,
　　খুটে-খুঁটে নিজেকে দেখে
　　অর্থান্বিত সঙ্গতিতে—
　　　প্রত্যয়ী জ্ঞান যা'র ।২৫।

আত্মা যেমন শরীর-মনে
　　সঙ্গতি নিয়ে চলৎশীল,

শ্রেয়নিষ্ঠ জনের তেমনি
ভগবত্তাও ভজনশীল ।২৬।

সত্তাসহ প্রবৃত্তি রয়
প্রকৃতি তা'র যেমনতর
বিশেষ হ'য়ে বিশদরূপে
থাকেও সে তো তেমনি দড় ।২৭।

ঈশিত্ব তোমার আসবে যখন
বশিত্বটাও রইবে সাথে,
ধারণ-পালন-শক্তি নিয়ে
ঐশী দ্যুতি র'বে তা'তে ।২৮।

সৌন্দর্য্য আর কদর্য্যের
গুণ-সমাবেশ,
দেখাইয়া ধাতা বলেন—
কী চাও নির্দেশ ।২৯।

তিন গুণেরই বিষয় কিন্তু
জ্ঞানদ্যুতির উচ্ছলা,
গুণে আবিষ্ট না থেকে তুই
করিস তা'কে সচ্ছলা ।৩০।

সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ-গুণের
যেথায় যেমন আধিপত্য,
তেমনতর হয় মানুষের
সেই পথেতেই আনুগত্য ;
অনুগতির ক্রমই আনে
কৃতি-আবেগ স্রোতল দোলায়,
আনুগত্য কৃতি নিয়ে
নিষ্ঠাকেও তেমনি বাড়ায় ;
সেই রঙেতে রঙিল হ'য়ে
চলে তেমনি দীপ্ত বেগে,

ওঠেও সেমনি উচ্ছলিত
হ'য়ে তেমনি গুণের রাগে ;
যে-গুণেরই প্রভাব যেথায়
সেই জাতীয় রঞ্জনায়,
দীপন-দোলায় দোদুল চলে
তেমনতরই ঊর্জ্জনায় । ৩১ ।

তার্কিকতা থামা না একটু
যুক্ত চোখে দেখ্ না চেয়ে—
ভর-দুনিয়ায় কোন্‌টা কেমন
জীবনস্রোতে যা'চ্ছে ব'য়ে । ৩২ ।

নাস্তিক হ'য়ে লাভ কি রে তোর ?
আস্তিকতা কর্ না সার,
অস্তিত্বেরই উৎকর্ষেতে
অঢেল জীবন কর্ অধিকার । ৩৩ ।

অপারদর্শী যদিও বা হো'স্
তা'তেই বা তোর লজ্জা কেন !
লজ্জা কিন্তু সেইখানেতে—
পারার ঝোঁকটি না বাড়লে, জেনো । ৩৪ ।

প্রতি বৈশিষ্ট্যের গ্রন্থিবেদী
ঈশ্বরেরই চেতন-আসন,
মস্তিষ্কটাই পরম গ্রন্থি—
যা'তে তিনি র'ন সন্দীপন ;
সঙ্গতিশীল বিভান্বিত
পারস্পরিক সঙ্গতিতে,
বিশালরূপে বিশাল হ'য়ে
আছেন তিনি সংহতিতে । ৩৫ ।

বেড়ে-বেড়ে বাড়ার চলায়
ইতির খতম যেইখানে,

ব্রহ্ম সত্তা-সম্বর্দ্ধনী
ধৃতিমগ্ন সেইখানে ।৩৬।

ব্রহ্মের দ্যোতনা তাই তো দ্যুতি
জ্যোতিঃও বলে কিন্তু তা'কে,
দ্যোতনা মানেই অর্থের বিকাশ
জানা তা'রই মর্ম্মটাকে ।৩৭।

আলো কিন্তু নয়কো প্রভা
প্রকাশই তা'র আসল বিভা,
বিকাশ-বিভার বাস্তব জ্ঞান—
আসল কিন্তু অর্থ-আভা ;
বোধে যেটা হয় তোর প্রকাশ
সেই-ই কিন্তু দীপ্তি তা'র,
বিকাশ-প্রকাশ নাইকো যেথায়
সবই কিন্তু হয় অসার ।৩৮।

ছিলেন, আছেন একই যিনি
বহুর প্রকট যাঁ' হ'তে,
বহু তেমনি সমাহিত
বিশেষভাবে র'য়ে তাঁ'তে ।৩৯।

ভগবানের যত গুণই থাক্
নির্গুণ তিনি অনুক্ষণ,
বোধ-বিচারের উৎস তিনি
তিনিই ভজন-ঊর্জ্জন ।৪০।

নির্গুণ যখন সগুণ হ'য়ে
আবির্ভূত হ'য়ে থাকেন,
লাখ সগুণেও নির্গুণভাবে
জেনো তিনি অটুট রহেন ।৪১।

নির্গুণ যেথায় সগুণ হ'য়ে
আবির্ভূত হন দুনিয়ায়,

নিষ্ঠারতি-আনুগত্য
কৃতি-সম্বেগ রয় উচ্ছ্বলায় ।৪২।

জ্ঞান-দীপনার কের্দ্দানি কভু
নাইকো ধাতার ধরণে,
যেথায় যেমন করতে হবে
করেন স্বতঃ-উর্জ্জনে ।৪৩।

আত্মম্ভরি বাহাদুরি
নাইকো ঐশী সত্তাতে,
কৃতিসহ নিষ্পাদনই
তাঁ'র চলনের সব তা'তে ।৪৪।

গুণাতীত পূর্ণ যখন
গুণান্বিতও তখনই যিনি,
গুণ-অগুণের অসীম সীমায়
সব সময়েই ব্যক্ত তিনি ।৪৫।

অশেষ যাদু পরম সত্তার
তাই তো যাদুর ধারেন না ধার
সীমায় ব্যক্ত হ'লেও অসীম
আধিপত্য থাকেই তাঁ'র ।৪৬।

বিভু-প্রভু একই কথা
গুণকৃতিতে সেটা হয়—
বিশেষভাবে প্রকৃষ্টতায়
ব্যক্তিত্বে স্বস্থ যদি রয় ।৪৭।

সম্যক্ বিভূতি নিয়ে
বিশেষভাবে যিনি হন,
নিষ্ঠানিপূণ ভজনচর্য্যায়
তিনি কিন্তু তাঁ'তেই র'ন ।৪৮।

নিষ্ঠানিটোল অনুরাগে
ক্লেশসুখপ্রিয়তায়,

ভজন-উছল ব্যক্তিত্ব যেথা
ভগবত্তা রয় সেথায় । ৪৯ ।

উদাম ধৃতি-আবেগ নিয়ে
আগ্রহ-আবেগ সমাহারে,
ভজনদীপী উৎসর্জ্জনায়
ভগবত্তা শরীর ধরে । ৫০ ।

লোকের যেমন চলন-ফেরন
ভগবানেরও তেমনি হয়,
ভজনদীপ্ত ধৃতি কিন্তু
ভগবানেই সক্রিয় রয় । ৫১ ।

ভগবানে নাইকো ভেজাল
ভজনদীপ্ত সদাই তিনি,
ভাল-মন্দের পারে থেকেও
ভাল-মন্দের সমান যিনি । ৫২ ।

এটা নেহাৎ মনেই রাখিস্—
ভগবান কিন্তু ভজমান,
নিষ্ঠানুগ কৃতি যেথায়
সেথায় তাঁহার অধিষ্ঠান । ৫৩ ।

বিজ্ঞান

নিষ্পাদনী ছন্দে চলাই
কৃতিসেবার ভজন-গান,
বিভূতি যা'র সঙ্গে ফেরে
উছল ক'রে জ্ঞান-বিজ্ঞান । ১ ।

বস্তু-জানায় জ্ঞান নিহিত,
বিহিত জানা বিজ্ঞান,—
সংবিধানী বিনায়নায়
ক্রিয়াসহ বিদ্যমান । ২ ।

কোথায় কেমন কৃতি নিয়ে
জীবনস্রোতের স্পন্দনা
কেমন ক'রে ওঠে-নামে,—
তা'ই বিজ্ঞানের বন্দনা । ৩ ।

তীক্ষ্ণ-কঠোর দৃষ্টি দিয়ে
বোধ-বিবেকের সন্দীপনায়
বাস্তবে যা' দেখিস্ ও-তুই !
আন্ তাহাকে নিরূপণায় । ৪ ।

নিটোল যখন নিরূপণা
বাস্তবে ফোটে সব মিলিয়ে,
ব্যবস্থা তেমন করবি সেথায়
বিবেচনার ধী-টি দিয়ে । ৫ ।

খোঁজার আবেগ, খোঁজে চলা,
খোঁজার চক্ষু, খোঁজার ধী—
ধ'রে দেবে অনেক-কিছু
এগিয়ে চলার যা' বিধি । ৬ ।

রূপ দেখ গুণবিধান নিয়ে
সঙ্গে নিয়ে, সঙ্গতি,
প্রীতিনিষ্ঠায় এমনি ক'রেই
নিয়ে এসো সুধৃতি ।৭।

একটা ক'রে হয়নি সৃষ্টি
সৃষ্টি কিন্তু বহুর পাকে,
ধাতা-মেঘের পালন-রাগে
সৃষ্টি-বৃষ্টি হ'য়েই থাকে ।৮।

কত রকমে এক ফল হয়
রকম-বৈশিষ্ট্য কোথায় কেমন,
ধীইয়ে নিয়ে সে-সব বিষয়
পারিস্—করিস্ তা'র নিয়মন ।৯।

স্পন্দই তো সবার আধান
শব্দে বিকাশ স্পন্দই হয়,
বিশেষ স্থলে বিশেষ রকম
বিনায়নে মূর্ত্তি পায় ।১০।

যে-প্রকৃতি যেমন স্পন্দে
থাকে-বাড়ে বিশেষ হ'য়ে,
ব্যষ্টিবিশেষ তেমনি ক'রেই
চলে-ফেরে প্রকৃতি নিয়ে ।১১।

স্পন্দনাটার সংবেদনা
যেমনতর যেথায় হয়,
শব্দটাও তো মূর্ত্তি নিয়ে
বিশেষ হ'য়ে তা'তেই রয় ।১২।

বৈশিষ্ট্যটা যে-প্রকৃতির—
স্পন্দ-আধান-শব্দগতি,
তেমনি ক'রেই বিকাশ পেয়ে
নিয়ে চলে জীবন-দ্যুতি ।১৩।

স্পন্দনারই বিশেষত্ব
যেমন যেথায় থাকে আবেগে,
জীবন-ধারাও তেমনি হ'য়ে
চলতে থাকে দীপন-বেগে ।১৪।

বিধান-স্পন্দনা দেখে-শুনে
খুঁজে পেতে দেখে চল্,
বিনায়নার বিভা নিয়ে
সঙ্গতিটার বাড়া বল ।১৫।

বস্তুগুলির জীবন-স্পন্দন
নিহিত থেকে বস্তুতেই,
বাড়ায়-কমায় তেমনতর
বস্তুগত স্পন্দনেই ।১৬।

স্পন্দনার তোড় যেথায় যেমন
শব্দ-বিকাশও তেমনি,
প্রকৃতিও হয় তেমনতর
বৈশিষ্ট্যও হয় সেমনি ।১৭।

ঊর্জ্জী সাম্য স্পন্দনাটা
চললে হ'য়ে স্বতঃস্রোতা,
জীবনও হয় তেমনতরই
স্বতঃ-সাম্য খরস্রোতা ।১৮।

যে-শব্দটা যা'কে বুঝায়
সেই পদার্থ সেইটা,
পদার্থে আছে গুণ ও ধর্ম্ম—
পদার্থ-মর্ম্ম যেইটা ।১৯।

ধাতু মানেই ধাত কিন্তু
যে-ধাত যা'কে ধারণ করে,
ধাতে কিন্তু স্পন্দনা রয়,
নন্দনা দেয় তেমন তা'রে ।২০।

মাটিতেও তো স্পন্দন আছে,
খনিতেও আছে তেমনি,
যেমন খনি স্পন্দনও তেমনি
বিভব-বৃত্তিও সেম্‌নি ।২১।

স্পন্দনবোধী যা'রা যেমন
ধরতেও পারে তেমনি তা'রা,
ধ'রে-ক'রে উৎসারণায়
আনতে পারে তেমনি সাড়া ।২২।

খড়ের কুটো নিয়েও যদি
ধৃতি-কৃতির সুসন্ধিৎসায়
বিচারণী বিবেকে চলে,—
করার মত ফলও পায় ।২৩।

সাড়া ধড়ার যন্ত্র যদি
বিশেষ যা' তা' ধরতে পারে,
সেই স্পন্দনই বুঝিয়ে দেবে
কোথাতে কী রকম ফেরে !
স্পন্দন যা'তে যেমন আছে
তেমনি সাড়া তা'তে দেয়,
সাড়াদক্ষ হ'লে পরেই
কে কেমন তা' বুঝে নেয় ।২৪।

জন্ম মানেই জ'মে ওঠা
উপাদানের সংহতি,
সে সংহতি-জীবন-উৎস
ব্যক্ত হ'য়ে হয় ব্যক্তি ;
ব্যক্ত যা' তা'র অন্তরালে
থাকেই জীবন-স্পন্দনা,
যে-স্পন্দনা বাড়িয়ে তোলে,
আনেই জীবন-নন্দনা ।২৫।

স্পন্দন-বিভার অনুগতি
অঢেলস্রোতা শব্দ-ঢেউ,
স্পন্দনেরই মূর্ত্তি শব্দ
শব্দ-ধারাই প্রাণন-ঢেউ ।২৬।

স্পন্দনাটা যেথায় যেমন
মূর্ত্তিও তেমনি গ'ড়ে ওঠে,
গড়ার রাগে তেমনি বাগে
উপাদানও তেমনি জোটে ।২৭।

স্পন্দন-তরঙ্গ যেমনতর
উপাদানের আকর্ষক,
উপাদান তো তেমন ক'রেই
মূর্ত্তনারই সন্দীপক ।২৮।

যেথায় যেমন যে-স্পন্দনে
সত্তাটির হয় অবস্থিতি,
সেই স্পন্দনা আয়ত্ত ক'রে
আন জীবনের সুসংস্থিতি ।২৯।

স্পন্দনাটার ভাঁটায়ই হয়
বার্দ্ধক্যেরই আগমন,
অমনি ক'রেই ক্রমে-ক্রমে
অস্তিত্বটার হয় বিলোপন ।৩০।

স্পন্দনাটা যতই কমে
নিথরও হয় ব্যক্তিত্ব তেমন,
অবসাদের অবগাহনে
নিঃশেষ হ'য়ে যায় সে তখন ।৩১।

সব যা'-কিছুর মূলে স্পন্দন
জীবন-প্রভা যা'কে কয়,
স্পন্দনবিহীন অস্তিত্বটা
কোথাও কিন্তু দেখা দায় ।৩২।

শরীর-প্রাণের সঙ্গতিতে
ধৃতি যেমন বিকাশ পায়,
কৃতি-আবেগও তেমনতরই
সোজা কিংবা বাঁকা ধায় । ৩৩ ।

নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতির
চালচলনও যেমনতর,
বিধান-সংহতির তালে-বেতালে
সন্দীপিতও তেমনতর । ৩৪ ।

রেতঃ কিন্তু সক্রিয়ই থাকে,
ডিম্বকোষ রয় সুপ্ত,
এ দু'য়ের সঙ্গমে শরীর
জীবনে অভিদীপ্ত । ৩৫ ।

ডিম্বকোষে রেতঃধৃতি
যা'র বিভাজনে দেহ ও প্রাণ,
ধ'রে রাখে বিহিত চলায়
বিশেষ ব্যক্তিত্বের অধিষ্ঠান । ৩৬ ।

রেতঃতে জানিস্ থাকেই থাকে
স্বভাব-শক্তির উদ্দীপনা,
নিষ্ঠা-অনুগতি-কৃতির
তেমনি থাকে সম্বন্ধনা ;
এ-সবগুলির সঙ্গতিতে
চলৎ থাকে জীবনস্রোত,
প্রকৃতি পায় তেমনতরই
তা'রই মতন জীবন-দ্যোত । ৩৭ ।

সব-কিছুরই জীবন আছে
নিয়ে তা'দের থাকার দ্যুতি,
বিশেষ বৈধী বিনায়নে
হয়ই বিশেষ পরিণতি ;

সমাবেশ যদি করতে পার
বিধান-বস্তুর এমনতর,
এতেও জীবন পেতে পার
হ'লে সমাবেশে সুতৎপর ;
সমাবেশটা করলে এমন
বৃদ্ধও যুবা হ'তে পারে,
জেনে-শুনে বিধায়নায়
সুসঙ্গত করলে তা'রে । ৩৮ ।

প্রাণনধারার সঙ্গে যেমন
শারীর সম্বন্ধ ওতপ্রোত,
ঐ সঙ্গতির ভাব-দীপনাই
নিষ্ঠা ব'লে অভিহিত ;
ঐ স্রোতেই শরীর-সঙ্গতি
যেমনতর সন্দীপিত,
তা' হ'তেই কিন্তু অনুগতি-বিধান
হ'য়েই থাকে সুসম্ভূত । ৩৯ ।

প্রাণন-স্পন্দন জীবনধারা
আছে তোমার বুঝতে পেলেই,
ধারণ-পালন-শক্তি-সত্তা
এটাও কিন্তু ধরতে পাবেই ;
ধারণ-পালন-সম্বেগই ঐ
জীবনীয় গতি-স্পন্দন,
যা'র চলনে তোমার জীবন,
যা'য় দাঁড়িয়ে তোমার বর্দ্ধন । ৪০ ।

কারক গ্রহ তারা-চন্দ্র
যখন যেমন শুভ রয়,
তেমনি দিনে কাজ আরম্ভে
প্রায়ই জানিস্ শুভ হয় । ৪১ ।

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান শিখতে গেলে
গ্রহের ভাতি বিভূতি সব,

কোথায় কেমন করছে ক্রিয়া
দেখ বোঝ কর অনুভব ;
অনুভূতির সুসমাহার
ব্যষ্টি-সমষ্টি সব নিয়ে,
বিশেষে বা হ'চ্ছে কেমন
সমষ্টিটার সব বিনিয়ে ;
সমষ্টিগত ব্যষ্টি যা'-সব
কখন বিভব কেমন হয়,
কখন কেমন রূপে দাঁড়িয়ে
কী বর্ত্তনায় কোথায় ধায় !
বিশেষ জ্ঞানে এমনি হ'য়ে
বিশেষত্ব নাও খুঁটে,
ব্যক্তিত্ব তোমার বিজ্ঞ হ'য়ে
শিষ্টভাবে উঠুক ফুটে । ৪২ ।

শ্রেয়নিষ্ঠ ভক্তিটি নিয়ে
চললে বিজ্ঞান ঐ পথে,
সব-সমাহারী সঙ্গতি নিয়ে
সার্থক হ'য়ে ওঠে তা'তে ;
প্রতিটি ব্যষ্টি-সৃষ্টির সাথে
সঙ্গতিশীল মন্দে-ভালয়,
সংহতি নিয়ে সংযতপ্রাণে
দাঁড়া না বিজ্ঞান সেই আলোয় !